Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমার মন্দির

লোকগুরু অভেদানন্দ

LIBRARY 3/418
No. P/
BANARAS

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য

(রায় বাহাদুর)

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জ্জিলিঙ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/418
No... 7/[illegible]
Shri Shri [illegible] mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকগুরু অভেদানন্দ

7 | [redacted] 3/418

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য
(রায় বাহাদুর)

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জ্জিলিঙ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
স্বামী ভবেশানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জিলিঙ

দাম—২৷৷০ টাকা।

পুলিন বিহারী গুহ রায় কর্ত্তৃক চিত্র মন্দির ৩নং খেলাৎ বাবু লেন,
কলিকাতা—২ হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 3/418

নিবেদন

শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি বহুদিন স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যে গভীর শ্রদ্ধা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এই "লোকগুরু অভেদানন্দ" গ্রন্থখানি সহজ সরল ভাষায় সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য রচনা করেছেন। সাধারণভাবে বালক-বালিকাদের জন্য বইখানি লিখিত হ'লেও সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকারই এটী সুখপাঠ্য হবে। বইখানির সকল সত্ত্ব তিনি দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমকে দান ক'রে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় একজন সুসাহিত্যিক। বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজে তিনি একজন শক্তিমান লেখক হিসাবে পরিচিত। আশাকরি তার লিখনীপ্রসূত "লোকগুরু অভেদানন্দ" সর্ব্বসাধারণের কাছে সুখপাঠ্য ও আদৃত হবে। বইখানি সংক্ষেপ হ'লেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একটী পূর্ণাঙ্গ জীবনী। বিশেষ ক'রে বালক-বালিকাদের কাছে বইখানির আদর হ'লে আমরা প্রকাশের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

প্রকাশক

দার্জিলিঙ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
১লা মাঘ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

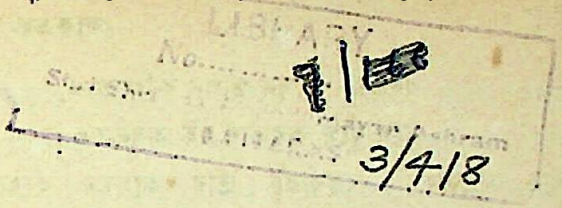

লোকগুরু অভেদানন্দ

এক

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের মধ্যে পাণ্ডব অর্জ্জুনের সারথী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

একজন ভক্ত এই মহাবাণীটিকে বাঙ্গালা পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন,

ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি যখন যখন
আবির্ভূত হই আমি অর্জ্জুন তখন।
সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবারে
পাপীদের ধ্বংস-নীতি সাধনের তরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনঞ্জয়, ধর্ম্মধন স্থাপন করিতে—
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনীতে।

ভগবান আসেন। বহুবারই তাঁর আগমন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে। ইহুদীদের দেশে এলেন মোজেস। ভারতে এলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর ইরাণীদের উদ্ধার করতে পারস্যে এলেন জরথুষ্ট্র, আবার চীনদেশে আবির্ভূত হলেন মহামানব লাও-জি এবং কন্‌ফিউসিয়াস্। তারপর আগেও যত অবতারের আবির্ভাব হলো নানা দেশে। ভারতবর্ষে যখন প্রয়োজন হলো তখন এলেন গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধের প্রায় ছয় শ' বছর পর দেখি যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব। তারপর প্রায় ছয় শ' বছর চলে গেল—এলেন মহম্মদ, যিনি আল্লা নামে প্রচার করলেন ভগবানকে। হিন্দুদের যখন দরকার হলো তখন এলেন শ্রীশঙ্করাচার্য্য শিবের অবতার-রূপে। তারপর গেল ছয় শ' বছর, এলেন শ্রীরামানুজ এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। প্রেম এবং ভক্তির বন্যায় ভারত ভেসে গেল! এই সেদিন এখনও দু শ' বছর হয়নি—আবার দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রকে। সকল ধর্ম্মমতে সাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার ক'রে গেলেন—'যত মত তত পথ'। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনের বহুশত বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতকে দিয়েছিলেন সেই একই মন্ত্র,

যেভাবে যেজন করে ভজন আমায়।
সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায়॥

—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ বল্‌তেন : "অবতার—যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার, চব্বিশ অবতার, আবার অসংখ্য অবতার আছে।*** (অবতার) সরকারী লোক থাকে, জগদম্বার জমিদারীর যেখানেই যখন কোনো গোলমাল উপস্থিত হবে, সেইখানেই তলব পেলে তাকে ছুটতে হবে"।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বাঙ্গালাদেশের কামারপুকুর গ্রামে জন্ম নিলেন তখন এ'দেশ ছিল ইংরেজদের শাসনাধীন। আমরা বাঙ্গালীরা তখন শয়নে স্বপনে জাগরণে নিদ্রায় নকল ইংরেজ হবার জন্য ছিলাম উদ্‌গ্রীব। মিশনারী সাহেবদের চেষ্টায় আমরা তখন প্রাণপণে ইংরেজি শিখছি, দেশী শিক্ষা—দেশের আচার-ব্যবহার ক্রমেই ডুবে চলেছে রসাতলের দিকে। আমরা দলে দলে খৃষ্টান হ'তে চলেছিলাম তখন, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত তখন উঠেছিল 'চাঙ্গে', হাতে তুলে নিয়েছিলাম খৃষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেল'। আমাদের নিজেদের আচার নিয়ম ধর্ম্মভাব সংস্কার সব-কিছুটাই আমরা পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করেছিলাম, কারণ ইংরেজদের কাছে তখন এই শিক্ষাটাই বেশী ক'রে পাচ্ছিলাম যে আমাদের নিজেদের কিছুই নাই—যা আছে তাও আবার আম্‌সী ধরা, একেবারেই পচা, আমরা নকল নবীশ হলাম ইংরেজের মন্দ দিকটার। ভালো তাদের মধ্যে আছে অনেক—কিন্তু ভালোর নকল করা বড় কঠিন!

তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত তরুণদের ঠাকুর নাম দিয়েছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল', বলতেন—"এই যে দেখছ সব 'ইয়ং বেঙ্গল'—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারতো। মাথা নুইয়ে পেরণাম (প্রণাম) করতেও জান্‌তো না! মাথা নুইয়ে আগে পেরণাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে"।

সব বিষয়েই আমরা তখন ঘর ছেড়ে বাহিরমুখো হ'য়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের মনকেই বিকিয়ে দিয়েছিলাম সাহেব ও সাহেবিয়ানার পায়ে! শুধু যে বাঙ্গালার অবস্থাই হয়েছিল এই রকম, তা'নয়—ভারতের নানা স্থানে এই বিলাতী বাতাস বইতে আরম্ভ করেছিল। ভারতের তখন ছিল বড় দুর্দ্দিন।

ঠাকুর এসেছিলেন এই ঘর-ছাড়াদের ঘরে ফেরাবার জন্য, এই মন হারাদের মন এনে দিবার জন্য, এই ধর্ম্মহীন দেহ-প্রাণে আমাদের ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তোলবার জন্য। বাঙ্গালাদেশে তাঁর আগমন হয়েছিল (১৮৩৬ অব্দে), এসেছিলেন তিনি জগৎগুরুরূপে। অবতার যখন আসেন তখন সঙ্গে-সঙ্গে আসেন সুযোগ্য সঙ্গী-সাথী, অনুচর-পার্শ্বচর লীলাসহচরগণ। কেউ আগে এসে মাটি তৈরী করেন, কেউ বা তাঁর পরে এসে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে লীলা করেন, তাঁকে প্রকাশ করেন, তাঁকে প্রচার করেন—ভগীরথের মতো চলেন তাঁরা আগে-আগে শঙ্খধ্বনি ক'রে ঘুমন্ত লোকদের জাগাতে জাগাতে আর তাঁদের পিছনে চলে অবতারের ভাবের গঙ্গা কূলপ্লাবিনী দেশপ্লাবিনী তরঙ্গ তুলে।

এই বাঙ্গালার গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর নবরত্ন মন্দির বেড়ে বেড়ে ঠাকুরের লীলা হতো। সে মন্দিরে সন্ধ্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা—যখন মার আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা ঝাঁঝর-কাঁসর শানাইয়ের রব শ্রীমন্দিরের চূড়ায়-চূড়ায় আঘাত পেয়ে চূর্ণ হ'য়ে মিলিয়ে যেত বাতাসের সঙ্গে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আকুল হ'য়ে অন্তরঙ্গদের ডাকতেন—"আয়রে আয়রে—তোরা সব আয়। আমি যে আর একা থাকতে পারিনে"। সেই ডাক যাঁদের বুকে সাড়া তুলতো তাঁরা যিনি যাঁর মতো ছুটে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে—সেই বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি লীলাসহচরগণ! ঠাকুর বল্‌তেন—"ফুল ফুটলে মধুপ আপনিই আসে"। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ফুটিয়ে তুলেন ফুল, আর দক্ষিণেশ্বরে ফুলবাগান দু-তিন বছরের মধ্যেই (১৮৮১-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) অলিকুলের গুঞ্জনে মুখর হ'য়ে উঠলো। তিনি সকলের বুক চিরে চিরে কাঁটায় আঁকা ছবি ফুটিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন—"ঈশ্বরই সব, তিনি গুরু, তিনিই পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড়, চেতন—সব হয়েছেন"। ঘাড়ে ধ'রে না দেখালে কি মানুষ সহজে এ'সব দেখতে চায়, না বুঝতে চায়।

একদিন ঠাকুর একটা সুন্দর গল্প ব'লে এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শেখানোর ধারা ছিল সেই রকমের। তিনি বলেছিলেন—"গুরুর কৃপা হ'লে আর কোন ভয় নাই। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, তিনিই জানিয়ে দেবেন। একটা বাঘিনী ছাগলের পালে পড়েছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে তাকে মেরে ফেল্লে। তখনই সেটার প্রসব হ'য়ে গেল। বাঘটা প্রথমে ছাগলের মাইয়ের দুধ খেয়ে বড় হ'য়ে পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগ্‌ল। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, সে-ও ভ্যা ভ্যা করে। আবার কোনো জানোয়ার এলে ছাগলের মতো পালায়। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটি বাঘ এসে পড়ল। সে ছাগলের সঙ্গে দৌড়ে পালাতে লাগলো। তখন বাঘটা ছাগলদের কিছু না ব'লে সেই ঘাস-খেকো বাঘটাকে ধরলে। সে ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন বাঘটা তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—'এ-ই জলের ভেতর তোর মুখ ছাখ্—আমারও যেমন হাঁড়ির মতো মুখ তোরও তেমনি। তারপর তার মুখে খানিকটা মাংস গুঁজে দিলে। সে কোনো মতে খাবে না—কেবল ভ্যা ভ্যা করবে। শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগলো। তখন বাঘটা বললে—"এখন বুঝ্‌লি, আমিও যা তুইও তা। এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়"।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলাসহচরদের সেই বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি যুবকভক্তদের এমনি এক একটা 'বাঘ' ক'রে গড়ে দিয়েছিলেন, আর এই বিক্রমকেশরী শার্দ্দূলের দল পৃথিবীর মানুষকে পাগল ক'রে তুলেছিলেন সেই ঠাকুরের ভাবের মধু পান করিয়ে—সেই ঠাকুরের মধুর কথার সুরে নাচিয়ে তুলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/418

দুই

সে সময় হিন্দু-যুবকদের মধ্যে খৃষ্টান হ'য়ে যাবার একটা প্রবল বাতাস এসেছিল দেশে। লোকে দু'চার কথা ইংরেজী বলে, গোপনে বা প্রকাশ্যে সাহেবীখানা খায়, সাহেবী পোষাক কেউ কেউ পরে আর সাহেবদের অধীনে চাকুরী করে। খৃষ্টান পাদরীরা লেখাপড়া-জানা হিন্দুর ছেলেকে ধরতে পারলেই তাকে খৃষ্টান ক'রে ফেলে। সেই রকমের ছেলেপিলেদের পাছে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের পিতামাতারা, তাই কল্‌কাতার দুর্গ ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে তাদের লুকিয়ে রেখে পাদরী সাহেবেরা নিশ্চিন্ত হয়। এই রকমের ছিল সেকালের কল্‌কাতার আবহাওয়া।

হিন্দু-বাঙ্গালীর ছেলেরা যাতে পাদরী সাহেবদের হাতে গিয়ে খৃষ্টান না হ'য়ে যায় এই কারণে ধনাঢ্য বাঙ্গালী হিন্দুরা একটা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার নাম ছিল 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনরি'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেক প্রতিভাশালী যুবক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

ঠাকুরের আগমনের ত্রিশ বৎসর পর (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁর একজন প্রধান অন্তরঙ্গ সহচরের আগমন হলো কল্‌কাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহিরিটোলার ২১নং নীমু গোস্বামীর লেনে। সে বাড়ীতে তখন থাকতেন 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনরির' একজন প্রধান শিক্ষক রসিকলাল চন্দ্র। তিনি যে শুধু যশস্বী শিক্ষকই ছিলেন তা' নয়—তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতো শক্ত মানুষ। যে সময় ইংরেজী নবীশেরা নকল সাহেব হ'তে চলেছেন, রসিকলাল ইংরেজীতে পণ্ডিত হ'লেও হিন্দু-বাঙ্গালীই থেকে গেলেন। আবার দেশের আচার-নিয়ম-ভাবের মধ্যে যা'কিছু ছিল কুসংস্কার আর গোঁড়ামী, অন্যের মতো সে সব তিনি ধ'রে থাকলেন না। তাঁর নির্ম্মল সাধু চরিত্র, তাঁর ভগবানে ভক্তি আবার তাঁর ইংরেজী ভাষার ওপর বিশেষ দখল প্রভৃতি নানা কারণে তিনি আহিরিটোলায় একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সকলেই তাঁকে মান্য করতো এবং কাজেকর্ম্মে দরকার পড়লেই উপদেশ ও সাহায্যের জন্য যেতো তাঁরই কাছে।

একদিন রসিকলালের স্ত্রী-বিয়োগ হলো। আবার একদিন তাঁর বুদ্ধিমান প্রথম পুত্র বিহারীলাল মিশনরী আলেক্‌জাণ্ডার ডফের ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনের একজন কৃতী ছাত্র—হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, বাড়ী থেকে একবস্ত্রে পলায়ন ক'রে মিশনরীদের আশ্রয় নিলেন। পাছে বিহারীলালকে হিন্দুরা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই ভয়ে মিশনরীরা তাঁকে ফোর্ট উইলিয়মে রাখলেন লুকিয়ে।

একে স্ত্রী-বিয়োগের কারণে বিষম বেদনা, তার ওপর পুত্র বিহারীলালের দেওয়া আঘাত রসিকলালের ভাঙ্গা হৃদয়কে আরও ভেঙ্গে দিলো। তিনি ভাবতে লাগলেন,—বড় সুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার তাও যখন এমনি ক'রেই পুড়িয়ে মারলে তাঁকে, তখন আর সে সংসারে থেকে কাজ কি? গঙ্গায় দেহ-বিসর্জ্জন করার জন্য একদিন তিনি জলে নাবলেন। হঠাৎ শুনলেন একটা দৈববাণী যেন বলছে—'কেন তুমি আত্মহত্যা করবে? আত্মহত্যা যে মহাপাপ। জল থেকে ওঠো—ঘরে যাও, আবার বিবাহ করো। তিনি চমকে তীরে উঠলেন এবং ধীরে ধীরে আবার তার সেই শূন্য বাড়ীতে ফিরে এলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা আগেও যেমন চাপাচাপি করতেন, এখনও দিনের পর দিন তেমনি বলতে লাগলেন—'রসিক আবার বিয়ে করো—আবার সংসার পেতে সুখী হ'য়ে বোসো। সুখের পর দুঃখ আসে, দুঃখের পর সুখ আসে, এই তো জগতের নিয়ম।"

রসিকলাল কিছুদিন নীরব হ'য়ে রইলেন। তাঁরা দিনের পর দিন বলতে লাগলেন—"মনে জোর আনো! জন্ম আছে যার মৃত্যু হয় তার। তোমার স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখ দূর করো। আর বিহারীলাল? সে যখন ধর্ম্মত্যাগী গৃহত্যাগী তখন ধ'রে নাও তারও মৃত্যুই হয়েছে! আর এ দুঃখ তো তোমার একলার নয়—জানো তো কত লোকের বাড়ীতেই এই কাণ্ড ঘটেছে! নিজের মনকে শক্ত করো, আবার বিবাহ করে**।"

কিছুদিন পর যখন মন স্থির হলো, তখন রসিকলাল বিয়ে করলেন নয়নতারা দেবীকে। যেমন সুশীলা যেমন ভক্তিমতী তেমনি ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন তিনি। প্রতিদিন উপাসনার শেষে রামায়ণ মহাভারত পাঠ না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না। মা কালীর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনাই জানাতেন যেন তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ভে এমন একটি পুত্র জন্মে যার মহত্বে তাঁর মাতৃহৃদয় গৌরবে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—যার কারণে তাঁর কুল হ'য়ে ওঠে উজ্জ্বল এবং পৃথিবী হন ধন্যা।

ভক্ত যখন খুব কাতর হ'য়ে ডাকেন, মা কি তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারেন। মা সকল সময়ই মা—তিনি যখন রাগ করেন তখনো মার মতোই রাগ করেন, সেই রাগের সঙ্গেও থাকে কতো মমতা, আবার যখন মা স্নেহ করেন তখন তো সেই স্নেহের সঙ্গে মিশে থাকেই মার হৃদয়ভরা মমতা।

সেই মমতাময়ী মা নয়নতারা দেবীর প্রার্থনা শুনলেন। কামারপুকুরে ঠাকুরের আবির্ভাবের পর তখন ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। মা দেখলেন—আর তো বেশী বিলম্ব করা চলে না—ঠাকুরের লীলাসহচরদের এখন একে একে আন্‌তে হয়। আহিরিটোলার নয়নতারা দেবীর প্রার্থনায় তুষ্ট হ'য়ে মা তাঁরই গর্ভে এনে দিলেন এমন একটি সন্তান যিনি পরে শুধু নয়নতারা দেবীর টানে বাঙ্গালাদেশের,—শুধু বাঙ্গালাদেশেরই বা বলি কেন—গোটা ভারতবর্ষেরই মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

মা কালীর বরে পাওয়া গেল (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর) ব'লে কুমারের নাম রাখা হয়েছিল—'কালীপ্রসাদ'।

কালীপ্রসাদের বয়স যখন মাত্র ছয় মাস, নয়নতারা দেবী তখন একদিন মার চরণে হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার জন্য শিশুকে নিয়ে কালীঘাটে গেলেন এবং তাকে নিবেদিত অর্ঘ্যের মতো মার চরণতলে রেখে নিজের বুক চিরে রক্ত দিলেন। সেই রক্ত মার পায়ে দিয়ে ভক্তিমাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠে বললেন : "নে মা—নে আমার বুকের এই রক্ত নে মা প্রসাদী জগদীশ্বরী তোরই প্রসাদে পাওয়া পুত্রের নাম রেখেছি 'কালীপ্রসাদ।' কালীকে মনুষ্যত্ব দে মা—জ্ঞান দেমা —মহত্ব দেমা—আর দেমা তোর পায়ে অগাধ ভক্তি। তোর পুত্র যেন মা জগজ্জয়ী হয়"।

শিশু কালীপ্রসাদ সেদিন মায়ের আশীর্ব্বাদে বিশ্বজয় করার শক্তি যেন পেয়েছিলেন।

পরে তিনি সত্য সত্যই বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন। সে জয়ের সঙ্গে রণহুঙ্কারের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারই ছিল সে জয়ের একমাত্র কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন

পাঁচ বছর বয়সে কালীপ্রসাদের হাতেখড়ি হলো। লাহা-পাড়ার গোবিন্দশীলের পাঠশালায় আরম্ভ হলো তাঁর পাঠ। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে পাঠশালার শিক্ষকেরা পরম আনন্দিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা বুঝলেন যে এ' বালক সাধারণ ছেলেদের মতো নয়। 'এটা কি, ওটা কি, এটা কেমন ক'রে হয়, ওটা কেমন ক'রে হয়'—বালক কালীপ্রসাদ সেই বয়সেই নানা রকম প্রশ্ন ক'রে সব বিষয়টা জেনে নিতে চায়।

আহিরিটোলার যদু পণ্ডিতের একটি 'বঙ্গ বিদ্যালয়' ছিল। দু'বছরে পাঠশালার পাঠ শেষ ক'রে কালীপ্রসাদ এলেন সেই বিদ্যালয়ে (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে)। এই বিদ্যালয়ে বাবুরাম ঘোষ ছিলেন কালীপ্রসাদের সহপাঠী। পরজীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। আমরণ দুই বন্ধুতে ছিল যে সম্প্রীতি এইখানে হয় তার আরম্ভ। যে তিন বছর তিনি 'বঙ্গ বিদ্যালয়-এর' ছাত্র ছিলেন সেই তিন বছরই আপন ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার ক'রে পারিতোষিক পেতেন।

কালীপ্রসাদের বয়স যখন দশবৎসর তখন (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি পড়তে এলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে। আগে বলেছি তার পিতা ছিলেন এই সেমিনরির সুদক্ষ শিক্ষক। এখানে বালকের প্রতিভার বিকাশ বিশেষভাবে দেখা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ক্লাসে এখানেও তাঁর স্থান ছিল সকলের উচ্চে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে তীব্র আগ্রহ দেখে শিক্ষকেরা তাকে প্রতি বৎসর পরম আনন্দ সহকারে দু'টী ক'রে শ্রেণী উত্তীর্ণ ক'রে দিতেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি কালী-প্রসাদের ছিল একটি তীব্র অনুরাগ। সেমিনরিতে যতটুকু সংস্কৃত পড়া হতো তাতে তাঁর জ্ঞান পিপাসা মিটাতেনা। তিনি চাইতেন আরও বেশী জানতে, আরও বেশী পড়তে। হাতিবাগানে তখন সংস্কৃত পাঠের জন্য একটা টোল ছিল। কালীপ্রসাদ সেই টোলেরও ছাত্র হ'য়ে টোলের পণ্ডিতের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তে লাগলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি অনায়াসে সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনা করতে পারতেন, এই রচনাশক্তি ক্রমেই এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পরিণত বয়সে সংস্কৃতে যে সব স্তোত্র রচনা করেছিলেন—কি শব্দের ঝঙ্কারে, কি ছন্দের মাধুর্য্যে সেই স্তোত্রগুলি আজপর্য্যন্ত পাঠকের পরম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ছিলেন এই ভারতের মুকুটমণি—একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত। কোনো বিচারসভায় কোনো দিনই কেউ তাকে হঠাতে পারেননি। ইতিহাস পড়তে পড়তে সেই শঙ্করাচার্য্যের নাম ও কীর্ত্তির কথা শুনে কালীপ্রসাদ বল্লেন 'আমিও শঙ্করের মতো দার্শনিক পণ্ডিত হবো।' সংস্কৃত শেখার দিকে তাঁর ঝোঁক আরও বেড়ে গেল!

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়—বালক কালীপ্রসাদ পড়া শুনার মধ্যে ডুবে থাকেন। একদিন তিনি দেখলেন পিতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুস্তকগুলির মধ্যে একখানা 'ভগবদ্‌গীতা' আছে। তিনি পুস্তক খানা নিবিষ্টমনে পড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন পিতার কাছে ধরা পড়ে গেলেন। পিতা পুত্রের কাছ থেকে বইখানা নিয়ে বললেন—'এখন থাক্, যখন বয়স হবে তখন ওবই পড়তে হয়।'

কালীপ্রসাদের প্রাণ তখন পড়ে আছে গীতার মধ্যে। কি মধুর শ্লোক আছে গীতায় আর প্রত্যেকটি শ্লোকের ভাবই বা কি মধুর! কালীপ্রসাদ বইখানা খুঁজতে লাগলেন। যখন বইখানা এলো হাতে তখন রাত্রে বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে গেলে তিনি গোপনে গীতা পাঠ আরম্ভ করলেন। সে পাঠতো ছিলনা শুধু কতকগুলো সুললিত কবিতা পাঠ, সে ছিল গীতার ভাবে নিজের জীবনকে গঠন করার সঙ্কল্প গ্রহণ।

জমী কর্ষণ ক'রে তারপর বীজ ফেল্‌লে ভালো ফসল পাওয়া যায়। আচোট মাটিতে শস্য জন্মে না। আচোট জমীর মতো মানুষের মনও অনেক সময়ে আচোট থাকে। ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, বিচারের কথা মনে প্রবেশ করে না, অজ্ঞান, অবিদ্যা, কুসংস্কার প্রভৃতি মানুষকে এমনি করেই পেয়ে থাকে।

কেনো যুগাবতারের আগমনের আগে তাঁর কাজের সুবিধার জন্য মানুষের মন তৈরি হ'তে থাকে। তিনি এসে সেই তৈরি জমীতে ভাবের বীজ ফেলতে থাকেন। সেই বীজে অফুরন্ত শস্য হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও সে সময় ঠিক এমনিই হয়েছিল। কোথা থেকে একটা হাওয়া এলো আর তার সঙ্গে ভেসে এলো সৎকর্ম্ম করার একটা প্রেরণা। কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বহু অর্থব্যয় ক'রে শিক্ষার বিস্তার করতে লাগলেন, পীড়িতের সেবার জন্য হাসপাতাল খুলে দিলেন কেউ ; পুল ও পথ নির্ম্মাণ, দীঘি-পুষ্করিণী খনন ক'রে জলদান, অতিথিশালা ও দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ, হরিসভা স্থাপন এই রকম নানা ভালো কাজের দিকে লোকের মন যেতে লাগল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁর একজন স্ত্রীভক্তকে বলেছিলেন—"ওগো, এই যে সব দেখছ এতো হরিসভা-টরিসভা এ-সব জানবে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এইটের জন্যে। এ-সব কি ছিল ? কেমন একরকম সব হ'য়ে গিছলো। এইটে (নিজ শরীর দেখিয়ে) আসার পর থেকে এ-সব এতো হয়েছে—ভিতরে ভিতরে একটা ধর্ম্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে"।

ঠাকুর ছিলেন নরদেহে নারায়ণ। তাঁর বুঝতে বাকি ছিলনা যে তাঁর আগমনের কালেই "একটা ধর্ম্মের স্রোত" বইতে আরম্ভ করেছে।

প্রথমে রাজা রামমোহন রায়, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরমভক্ত কেশবচন্দ্র সেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর দিয়ে প্রাণমাতানো বক্তৃতা ক'রে বাহিরে ছড়িয়ে পড়া বাঙ্গালীর মনকে ঘরের দিকে ফিরিয়ে আন্‌ছেন। আবার পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হাজার হাজার লোকের সাম্‌নে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উদারতা ও মহত্ব বুঝিয়ে দিয়ে হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে—হিন্দুর ছেলেরা তখন খৃষ্টান পাদরীদের দিকে পেছন ফিরে নিজেদের হিন্দুধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে সত্যের সন্ধান করতে লেগে গেছেন—খৃষ্টানীয় স্রোতের মুখে শক্ত বাঁধ উঠছে খাড়া হ'য়ে।

পণ্ডিত চুড়ামণি শশধরের মুখে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার জন্য কল্‌কাতায় যে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, স্বামী সারদানন্দ তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —"স্রোতার ছড়াছড়ির অভাব ছিলনা। আফিসের ফেরতা বাবু-ভায়া ও স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। অ্যালবার্ট হলে স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিতজীর ধর্ম্মব্যাখ্যা যদি কতকটা শুনিতে পায়। কলিকাতার অনেকস্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা, শশধর পণ্ডিতের ধর্ম্মব্যাখ্যা"।

সেকালে চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সমালোচক। একদিন বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সুমধুর বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে সেই ধীর স্থির সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ আনন্দে এমনি আত্মহারা হয়েছিলেন যে, সভার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের বাহু ধ'রে নৃত্য করতে আরম্ভ করেছিলেন।

কালীপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮৬৬ সালে। সে সময় থেকে দশ পনেরো বছরের বাঙ্গালীর মন নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া চলেছিল, শুধু যে ধর্ম্মকথা নিয়ে তা' নয়—রাজনীতির কথা, জাতীয় উন্নতির কথা—আত্মমর্য্যাদা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস আনয়ন, সামাজিক সংস্কারসাধন প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তখন খুব আলোচনা হচ্ছিল। এই বিবিধ আলো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চনার প্রভাব কালীপ্রসাদের মনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল সে সময়।

কালীপ্রসাদের মন ছিল অদ্ভুত। সর্ব্বদা জ্ঞানপিপাসু, সর্ব্বদা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সর্ব্বদা ভাবগ্রাহী ও বলিষ্ট ছিল সেই মন। লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনিও সেকালের প্রধান প্রধান বক্তাদের বক্তৃতা শুনে জ্ঞান অর্জ্জন করতেন। এইভাবে লোকগুরু হবার যোগ্যতা লাভ হচ্ছিল। পৃথিবীতে যাঁরা অসাধারণ পুরুষ ব'লে পরিচিত হ'য়ে গেছেন এবং যাঁদের চরণ-চিহ্ন ধ'রে ধ'রে অন্যলোক জীবনপথে হয়েছে অগ্রসর তাঁদের সকলের মধ্যেই দেখা যায় কৈশোরেই উজ্জ্বল প্রতিভার আলোক, সুতীব্র মেধা, তীব্র বিচারশক্তি, মনের স্বাধীনতা, চিন্তার গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি নানাশক্তি। কালীপ্রসাদের মধ্যেই এর কোনো কিছুরই অভাব দেখা যায় না।

স্কুল কলেজের সাধারণ একটি বালক তার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক বইখানা নিয়েই গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়—সেই বইগুলির বাইরে যে বিস্তীর্ণ জ্ঞানসমুদ্র আছে তা থেকে রত্ন সংগ্রহ করার ইচ্ছা বা শক্তি তাদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালীপ্রসাদের মধ্যে দেখি অন্যধারা। স্কুলেও তিনি আপন ক্লাসে শ্রেষ্ঠ বালক—সর্ব্বদাই তাঁর স্থান সকলের উপরে, আবার বাইরে থেকেও অন্যের অজ্ঞানে জ্ঞান সঞ্চয় করার তীব্র সাধনা করেন তিনি। গৌরমোহন আঢ্যির ওরিয়েণ্টাল সেমিনরির এণ্ট্রান্স ক্লাসে পাঠকালে দেখতে পাই—কালীপ্রসাদ নিজের জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে নানা বই কিনে নিবিষ্টচিত্তে পাঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রত। সে সব বই ছিল না আপাতমনোরম হাল্কা গল্পের বই। সেগুলি ছিল ভট্টী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কাব্য এবং ভগবদ্‌গীতা, পাতঞ্জল এবং দর্শন, শিবসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র। অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা। কালীপ্রসাদ মনে করতেন তাঁর গোটা জীবনটাই ছাত্রের জীবন, জ্ঞানার্জ্জনের জীবন। তাই তিনি আমরণ ক'রে গেছেন বিদ্যার তপস্যা।

তাই ব'লে তিনি ছিলেন না একজন গ্রন্থকীট—অহোরাত্র বই নিয়েই আছেন প'ড়ে! কৈশোরে তাঁর সবল বাহুর তাড়নায় জোয়ারগঙ্গার স্রোত তাঁকে প্রেরণা দিত উজানে সাঁতার কাটতে। আবার দেখি তিনি আহেরিটোলার ব্যায়াম সমিতিতে দেহচর্চ্চা করছেন—কখনো বা ক্রিকেট খেলছেন। পরিণত বয়সে দেখি পদব্রজে ভারত ভ্রমণ করছেন তিনি। তারপর দেখি তিনি আমেরিকায় বিলিয়ার্ড খেলছেন, পকেট্‌পুল খেল্‌ছেন —পিং পং খেল্‌ছেন, আবার কখনো বা সুদক্ষ নাবিকের মতো নৌচালনা করছেন, কখনো বা দেখি 'স্কেটিং'-এর কাঠের পাদানী দু'পায়ে বেঁধে স্কেটিং শিখছেন কালীপ্রসাদ, কিম্বা তিনি আমেরিকানদের কাছে থেকে গলফ্‌ খেলা শিখে নিচ্ছেন।

ধর্ম্মসাধনা, কর্ম্মসাধনা, দেশসেবা, বিদ্যার্জ্জন প্রভৃতি যা-কিছুই করিনা কেন—দেহকে শক্ত ও বলিষ্ঠ করা চাই সকলের আগে। সেই জন্যই বলা হয়েছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধম্"। কালীপ্রসাদ এ-কথা খুব ভালরূপেই জানতেন এবং গুরুরূপে যখন তিনি উপদেশ দিতেন তখন বারবার এই কথাই ব'লে গেছেন যে আমাদের দেহ একটা যন্ত্র মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল যন্ত্রের মতো এই দেহযন্ত্রেরও খবরদারি না করলে অচিরেই দেহ ধ্বংস হ'য়ে যায় অথবা কোনো কাজ করার শক্তি আর দেহে থাকে না, দেহচর্চ্চা ক'রে দেহের শিরাগুলিকে গড়তে হবে যেন ইস্পাতে গড়া, মাংসপেশীকে করতে হবে অত্যন্ত সবল।

বলহীন যে, পৃথিবীতে তার কোথাও স্থান নেই। তিনি বলতেন—নিজেকে যেমন ভাববে, তেমনি হ'য়ে যাবে। যেমন ভাব তেমনি লাভ—এই হলো ঠাকুরের উপদেশ। যদি মনে করো তুমি শক্তিহীন, কোনো প্রকার সাধন—কঠোরতা অবলম্বন করতে পারবেনা—তা হলে দেখবে শক্তি থাকতেও তুমি হীনশক্তি হ'য়ে গেছো।

একবার কালীপ্রসাদকে বলতে শোনা যায় "ঠাকুর বারো বছর ঘুমুলেন না। আমরাও ভাবতাম আমরা তাঁর সন্তান, আমরা কেন পারবোনা। আমরা যতটা না ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম,, ততটা যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম,* * তোরা আত্ম নির্ভরতা নিয়ে যা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর্ তোদের মনের ইচ্ছা তাঁকে জানা। তিনিই তোদের সাহস দেবেন। ঠাকুরের ওপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই দেখ্না কতো কম পয়সায় পৃথিবী জয় ক'রে এলাম"।

"কাম ক্রোধাদির দাস হ'লে জীবনে কখনও কি সুখ পাবি? সকল সময় মনে জোর আন্বি। এই ছাখ্না, এই মনের জোর ছিল বলেই কতো কম বয়সে এখান থেকে এক পয়সাও না নিয়ে পায়ে হেঁটে কাশীতে গেছি। সেখান থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্ণৌ, তারপর হরিদ্বার ও কেদারনাথ যাই। কেদারনাথে কতো কষ্টই গেছে। সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল, একখানা কাপড় ও দুটি কৌপীন। চারিধারে বরফ। শৌচের জল রেখেছি, জমে গেছে। কেদারনাথে সাধুদের থাক্‌বার জন্য ছোট ছোট ঘর আছে। এসব ঘরের দরজা বছরের বেশী সময়েই বরফে ঢাকা থাকে, সেই শীতের রাত্রে ওই বরফের চাঁই কেটে থাকবার বন্দোবস্ত করতে হলো? ঘরে ঢুকে দেখি চালা দিয়ে উপর থেকে বরফ গ'লে ঠাণ্ডা জলে টুপ্‌টাপ ক'রে ভিতরে গড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে মাত্র একখানা কম্বল—তার উপর mountain sickness হলো, mountain sickness sea-sickness এরই মতো। শুধু বমি হ'তে থাকে, মনে জোর আনলুম। রাত্রে তিনবার বমির বেগ এলো কিন্তু একবারও বমি করলুম না। আমেরিকাতেও ঐরূপ পেরেছি। ইচ্ছা ক'রে অসুখ আনতুম, আর মনে জোর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম। এখন দেখলি তো মনের জোরের কত ক্ষমতা।"

কালীপ্রসাদ ছিলেন মনের বলে বিশেষরূপে বলী। কোনো কাজেই পরাজয়কে তিনি স্বীকার করতেন না! তাঁর কথাই ছিল এই যে, মনের জোর আছে যার সে কেন কাজ করতে গিয়ে পরাজিত হবে। তিনি বলতেন, ইচ্ছা করলেই মনের বল বৃদ্ধি করা যায়। অভ্যাসই তো স্বভাব। যেমন অভ্যাস করবে, তোমার পূর্ব্বস্বভাব বদলে গিয়ে সেইটাই হ'য়ে যাবে। এইটিই হলো অভ্যাসযোগের ফল।

আমেরিকাতে থাকাকালীন একবার কালীপ্রসাদের (স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদানন্দের) পায়ের একখানা দীর্ঘ অস্থি ভেঙ্গে যায়। সেই ভাঙ্গা পা নিয়ে তিনি রাজনগরী নিউইয়ার্কে এলেন। চিকিৎসকেরা পা পরীক্ষা ক'রে বললেন, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে, নয়তো এ'ভাঙ্গা পা সারবে না—চিরদিনের মতো খোঁড়া হ'য়ে থাকতে হবে।

এ' পরামর্শ তাঁর ভালো লাগ্‌ল না। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। কাজ কাজ কাজ কেবলই কাজ এই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম্ম। সব কাজ ফেলে দিয়ে ভাঙ্গা পা ভালো করতে হাসপাতালে শুয়ে থাকা তাঁর মনের বিচারে একেবারেই অসঙ্গত ব'লে মনে হলো। তিনি কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা পা খুব শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললেন এবং পায়ে হেঁটেই হাসপাতাল থেকে নিজের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। আশ্রমে পূর্ব্ববৎ কাজকর্ম্ম চলতে লাগল। এদিকে ভাঙ্গা পা যে ফুলে উঠছে সে দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না। সময়ে সময়ে ঘণ্টায় চার মাইল ক'রে তাঁকে হাঁটতে হতো। সে সময় পায়ে যে ব্যাথা লাগত না তা' নয়। বেদনার স্থান থেকে তিনি সর্ব্বদা মনকে সরিয়ে রাখতেন ব'লে বেদনাটা তিনি বুঝতে পারতেন না।

এইভাবে কিছুকাল গেল। আবার যখন ডাক্তারদের কাছে এলেন তখন তাঁরা কাপড়ের বাঁধন খুলে পা-টা পরীক্ষা ক'রে বললেন—"আপনার পা যে সেরে গেছে! কেমন ক'রে সার্‌লো?"

তিনি উত্তর দিলেন....."কেন? মনের জোরে—"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি যখন কল্‌কাতায় পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে লাগলেন তখন অনেক শ্রোতার এক কাণ দিয়ে প্রবেশ ক'রে যোগসূত্রের ব্যাখ্যা তাদের অন্য কাণ দিয়ে বার হ'য়ে গেল। যা শিখতে হ'বে তার সবটাই ভালো ক'রে শিখতে হ'বে—আধখানা বা সিকি মন দিয়ে শিখতে গেলে কিছুই শেখা যায় না—ধারণা গভীর হয় না, এই ছিল কালীপ্রসাদের শিক্ষার ধরণ! তিনি তাঁর গোটা মন লাগিয়ে শুনতেন যোগসূত্রের ব্যাখ্যা। তাঁর এতই ভালো লাগলো যে তিনি পতঞ্জলির যোগের গ্রন্থ পাঠ করতে মনস্থ করলেন।

নিজ বাড়ীতে অনুসন্ধান ক'রে তিনি যখন পতঞ্জলির গ্রন্থ পেলেন না তখন নিজেকে জলখাবার থেকে বঞ্চিত ক'রে সেই সঞ্চিত পয়সা দিয়ে গ্রন্থ ক্রয় করলেন এবং চূড়ামণি মশায়ের কাছে গিয়ে বিনীত কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন—তাঁর ছাত্র হ'য়ে তিনি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চান। একটি সুদর্শন কিশোর এত অল্প বয়সে যোগ শিক্ষা করতে উৎসুক জেনে চূড়ামণি মশায় যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত হলেন। তাঁর তখন অবসর ছিল না ব'লে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সেকালের সুবিখ্যাত বৈদান্তিক কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে। কালীপ্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকুল আগ্রহে বেদান্তবাগীশ মশায়ের কাছে এসে কাতরকণ্ঠে নিজের প্রার্থনা জানালেন।

প্রার্থনা শুনে বেদান্তবাগীশ একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। শেষে বল্‌লেন—'আমার তো বেশী সময় নেই বাবা। তবে স্নানের আগে আমার গায়ে যখন তৈল মর্দ্দন করে, তুমি রোজ রোজ সেই সময়ে এসো, আমি তোমাকে যোগসূত্র পড়াবো।'

কালীপ্রসাদের পাঠ আরম্ভ হলো, কিন্তু কিছুদিন অধ্যয়ন ক'রেই তিনি বুঝলেন যে যোগ্য গুরু ভিন্ন পুস্তক পড়ে যোগশিক্ষা হয় না। সেরূপ চেষ্টা করতে গেলে দেহের নানা বিপদেরই সম্ভবনা।

সুন্দরবনের অরণ্যে এক যোগী সমাধিমগ্ন ছিলেন। তাঁর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে একটা বৃক্ষ ঊর্দ্ধে শির তুলে দাঁড়িয়েছিল তখন। অথচ যোগী ছিলেন পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন কিন্তু জীবিত। বন কেটে পরিষ্কার ক'রে যোগীকে আনা হ'ল ভূকৈলাশে। লোকের মুখে মুখে যোগীর বৃত্তান্ত বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। লোকে তাকে গঙ্গাতীরে এমনভাবে বেঁধে রাখল যে জোয়ারের গঙ্গা তাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো। ভাঁটা পড়লে দেখা যেত, যেমন যোগী তেমনিই আছেন, তাঁর সমাধি ভগ্ন হয়নি।

একদিন একজন ইংরেজ ডাক্তার সাঁড়াসি দিয়ে যোগীর তালুমূল সংলগ্ন জিহ্বাটিকে টেনে বের করতেই যোগীর চৈতন্য হলো। ডাক্তার সাহেব অমনি যোগীর মুখে খানিকটা সুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢেলেদিলেন। মনে করলেন সেই সুরা যোগীর জীবনশক্তিকে বৃদ্ধি করবে। কিন্তু ফলে হলো এই যে দু'একটা কথা ব'লেই যোগী দেহ ত্যাগ করলেন।

হঠযোগের এই অদ্ভুত শক্তির কথা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। মনে হয় সব কথা কালীপ্রসাদের কাণে পর্য্যন্ত গিয়েছিলো, নইলে যোগী হবার জন্য তাঁর অত ব্যাকুলতা জাগবে কেন ?

উপযুক্ত গুরুর কাছে যোগশিক্ষা করার জন্য কালীপ্রসাদ উন্মাদপ্রায় হ'য়ে উঠলেন, কত লোকের কাছেই যোগ্য গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা হ'য়ে গেল। যোগ্য গুরুতো ফলের মতো গাছে গাছে ফলেনা।

কালীপ্রসাদের মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। শুধু যোগের গ্রন্থপাঠ আলুনি বলে মনে হ'তে লাগল। তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তিনি একদিন বন্ধুর কাছে মনের কথাই খুলে বল্লেন এবং একজন যোগ্য গুরুর সন্ধান দেবার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

যজ্ঞেশ্বর বল্লেন—ভাই গুরুর জন্য ভাবনা কি ? গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে নাকি একজন অদ্ভুত যোগী আছেন। শুনেছি মিরর (Mirror) পত্রিকায় একদিন তাঁর খবর বেরিয়ে ছিল। অনেক লোক সেই অবধি যোগীটিকে দেখতে যায়। ইচ্ছা করলে তুমিও যেতে পারো ভাই। তাঁর নাম হ'ল রামকৃষ্ণ পরমহংস। আমার মনে হয় তিনি কৃপা করলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর সন্ধান পেয়ে কালীপ্রসাদের এতই আনন্দ হলো যে তাঁর মনে হতে লাগলো যে আকাশের পূর্ণচন্দ্র নেমে এলেন তাঁর হাতে।

যতই দিন যায় কালীপ্রসাদের মনের ব্যাকুলতা ততই বেড়ে ওঠে। অবশেষে এমন হলো যে গুরুর কাছে না গেলেই আর যেন নয়। তাঁর সমুদয় হৃদয়কে মথিত ক'রে একটা অজ্ঞাত অস্বয়াস্তিভাব এসে দেখা দিল। গুরুর দর্শন না পেলে একটা ক্ষণ যদি বা যায়, একটা দিন কিছুতেই যেতে চায়না। তাঁর পিতামাতা কেউই বলতে পারেন না এই দক্ষিণেশ্বর কোথায় এবং কোন পথেই বা সেখানে যেতে পারা যায়। বন্ধু যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানাটাও তাঁর জানা নাই।

বন্ধুর কাছে কালীপ্রসাদ শুনেছিলেন যে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর, আর এখন অনুভব করতে লাগলেন কে যেন তাঁর মনকে ধ'রে টানতে আরম্ভ করছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে। সে আকর্ষণ ক্রমেই এতো প্রবল হ'তে লাগল যে তাকে এড়িয়ে থাকা বিষম দায় হ'য়ে উঠল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচ

সেদিন ছিল ১৮৮৩ সালের শেষভাগের একটা রবিবার। তিনি প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন, মন তাঁকে চিৎপুর খাল পার ক'রে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। তিনিও চল্‌লেন সেই দিকে যেদিকে মন নিয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বরে গুরুর দর্শন পাবার জন্য পরের দিন থেকে মন হয়েছিল খুবই উতলা। ভাবলেন মন তাকে সেই দক্ষিণেশ্বরেই নিয়ে চলেছে।

অজানা পথ—চলেছেন তো চলেইছেন; সে পথের আর শেষ দেখা যায় না। একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন দক্ষিণেশ্বর পড়ে গেছে অনেক পেছনে, সেটা দক্ষিণেশ্বর নয়—সাতপুকুর। যেখানে এসেছেন সেই সাতপুকুর শুনে কালীপ্রসাদ চমকে উঠলেন! তাইতো এখন উপায়! তাঁর মন বল্‌লে—'কালীপ্রসাদ এতো চিন্তা কেন? ফিরে চলো দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

রৌদ্র তখন হয়েছে প্রবল, সঙ্গে একটিও পয়সা ছিল না যে কোনো দোকান থেকে কিছু কিনে খাবেন। পথ চলতে চলতে ক্ষুধায় এবং পিপাসায় কালীপ্রসাদ ক্রমেই কাতর হ'য়ে উঠতে লাগলেন। সেদিকে তার আদৌ লক্ষ্যই ছিল না। মনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপদক্ষেপে তিনি বলতে লাগলেন—'কৈ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু! কোথায় তুমি দয়াময় গুরু—তোমার বালক ভৃত্যকে দেখা দাও।'

মন যখন বড় বেশী আকুল হ'য়ে গুরুকে স্মরণ করে, গুরু তখন আপনা হ'তেই নিকট হন্। কালীপ্রসাদ তখন এঁড়েদার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তর ফটকটা দেখা যাচ্ছে। ওইতো কিছু দূরেই বেলতলা আর পঞ্চবটী।

তাঁর দেহ ও মন দুই-ই একসঙ্গে নেচে উঠল। অতিশয় দ্রুতগতিতে কালীপ্রসাদ মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। পূজারী রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন—যোগীগুরু পরমহংসদেব কোথায় ?

উত্তরে শুনলেন, তিনি প্রাতে কলকাতা গেছেন, রাত্রে ফিরবেন।

তিনি হতাশ হয়ে বল্লেন—'এঁ্যা—নেই ?"

"না এখন মন্দিরে নাই। তুমি হতাশ হয়োনা বালক, ওই যে তাঁর বাসের ঘর। ওই ঘরের বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করো। সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।'

বড় আশার পর হঠাৎ নিরাশ হ'লে মানুষের মন যেমন ভাঙ্গে—অকস্মাৎ মাথায় কঠিন আঘাত পেলে মানুষের দেহ ও মনের যেমন অবস্থা হয়, কালীপ্রসাদেরও ঠিক তেমনি হলো। তিনি চারদিক অন্ধকার দেখতে দেখতে বারান্দার সিঁড়ির উপর গিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর মন যখন একটু শান্ত হলো তখন ভাবতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন—কি করা যায় এখন। বাড়ীতে কাউকে ব'লে আসা হয়নি—পয়সা নাই যে কল্‌কাতায় ফেরেন—ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হ'য়ে আবার সেই দুরন্ত দীর্ঘ পথ ফিরতে হবে! কালী প্রসাদ একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন। এমন সময় তাঁর সমবয়সী একটী যুবক ছাতা হাতে নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"তিনি কি আছেন?" কালীপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর দিলেন—"তিনি তো নাই, কল্‌কাতায় গেছেন। হয় তো সন্ধ্যাবেলা ফিরবেন।"

যুবকটি কালীপ্রসাদের মতই মন-ভাঙ্গা হ'য়ে তাঁর পাশে বসে পড়লেন। দুজনের মধ্যে নানা আলাপ হ'তে লাগলো। শুনলেন—যুবকের নাম শশীভূষণ, তিনি আগে আরও কয়েকবার সেখানে এসেছিলেন। কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল। তিনি কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনলেন এবং মার প্রসাদ পেয়ে তাঁরা দুজনে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করলেন। কালীপ্রসাদের এই নবীন বন্ধুটি পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

নূতন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কালীপ্রাদের দিনটি কেটে গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হলো। সন্ধ্যার আরতি বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ ক'রে। কালীপ্রসাদ ব্যাকুলভাবে চারদিকে চাইতে লাগলেন—কৈ গুরু, কোথায় গুরু? কৈ এখনো তো এলেন না। ভাবতে লাগলেন, আজ কি তবে তাঁর আগমন হবে না?' শশীভূষণ ভরসা দিয়া বললেন—'তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আর একটু দেখনা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পক্ষণ পরেই একখানা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ হলো, শশীভূষণ ব'লে উঠলেন—'এই যে কালীপ্রসাদ—তিনি আসছেন, ছ্যাকড়া গাড়ীর শব্দ পাচ্ছনা ?"

কালীপ্রসাদ বললেন, 'গাড়ীতো তাঁদের দিকেই আসছে।' মনের তীব্র ব্যাকুলতাকে তিনি আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলেন না। বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—"কৈ ? কৈ ?" পরক্ষণেই পরমহংসদেব 'কালী কালী কালী' বল্‌তে বল্‌তে ঘরে প্রবেশ করলেন। পরক্ষণেই তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন সেবক লাটু—পরবর্ত্তীকালের স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামক মহাতপস্বী। তাঁর হাতে তখন ছিল ঠাকুরের গামছা আর বটুয়ায় ভরা মুখশুদ্ধির মশলা।

কিছুক্ষণ পর পূজরী রামলাল দাদা কালীপ্রসাদকে ঘরে নিয়ে গেলেন। কালীপ্রসাদ আভূমিনত হ'য়ে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াতেই ঠাকুর স্নেহ মধুরস্বরে বললেন—"তুমি আমার কাছে কি চাও ?"

বিশ্বের মানব যাঁর কাছে সব কিছুইতো চাচ্ছে—দিবারাত্রি তাদের চাওয়ার অন্ত নাই—সেই দেবতা যখন কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি চাও ?' তার প্রাণের সুপ্ত বীণাটী তখন ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠল। তিনি একান্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন—আমি আপনার কাছে যোগদর্শন শিখতে চাই, আপনি কি শেখাবেন ?

সহজ প্রশ্নের অতি সহজ সরল নির্ভিক উত্তর। ঠাকুর তখন তাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। বল্লেন—'তোর অল্প বয়স, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বয়সে যোগ শেখার ইচ্ছা হয়েছে। এ' অতি ভালো লক্ষণ। দেখছি পূর্ব্বজন্মে তুই ছিলি একজন বড় যোগী। আচ্ছা—আমি তোকে যোগসাধনের উপায় শেখাব।"

আজ বিশ্রাম কর্—কাল প্রাতে আসিস্।

যা পেতে হ'লে অনেক দিনের কায়ক্লেশে সাধনা ক'রে নিজেকে তৈরি করতে হয়, যাতে সিদ্ধি পেতে হ'লে অনেক দিনের তপস্যার প্রয়োজন হয়—কালীপ্রসাদ চাইবা মাত্র সেই সম্পদ পেয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাল্য ও কৈশোরের জীবনই ছিল তপস্যার জীবন, জ্ঞানার্জ্জনের জীবন, ধর্ম্মের জীবন, পুরুষ-কারের জীবন।

কতদিন মার সঙ্গে গিয়ে গীতা ভাগবতের কথকতা শুনেছেন তিনি—ধ্রুব প্রহ্লাদের কাহিনী শুনতে শুনতে কত না অশ্রু ফেলেছেন তিনি মার কোলের মধ্যে যেখানে মহাভারতের কথা শুনতে শুনতে কতদিন তাঁর মন আনন্দে মত্ত হয়েছে, কখনো বা শোকে হয়েছে ম্রিয়মান। যখন শুনেছেন সে সব ভগবানেরই লীলা-খেলা, তাঁর ভাবগ্রাহী শিশু-মন তখন একথা একবারও ভাবেনি যে, তিনি কেন সেই লীলাখেলার সঙ্গী হননি—এটা হ'তেই পারেনা। যদি তাই না হতো তা হলে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর এতো আকাঙ্ক্ষা ছিল কেন—কেনই বা ছিল সর্ব্ব হিন্দুশাস্ত্রের প্রকাশিকা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় অসাধারণ ইচ্ছা এবং জলখাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে সেই পয়সায় সংস্কৃত গ্রন্থ কিনে গোপনে এত অধ্যয়ন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যই তিনি পূর্ব্বজন্মে ছিলেন একজন মহাযোগী। তাই এ জন্মেও তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কাল কেটেছিল মহাব্রত গ্রহণ করার যোগ্য ক'রেই নিজেকে গড়ে তুলতে! পূর্ব্বজন্মের সংস্কার পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত জ্ঞানের শক্তি এ জন্মে তাঁর সহায় হয়েছিল। পরিণত বয়সেও তাই দেখা যায় তিনি অনায়াসে ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল তর্কে হারিয়ে দিয়েছিল মহা মহা-পণ্ডিতদের, আলস্যপরায়ণ কার্য্যবিমুখদেরও ক'রে তুলেছেন এক একজন বীরকর্ম্মী—ভয়াতুর লোকও তাঁর কাছে এসে হ'য়ে গেছে নির্ভিক, যারা ছিল দুর্ব্বল তারাও পেয়েছে সেই মানবগুরুর কাছে সিংহবিক্রম। তাদের শিক্ষাদীক্ষা হয়নি তো কোনো একজন্মের নূতন যোগীর কাছে, সেটা হয়েছিল প্রবল একজন শিক্ষকের চরণমূলে, গত গত জীবনগুলি ছিল বারবার সিদ্ধিলাভের পুণ্যবলে উজ্জ্বল—যাঁর মন-প্রাণ ছিল মানবগুরুর অকুণ্ঠিত অসীম কৃপায় জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে পবিত্র ও অলোক-সামান্য লোকগুরু হবার শক্তিতে যুগ যুগ ধ'রে শক্তিমন্ত।

বালক ভাইদের কাছে আমরা শুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"তোরা যেমন যেমন আস্‌তে লাগলি, অমনি তেমনি তেমনি তোদের চিনতে পেরেছিলাম।" এই একটা কথা থেকেই বোঝা যায় যে বিবেকানন্দ অভেদানন্দ, প্রভৃতি যুবক ভাইদের সঙ্গে ঠাকুরের আত্মীয়তা এই এক জন্মের ছিল না, সেটা ছিল বহু বহু জন্মের আত্মীয়তা, বহু বহু জন্মের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। কখন কিভাবে তার বিকাশ হয়েছিল অতীত যুগ-যুগান্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সব ছবি আমরা দেখারও অধিকারী নই—সে বিষয়ে কল্পনার কোনো ছবি আঁকতেও আমরা অধিকারী নই।

কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ঠাকুরের যখন খুব অসুখ তখন একদিন রাত্রে কালীপ্রসাদ যখন একাকী তাঁর সেবা করছিলেন তখন ঠাকুর বলেছিলেন—"তোর ভ্রূ দু'টি, কপাল ও চোখ দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা—আবার ভেতরে শ্রীরাধার ভাব জেগে ওঠে। তোর ভেতরে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হ'লে আমার এভাব হবে কেন?" এ 'থেকেও অনুমান করা চলে যে, ঠাকুরের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরের —এ 'যুগের শুধু এক জন্মের সম্বন্ধ ছিল না।

আর একদিনের কথা বলি। কালীপ্রসাদের পিতা রসিক-চন্দ্র একদিন কাশীপুরে এসে ঠাকুরকে ধ'রে বসলেন—কালী-প্রসাদকে একবার বাড়ীতে পাঠাতেই হবে। কালীপ্রসাদ সে সময়ে নিজের ঘরবাড়ী, পিতামাতা ছেড়ে দিনরাত ঠাকুরের কাছেই থাকতেন এবং তাঁরই পরিচর্য্যা করতেন। তাঁর সন্ন্যাসী মন তখন থেকেই সত্যি সত্যি সন্ন্যাসীই হয়েছিল। ঘরবাড়ী, পিতামাতা, ভোগ-লালসা, স্কুল-কলেজ কিছুই আর তখন সে মনে স্থান পায়নি। যাহোক্ রসিকচন্দ্রের প্রার্থনা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন—"তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আসবে তাকে আমি খেয়ে ফেলেছি! সে আর এখন তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গপার্শ্বদ।

এই "খেয়ে ফেলার" কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে। কালীপ্রসাদের (স্বামী অভেদানন্দের) দেহরক্ষার কিছুদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

পর তার কাগজপত্রের মধ্যে তাঁরই রচিত একটি কবিতা পাওয়া যায়।

কবিতায় লেখা ছিল—

"তুমি যে কৃপা করেছ প্রভো,
তাহা কি আমি ভুলিতে পারি,
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়,
আমি তেমনি খেয়েছি তোমায়,
এ রহস্য বুঝিবে কেবা
তাহা আমি বলিতে নারি।
তোমার আদেশে এ 'রহস্য
প্রকাশ আমি করতে নারি।
তুমি আমি এক হয়েছি
তুমি আমি ভিন্ন নহি।

এই কবিতা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে ঠাকুরের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যের সাধারণ সম্বন্ধ ছিল না। সে সম্বন্ধ ছিল অতিশয় গভীর এবং যুগ হ'তে যুগান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। নৈলে কোনো গুরু শিষ্যকে এক জন্মে এমন নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারেন না, আর শিষ্যও বলতে পারেন না—"তুমি আমি এক হয়েছি, তুমি আমি ভিন্ন নহি"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ' যুগে তাঁরাই ভাগ্যবান যাঁরা এমন গুরুর পায়ের তলায় স্থান পেয়েছিলেন, আর তারাও ভাগ্যবান্ যারা তাঁরই পায়ের ছায়ায় এখন প্রতিদিন পরিপুষ্ট হচ্ছে এবং নিজেদের ভাবীজীবন গঠন করছে তাঁরই মহান্ ও পুণ্যময় আদর্শকে সামনে রেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/4/18

ছয়

আগে বলা হয়েছে, সেদিন ছিল ইংরেজী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একটি রবিবার, যেদিন রাত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তাঁর যুগ-যুগের ভক্ত শিষ্য সন্তান পার্ষদ কালীপ্রসাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, অর্থাৎ ঠাকুর তাঁকে আকর্ষণ ক'রে শ্যাম-বাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে এনেছিলেন।

পরদিন প্রাতে গুরুদেব কৃপা করবেন এই আশ্বাস পেয়ে আনন্দে ও উদ্বেগে রাত্রিতে কালীপ্রসাদের ভালো নিদ্রাই হলো না। প্রভাত হ'তে আর বিলম্ব কত বার বার শুধু তাই-ই দেখতে লাগলেন আকাশের দিকে চেয়েচেয়ে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করে তিনি ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময় মার পূজারী রামলাল দাদা ঠাকুরের আদেশ মতো তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায়। সেখানে ছিল একখানা তক্তপোষ। ঠাকুর তার ওপর বসেছিলেন।

কালীপ্রসাদ প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই ঠাকুর নানা প্রশ্ন ক'রে তাঁর পরিচয় নিলেন। যখন শুনলেন যুবক ভক্তটি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়েন এবং এই কাঁচা বয়সেই রঘুবংশাদি কাব্য, ভগবদগীতা, শিবসংহিতা, পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করেছেন এবং তখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেননি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লেন "ভাল, বিয়ে আর করিস্‌নে। এই তক্তপোষে বসে তোর জিহ্বা বার কর্‌"।

আদিষ্টবৎ জিহ্বা বের করতেই ঠাকুর তাঁর দক্ষিণ করের মধ্যম অঙ্গুলি দিয়ে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন এবং বুকের ওপর নিজ দক্ষিণ কর রেখে বললেন: "মা কালীর ধ্যান কর্‌"। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কালীপ্রসাদ ধ্যানে এমন মগ্ন হ'য়ে গেলেন যে তাঁর গভীর সমাধি উপস্থিত হলো, বাহ্যজ্ঞান ব'লে কিছু আর থাক্‌ল না। তাঁর মন যেন কোথায় কোন্‌ এক অপূর্ব্ব দেশে উড়ে গেল। সে দেশে ছিল না সূর্য্য, ছিলনা কোনো জ্যোতি, ছিলনা "শশাঙ্ক সুন্দর", সেখানে ছিল শুধু আনন্দ—আনন্দ—পরমানন্দ। আর কিছু ছিলনা সেখানে।

এর নাম শক্তি-সংক্রমণ। ঠাকুরের নিজের মধ্যে যে অসীম শক্তি ছিল তারই একটা কণামাত্র তিনি সেদিন কালীপ্রসাদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আমরা দেখতে পাই যে ঠাকুর তাঁর ভক্ত সন্তানদের বলতেন: 'তোরা সব সময়ে এসে আমার কাছে শুধু চুপ ক'রে বসে থাকবি। আর তোদের কিছু করতে হবেনা'।

কালীপ্রসাদ সেদিন যখন সমাধিতে ডুবে গেলেন তখন সেই স্পন্দনহীন বাহ্যচৈতন্যবিহীন নিমীলিত নয়ন যুবকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ঠাকুর আর তাঁর নিজের মুখে ফুটে উঠল মৃদু মধুর-উজ্জ্বল হাসির রেখা। কিছুক্ষণ পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর তাঁর বক্ষস্থল স্পর্শ ক'রে চেতনা ফিরিয়ে আন্‌লেন। ধ্যান ও সমাধি সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে বললেন

শুচি আশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে যবে শুবি!
দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি।

এরই নাম অভেদ-মন্ত্রে দীক্ষা। দিবারাত্রি ভেদজ্ঞান যদি মনে থাকে, অন্ধকার থেকে সে আরও অন্ধকারেই প্রবেশ করে, ভগবানের আলোক সে দেখতে পায় না। মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যেই তার গতি হয়। সব দেব-দেবী এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি এই অভেদভাব যার হয়, সত্যের ভগবানকে সেই শুধু পায়। ঠাকুর তাই দীক্ষা দিলেন সেই অভেদ-মন্ত্রে। শেখালেন ভগবানের নাম ভক্তিভরে নিলে সব অশুচিই শুচি হ'য়ে যায়। অশুচিকে শুচি করতে আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

অভেদ-মন্ত্রে দীক্ষা পাওয়ায় কালীপ্রসাদের নাম হয়েছিল অভেদানন্দ।' * তিনি উদ্বেগপূর্ণ মন নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, এখন শান্ত মনে গৃহে ফিরলেন। ঠাকুর বল্লেন: 'আবার আসিস্। প্রথম প্রথম খুব ঘন

---

* এখানে এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—যদিও গ্রন্থকার এখানেই কালীপ্রসাদকে অভেদানন্দ নামে অভিহিত করেছেন কিন্তু অপরাপর প্রামাণ্য থেকে জান্‌তে পারি এই নাম তিনি গ্রহণ করেন সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘন এখানে যাতায়াত করতে হয়। যদি খেয়া পারের নৌকার পয়সা যোগাড় করতে না পারিস্ তো এখান থেকেই দেওয়া হবে'।

ঠাকুরের আদেশ মতো কালীপ্রসাদ প্রত্যহ ঘরে দুয়ার বন্ধ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় ধ্যান করতে লাগলেন। ঠাকুরের আদেশ ছিল: 'বিছানাতে বসেই ধ্যান করিস্, তাতে দোষ হবেনা'। ঠাকুর বলতেন: ধ্যান করবি মনে, কোনে আর বনে।' অর্থাৎ যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন অবস্থায় স্মরণ-মনন করতে হয়—তার জন্যে লোক দেখানো আড়ম্বর ক'রে বসার প্রয়োজন নাই। লোকে যত না দেখে ততই ভাল।

কালীপ্রসাদ সেই আদেশ পালন করতে লাগলেন। ধ্যানকালে দেখতে লাগলেন নানা দেবদেবী যেন জীবন্ত মূর্ত্তি নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে আসছেন।

কালীপ্রসাদের মন আর ঘরে থাকেনা। তিনি উন্মনা হ'য়ে উঠলেন এবং যখন-তখন ছুটে যেতে লাগলেন ঠাকুরের কাছে। তিনি:—

"পিতামাতা ঘর বাড়ী ইহ কুল পরিহরি
মজিলেন প্রভূর চরণে।"

এইভাবে তিনি মনে মনে সন্ন্যাসী হ'য়ে উঠলেন। পুত্র দিন দিন কেমন যেন উদাসী হ'য়ে উঠছে। পড়াশুনার দিকে মন নাই, পিতামাতার দিকে মন নাই: খেলাধূলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনকি আহারে পর্য্যন্ত আর রুচি দেখা যাচ্ছে না, সব সময়েই উড়ু-উড়ু ভাব!

পিতা কালীপ্রসাদকে খুব তিরস্কার করলেন। বল্লেন: 'দক্ষিণেশ্বরে আর যাওয়া হবেনা'। কোনো কোনো দিন বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হতো! কিন্তু ভগবান যাকে টানেন, তাকে কি কেউ আটক রাখতে পারে? একটু ফাঁক পেলেই কালীপ্রসাদ পালিয়ে চলে যান ঠাকুরের কাছে। তাঁর পদসেবা করেন, তাঁর কাছ হ'তে উপদেশ পান, যত ভালবাসার গান আর ধ্যানকালীন নানা দর্শনের কথা নিবেদন করেন। ঠাকুর শোনেন আর পরমানন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন: 'বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে। মনে খুব বল আন্‌বি আর অমনি করেই ধ্যান করবি। খুব লেগে থাকবি'।

ঠাকুর বলছেন, 'সব ঠিক ঠিক হচ্ছে'—তবে আর চাই কি? আনন্দে কালীপ্রসাদের এক হাত বুক দশ হাত হয়। তিনি যেমন ক'রে পারেন—যখন পারেন ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলেন—'আসিস্, আসিস্। তোকে না দেখলে আমার প্রাণ বড় অস্থির হয়।'

যেদিন ধ্যান করতে করতে দেখলেন যেন উজ্জ্বল দুটি বিরাট চক্ষু আকাশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে আর যেন তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। দর্শনের কথা শুনে ঠাকুরের আর আনন্দ ধরে না। তিনি বলেন: 'ভগবানের তত্ত্বদর্শী দুটো চোখ তুই দেখেছিস্। এ' খুবই ভাগ্যের কথা। লেগে থাক্: খুব লেগে থাক্, তোর মনোবাসনা পূর্ণ হবে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে যতই দিন যেতে লাগল, নিত্য নিত্য নবীন দর্শনে উৎসাহিত হ'য়ে কালীপ্রসাদ খুবই ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে আস্‌তে লাগলেন। শুধু কি দক্ষিণেশ্বরে? ঠাকুর কল্‌কাতায় যে কোন গৃহীভক্তদের বাড়ী যান আর প্রাণমাতানো কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হ'য়ে সিংহবিক্রমে নৃত্য করেন—খবর পেলেই কালীপ্রসাদ সেখানে গিয়েও ঠাকুরের কাছে বসেন। ঠাকুর পরমস্নেহে মৃদুকণ্ঠে সাধনভজন সম্বন্ধে কতই না উপদেশ দেন তাঁর এই যুবক ভক্তটিকে।

এইভাবে দিন যায়, কালীপ্রসাদের একটা নূতন জীবন গড়ে ওঠে। ঠাকুর সে গঠন দেন—"নিজের হাতে নিজের ছাঁচে"!

একদিন গভীর রাত্রে ধ্যান করতে করতে কালীপ্রসাদের একটি অদ্ভুত দর্শন হলো। সে যেন একটা বিরাট কক্ষ। মধ্যস্থলে ঠাকুর আছেন উজ্জ্বল দেহে দাঁড়িয়ে, আর সব দেবদেবী তাঁকে ঘিরে আপন আপন বেদীতে শোভা পাচ্ছেন। শেষে তাঁরা একে একে এসে ঠাকুরের অঙ্গে প্রবেশ করতে লাগলেন। এই অপরূপ দর্শনের কথা শুনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন: "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল, এখন তুই অরূপের ঘরে উঠলি। আর কোনো রূপ তুই দেখতে পাবিনে। এইবার তুই অরূপ ব্রহ্ম দর্শন করবি"।

হলোও ঠিক তাই।

ইংরাজী ১৮৮৫ সাল। এপ্রিল মাস। গ্রীষ্মটা বড় বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে। ঠাকুর একদিন কতকগুলো কুল্‌পি বরফ খেয়ে ফেললেন। সে ছিল এক ভক্তের দেওয়া ভোগ। ভক্তের ভোগ—ঠাকুর কি তা ফেলতে পারেন! খেলেন সব। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে গলায় ব্যথা হলো। বল্লেন: "গলায় বীচি হয়েছে। খাবারের এমন গল্প শুনি নি"।

ভগবান যখন নররূপে অবতার হ'য়ে আসেন তখন তাঁর বাহিরের হাব-ভাব, কাজ-কর্ম্ম ঠিক ঠিক মানুষের মতোই হয়। মানুষের মতোই বলেন, চলেন, রোগে ভোগেন, ব্যথায় কষ্ট পান। মানুষের মতো না এসে দেবতা দেবতার মতো এলে তাঁর সে দেবৈশ্বর্য্যের সামনে কোন্ মানুষ গিয়ে দাঁড়াতে পারত? ভয় খেয়ে বলতে হতো: প্রভু মানুষের মতো দেখা দাও, নৈলে তোমার দিকে যে চাইতে পারিনে, আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছি, আমি ভীত হয়ে উঠেছি,

দিশো ন জানে ন লভে চ সার্থ
প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
"মনে নাই সুখলেশ, ভীত আমি হে দেবেশ,
সুপ্রসন্ন হও বিশ্বাধার"।

মানুষের মতোই ঠাকুরেরও রোগ-ভোগ আরম্ভ হলো। বড় ডাক্তার দুর্গাচরণকে গলা দেখাবার জন্য ঠাকুরকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হলো। সেবকের মতো কালীপ্রসাদও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে!

গলার অসুখ না কমে বেড়েই চললো। ভক্তেরা অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন এবং কলকাতার শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা বাড়ী নিয়ে তাঁরা ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন সেখানে। ইচ্ছা খুব ভাল ক'রে তাঁর চিকিৎসা হয়।

কালীপ্রসাদ তো অনেকদিন আগেই ঠাকুরের পায়ে নিজেকে বিক্রয় করেছিলেন, কিন্তু আগে মাঝে মাঝে পিতামাতার কাছে যেতেন। সেই ঠাকুরের যখন গুরুতর অসুখ—কলকাতায় রেখে তাঁর চিকিৎসা করানো হবে। ঠাকুরের সন্তান কালীপ্রসাদ কি আর স্থির থাকতে পারেন? এইবার তিনি পিতা-মাতা ঘরবাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামপুকুরে এলেন সেবা করবেন ব'লে। সেই যে আসা—সে হয়েছিল বাড়ীঘর, আত্মীয়পরিজন সকলের সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্বন্ধ চুকিয়ে চ'লে আসা।

তিনি মনে মনে জান্‌তেন যে গুরুই তাঁর সব,

তুমি মাতা তুমি পিতা
তুমি বন্ধু, সখা ভ্রাতা।
তুমি বিদ্যা সম্পদ আবার—
পরমদেবতা তুমি, সর্ব্বস্ব আমার।

কালীপ্রসাদের সেই 'সর্ব্বস্ব' যখন কঠিন রোগে কাতর তখন প্রাণ দিয়ে তাঁর পরিচর্য্যা না ক'রে তিনি কি আর ঘরে থাকতে পারেন?

যুবক সন্ন্যাসী কালীপ্রসাদ ঘর ছেড়ে জন্মের মতো চলে এলেন ঠাকুরের সেবার ভার নিয়ে। কারও চোখের জলই তাঁকে আর বাড়ীর সীমানার মধ্যে আটক করতে পারলো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত

তিন মাস ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে থাকলেন। অহোরাত্র তাঁর সেবা চলতে লাগল। স্বয়ং শ্রীমা পথ্য রন্ধন ক'রে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। সেবক কালীপ্রসাদ প্রাণপাত ক'রে সেবা করতে লাগলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, যোগেন, বাবুরাম প্রভৃতি যুবক ভক্তেরা তখন আপন-আপন বাড়ীতেই থাকতেন বটে কিন্তু প্রতিদিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শ্যামপুকুরে এসে ঠাকুরের সংবাদ নিয়ে যেতেন। পূর্ব্ব হ'তেই কালীপ্রসাদের সঙ্গে এঁদের সকলের পরিচয় হয়েছিল।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে যে যে ঘটনা ঘটেছিল কালীপ্রসাদও ছিলেন অন্যের মতো তাঁর দর্শক। দিপান্বীতার আগের দিনই তাঁর আদেশে ভক্তেরা মা কালীর পঞ্চোপচারে পূজার আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর হঠাৎ পূজার আসনে এসে ব'সে সব উপাচার নিজেকেই নিবেদন করতে লাগলেন, শেষে বরাভয়মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন! সকলের অগোচরে মা কালী এসে তখন ঠাকুরের দেহের মধ্যে আবির্ভূতা হয়েছেন। ভক্তেরা তখন বিস্মিত হ'য়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরই কক্ষের মধ্যে 'জয় মা জয় মা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রব উঠলো। জীবন্ত প্রতিমা পূজার জন্য হুড়াহুড়ি লেগে গেলো তখন। কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা মাকালীর আবেশে আবিষ্ট ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। তখন—

"কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া।
বীর দম্ভে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া"।

শ্যামপুকুরেও রোগ কমেনি, বরং বৃদ্ধির দিকেই যেতে লাগল। তখন চিকিৎসকদের উপদেশ অনুসারে ঠাকুরকে আনা হলো কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে। সে স্থানটি হলো ফাঁকা, কাজেই ঠাকুর কিছু আরাম বোধ করতে লাগলেন।

চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা সমানে চলতে লাগলো। সত্য সত্যই তখন আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা হচ্ছিল ভক্তবৃন্দের এবং রোগপীড়িত ঠাকুর ছিলেন তাহার চিকিৎসক। যুবক ভক্তেরা তখন আর আপন আপন বাড়ীতে থাকতেন না, ঠাকুরের সেবার জন্য সকলেই এসে কাশীপুরে মিলিত হয়েছিলেন।

পালাক্রমে দু' ঘণ্টা ক'রে এক এক জনের সেবার ভার পড়লো।

কাশীপুর হ'য়ে উঠলো একটা তপোক্ষেত্র। ভক্তগণ যিনি যাঁর মতো ঠাকুরের সেবা করেন আর অন্য সময়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জপ-ধ্যানে মগ্ন হন, কখনও বা শাস্ত্রগ্রন্থ চর্চ্চা ও শাস্ত্রের বিচার হয়। নূতন নূতন জ্ঞান লাভের জন্য কালীপ্রসাদের মনে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে অস্থির করতো! কাশীপুর-বাগানে থাকা-কালে তাই তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। দর্শন বিজ্ঞান ন্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সুবিখ্যাত পুস্তক তাঁর ক্রমে ক্রমে পড়া হ'য়ে গেল।

ঠাকুরের সেবা করতে করতেই কখনো কখনো তিনি তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে পাশে ব'সে পাশ্চাত্য ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ পাঠ করতেন। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি, অধ্যয়ন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবন ধ'রেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যখন তিনি মার্কিন দেশে প্রচারক ছিলেন তখনো দেখা গেছে যে তাঁর শয়নকক্ষের ইলেকট্রিক আলো সেই যে জ্বললো সন্ধ্যাবেলা, রাত্রিতে তা' আর নেবেনি, জ্বলছে এবং স্বামী অভেদানন্দ (কালীপ্রসাদ) অহোরাত্র সেই যে চেয়ারে ব'সে লেখা-পড়া করছেন, তা ক'রেই যাচ্ছেন! এম্‌ন একদিন নয়, অনেক দিনই—তাঁর আশ্রম-গৃহের সেবকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছে!

অধ্যয়নের এই অসাধারণ স্পৃহা দেখে ঠাকুর একদিন তাঁকে বলেছিলেন: "তুইতো ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।' তাঁর অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা দেখে একদিন বলেছিলেন: "ছেলেদের মধ্যে তুইই বুদ্ধিমান, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তেমনি তুইও পারবি"।

শীতকাল। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে বাগানে ধুনি জ্বেলে বসলেন। ধুনি ঘিরে বসলেন কালী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ এবং অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত। ধুনীর পাশে ব'সে ধ্যান করতে করতে তাঁদের সমস্ত রাতই কেটে গেলো। ভক্তেরা নিজ নিজ সেবার পালা সেরে প্রত্যহই এইভাবে ধুনি জ্বেলে জপ-ধ্যান করতেন। কখনো বা সেখানে বসে বেদান্তের বিচার হ'তো, গীতা পাঠ হ'তো—শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের আবৃত্তি হতো, কোনো দিন বা তাঁরা পাঠ করতেন 'যোগাবাশিষ্ঠ' কোনো দিন অষ্টবক্র-সংহিতা'—কোনো দিন বা 'গোপীগীতা।'

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠ। এক একদিন রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসঙ্গীত এবং ঠাকুরের নিজ মুখের অনেক গান গেয়ে তিনি কাশীপুর-বাগানে তরঙ্গের পর সুরের মধুর তরঙ্গ তুলতেন। কালীপ্রসাদ এবং নরেন্দ্রনাথ ছিলেন যেন ভাই ভাই—একে অন্যের ছায়া। নরেন্দ্র যা' করতেন, কালীপ্রসাদও তা-ই করতেন, আবার নরেন্দ্র যা' করতে বলতেন কালীপ্রসাদ নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করতেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ বললেন: "ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সকলের হাতে খাওয়া চলে। কারও ওপর ঘৃণার ভাব থাকেনা। চল্, আজ তোদের আহারের কুসংস্কার ভেঙ্গে দিই"। কালী-প্রসাদ বল্লেন: "বেশ তবে চলো এক্ষুণি," তারক, শরৎ, যোগেন ও নিরঞ্জনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

কাশীপুর-বাগান থেকে বেরিয়ে তাঁরা বিডন ষ্ট্রীটে এক মুসলমানের দোকানে এসে ব'সে মুর্গীর ডাল্না একটু একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.

আহার করলেন। মনে মনে বললেন, আজ আহারের কুসংস্কার ভাঙ্গা হলো'।

রাত্রি দশটা বেজেছে। কালীপ্রসাদের পালা তখন ঠাকুরের সেবার। তিনি আসতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন: "তোরা কোথায় গিয়েছিলি"?

কালীপ্রসাদ সব কথা প্রকাশ ক'রে বললে পর ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন: "সংস্কার ভেঙ্গেছিস্ তা' বেশ করেছিস্।"

ঠাকুরের অমূল্য এবং মধুর বাণীগুলি পাঠ করলেই জানা যায় যে তিনি বলতেন: "শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তা হ'লে সে ধিক"।

সকলের মনতো একরকম নয়, কাজেই ঈশ্বরলাভের পথ তো সকলের এক রকম নয়। যার যেমন মন ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কি দক্ষিণেশ্বরে—কি কাশীপুরে ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি অন্তর্য্যামী—সবই জানতেন। বুঝেই নিয়েছিলেন যে তাঁর সন্তান অভেদানন্দ এবং বিবেকানন্দকে লোকগুরু হ'তে হবে। সুতরাং যোগ্যতা-অর্জ্জনের জন্য তাঁদের চাই জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রের বিচার এমনি অনেক কিছু। তাই দেখা যায় বিবেকানন্দে এবং অভেদানন্দে অতি প্রবল অধ্যয়ন-স্পৃহা এবং নানা বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম বিচারণা। ঠাকুর উৎসাহই দিতেন, এঁদের নিবৃত্ত করিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের কথাই ছিলঃ "যিনি আচার্য্য তাঁরই নানা শাস্ত্র জানা দরকার। বা লোকশিক্ষা দিতে হ'লে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয়, অনেক তর্ক যুক্তি ক'রে বোঝাতে হয়"।

পরে যখন বরানগরে মঠ স্থাপিত হয় তখন দেখতে পাই যে দিবারাত্রি অধ্যয়ন, শাস্ত্রপাঠ, যুক্তি তর্ক করার কারণে কয়েকজন ভক্ত কালীপ্রসাদের উপর এতোই বিরক্ত হয়েছিলেন যে তাঁকে প্রহার করে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।২* এই ষড়যন্ত্রের কথা জান্‌তে পেরে কালীপ্রসাদ নিজেই মঠ ত্যাগ ক'রে পরিব্রাজক হ'য়ে বেরিয়ে যান। যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁদের একটা ভুল ধারণা ছিল যে ঠাকুরের যখন নিজের কেতাবী বিদ্যা ছিলনা তখন তাঁর মঠে এতো বই পড়া হয় এটা কখনো তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

ঠাকুর জানতেন যে তাঁর চলে যাবার সময় নিকট হয়েছে, কারণ যে জন্য আসা তা তখন হ'য়ে গেছে—লোকের মন ধর্মের দিকে এগুচ্ছে। ধর্মকথা যাতে দেশে দেশে প্রচারিত হয় তার জন্যও তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে আচার্য্য তৈরি করেছেন। সেই আচার্য্য পদবী যাঁরা পাবেন—সেই কালীপ্রাসাদ, নরেন্দ্রনাথ, রাখাল প্রভৃতি কয়েকজনকে

২* ঘটনা ঘটে ঠাকুরের দেহাবসানের পর। স্বামী বিবেকানন্দ তখন প্রবিব্রাজক রূপে আসমুদ্র-হিমাচল ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর তাই নানা বিষয়ে নানা উপদেশ ও নানা শিক্ষা দিতে লাগলেন। কালীপ্রসাদ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন কাশীপুর বাগানে সারাদিন সারারাত্রি উপবাসী থেকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিবচতুর্দশীর ব্রত পালন করলেন। ধ্যানে উপাসনায় পূজায় সে রাত্রি কেটে গেলে। কালীপ্রসাদ এবং নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের পুণ্যচরিত আলোচনা ক'রে এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একদিন কাউকে কিছু না ব'লে বুদ্ধগয়ায় চলে গেলেন এবং সেখানে বোধিবৃক্ষের তলে ও বুদ্ধদেবের মন্দিরে ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে পড়লেন।

কাশীপুরে কালীপ্রসাদ অষ্টবক্রসংহিতা খুব গভীরভাবে পাঠ করতেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি তর্ক তুলে সহযোগীদের স্তম্ভিত ক'রে দিতেন। তিনি নাস্তিক হ'য়ে গেছেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বই মানেন না এমনি একটা অভিযোগ উপস্থিত হলো ঠাকুরের কাছে। কালীপ্রসাদকে একদিন একা পেয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন: "হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হ'য়ে গেলি?"

এমন একটা অভিযোগ হয়েছে দেখে কালীপ্রসাদ বড় দুঃখিত হলেন এবং নীরব হ'য়ে রইলেন, ঠাকুরের কথায় উত্তর দিলেন না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,

"তুই ঈশ্বর মানিস্?"

"তুই শাস্ত্র মানিস্?"

"তুই লোকাচার মানিস্?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর সব প্রশ্নেরই উত্তর শুন্‌লেন—"না"। বল্লেন: "অপর কোনো সাধুর কাছে এই উত্তর দিলে তোর গালে চড় মারতো।"

কালীপ্রসাদ বল্লেন: "আপনিও তাহ'লে মারুন। ঈশ্বর আছেন, বেদ সত্য—এ সব কথা যতক্ষণ আমি বুঝতে না পারি ততক্ষণ অন্ধের মতো কোনো কথা মেনে নোবোনা। আমাকে বুঝিয়ে দিন—আমার জ্ঞানচক্ষু আপনি খুলে দিন, বুঝতে পারলেই আমি মানবো।"

গুরুর সাম্‌নে বীর শিষ্যের এটা উপযুক্ত উত্তর বটে —"বুঝিয়ে দিন্। বুঝতে পারলেই আমি সব মানব"। "তুমি না জানালে পরে, কে তোমারে জানতে পারে"—এইটাই হলো ভগবানের কাছে ভক্তের চিরন্তন প্রার্থনা। কালীপ্রসাদও সেদিন সেই প্রার্থনাই করেছিলেন ঠাকুরের কাছে: "বুঝিয়ে দিন্, জানিয়ে দিন্, তাহলে আমি সব মান্‌ব"।

উত্তর শুনে ঠাকুর আদৌ বিরক্ত হলেন না। প্রসন্ন হলেন। বল্লেন: "একদিন তুই সব মান্‌বি"।

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন: "জানিয়ে দিন আমাকে, জান্‌তে পারলেই আমি মান্‌বো—নতুবা মানবো না।

ঠাকুর বল্লেন: "তুই সব জানবি, সব বুঝবি। তুই একঘেয়ে হোস্‌নি, আমি একমেয়ে ভালবাসিনে"।

আচার্য্য হবার জন্য ভগবানের চিহ্নিত লোক ছিলেন যিনি—সত্যানুসন্ধানে এইরূপ তেজ তাঁতে শোভা পায়। দেখা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে তিনি বিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান লাভ ক'রে বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বের সার সত্য মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং পৃথিবীর সামনে নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন—'বৈজ্ঞানিক-সত্যের উপর যে ধর্ম্ম স্থাপিত নয় সে ধর্ম্ম গ্রহণযোগ্য নয়।' পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন একটা ঘোষণা করতে যে বিদ্যাবত্তা ও বীর্য্যের প্রয়োজন তিনি প্রচুর পরিমাণে তা পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে।

তিনি ওদেশে বার বার নির্ভয়ে বলেছেন বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম্মতত্ত্বকে যাচাই ক'রে নাও। মিল্‌বে না যেখানে, সেখানে হোক্ না সে বাইবেলেরই গল্প—সে গল্প ছেড়ে দিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করো, সত্যকেই জানো, গল্পকে পরিত্যাগ করো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আট

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে কালীপ্রসাদ ধ'রে বসলেন : "আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিন"। ঠাকুর বল্লেন : "তোর হবে, তোর হবে"। এরপর একদিন ধ্যান করতে করতেই কালীপ্রসাদ নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হলেন। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হলো। অপরূপ তত্ত্বসমূহ তাঁর উপলব্ধি হ'তে লাগল। ঠাকুর শুনে বল্লেন : "এই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান!"

ব্রহ্ম যে কি তা কেউ মুখে বলতে পারে না, সেটা হৃদয়ে অনুভব করার বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। তাঁর কখনো বেচালে পা পড়ে না। তিনি যা বলেন তা' ঠিক, তিনি যা করেন তা ঠিক—ভুল তাঁর হয় না। কালীপ্রসাদেরও তখন তাই হয়েছিল। যা' কিছু জানার আছে তিনি সে সবই জেনে ফেললেন, অর্থাৎ ঠাকুরই তাঁর মনের মধ্যে জানিয়ে দিলেন। এতদিন তিনি জ্ঞানাবিচারের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জান্‌তে চাইতেন। এখন পরমাভক্তি এসে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিশে গেল। তিনি জ্ঞানীভক্ত হ'য়ে উঠলেন। ভগবান যে কি তা' তিনি মনের মধ্যেই জানতে পারলেন।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন নিকট হয়েছে। সেদিন গঙ্গা-সাগরে মেলা বসে, সেই মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। তাঁদের দেখার জন্য ভক্ত গোপাল দাদা (স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতানন্দ) কয়েকখানা গেরুয়া কাপড় এনেছিলেন। ঠাকুর বল্লেন : "গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের কাপড় দিলে যে ফল হবে তার হাজার গুণ ফল হবে এই সব ছেলেদের দিলে, এদের মতো সাধু আর কোথায় পাবে ?"

ঠাকুরের আদেশে গোপাল দা যুবক ভাইদের গৈরিক বস্ত্র আর রুদ্রাক্ষের মালা দান করলেন। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তেরা যখন গৈরিক বস্ত্র পরিধান ক'রে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় একে একে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তখন মনে হলো সেই নবীন সন্ন্যাসীরা যেন এক একটি শিশুসূর্য্য কাশীপুর বাগানে এসে উদিত হয়েছেন।

এই নবীন সন্ন্যাসীদের মন থেকে বিদ্যার অভিমান, মানের অভিমান, বংশ-মর্য্যাদার অভিমান প্রভৃতি সব অভিমান দূর ক'রে দেওয়ার কাজটা তখনো বাকি ছিল। মনের মধ্যে যতদিন অহঙ্কার থাকে ততদিন ভগবান লাভ হয় না। "অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই"। "তোমার আসনতলে মাটীর নীচে লুটিয়ে রবো—তোমার চরণধূলার ধূলায় ধূসর হবো"—এই ভাবটা মনের মধ্যে আনার জন্য ঠাকুর একদিন ছেলেদের বল্লেন : "ছাখ, আমার জন্য তোরা কি ভিক্ষা করতে পারবি ? ভিক্ষার অন্ন বড় শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছা নাই"।

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর এবং তাঁর সেবকদের সমস্ত খরচ তখন গৃহী ভক্তেরা চাঁদা ক'রে দিতেন। সে তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরের লোকের দেওয়া চাঁদার স্থান ছিলনা, সে ছিল ভক্তদের দেওয়া ঠাকুর ভোগ। কিন্তু ছেলেদের নিরভিমান ক'রে তোলার জন্য ঠাকুর মনে মনে একটা ভান ক'রে বল্লেন: গৃহস্থের অন্ন আর আমি খাবনা, আমার অন্ন কি তোরা ভিক্ষা ক'রে আন্‌তে পারবিনে? "মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা হ্যায়—আমি যে খুব বড়ো, ভিক্ষুক নই আমি এ-কথা যার মনে থাকে সে কারো কাছে হাত পেতে কিছু চাইতে পারে না। আত্মাভিমান ভেঙ্গে দেবার জন্য ঠাকুর তাই বল্লেন: 'তোরা কি আমার জন্যে ভিক্ষা করতে পারবিনে'?

কালীপ্রসাদ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্ত ছেলেরা পরম-আনন্দে ব'লে উঠলেন: "আমরা নিশ্চয়ই আপনার জন্য ভিক্ষা করবো"।

প্রথমেই তাঁরা শ্রীমায়ের কাছে হাত পেতে বল্লেন: "ভিক্ষাং দেহি মে ভগবতি"।

শ্রীমা মুষ্টি ভিক্ষা দিলে পর ভক্তেরা পথে বার হ'য়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী নানা বাড়ীতে ভিক্ষা চাইতে গেলেন, কেউ কিছু ভিক্ষা দিলে, কেউ বা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে, কেউ বা বলতে লাগল: "তোমরা সব গুণ্ডার দল, খেটে খেতে পারোনা? ষণ্ডা ছেলে ভিক্ষা করতে এসেছে"।

এই সব অপমান ভক্তেরা নীরবে সহ্য করতে লাগলেন এবং দিনের পর দিন ঠাকুরের জন্য ভিক্ষা করতে লাগলেন। ঠাকুরও পরম-আনন্দে সেই ভিক্ষার অন্নের মণ্ড গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। ভক্তেরাও প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হ'তে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের ইচ্ছামত যখন লোকগুরু হবার যোগ্য সকল শিক্ষা ভক্তদের লাভ হলো তিনি তখন লীলা-সংবরণ করলেন। সেদিন ছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট।

সংবাদ পেয়ে শ্রীমা কেঁদে উঠলেন: "মা গো তুই কোথায় গেলি?" ঠাকুর যেমন জান্‌তেন যে তাঁর পত্নী সারদাদেবী মন্দিরের মা আনন্দময়ী ভবতারিণী, শ্রীমাও তেমনি জানতেন যে ঠাকুর আর কেউ নন—ঠাকুরের বেশে স্বয়ং মা কালী। পতি-পত্নীর মধ্যে যে এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ পৃথিবীতে আর কখনো কোথাও তা' দেখা যায়নি।

ঠাকুরের দেবদেহ পুষ্পমাল্যে ও চন্দনে সজ্জিত ক'রে কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তগণ কাশীপুরের মহাশশ্মানে চিতায় তুলে দগ্ধ করলেন এবং চিতাভস্মের অবশেষে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এনে কিঞ্চিৎ অস্থিচূর্ণ "জয় গুরু জয় গুরু" বল্‌তে বল্‌তে সকলে ভক্তিভরে খেলে ফেললেন। বল্‌লেন: "আজ আমরা ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি সৌধ হলাম"। অস্থি-পূর্ণ একটি কৌটা বেলুড় মঠে রাখা হয়েছে।

চোখের জলের ধারায় ধারায় সন্তানদের দেহ তখন ভেসে যেতে লাগ্‌ল। কাশীপুরের চাঁদের হাট সেই দিনই ভেঙ্গে গেল, রৈল কেবল একটা পবিত্র স্বপ্নের পুণ্যস্মৃতি। ঠাকুরের লীলাখেলা ছিল সত্যই একটা স্বপ্নেরই মতো।

কয়েকদিন পর শ্রীমাকে নিয়ে কালীপ্রসাদ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। শ্রীযোগেন মহারাজ ও শ্রীলাটু মহারাজ হলেন তাঁদের সঙ্গী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন থাকা-কালে কৌপীন ও কমণ্ডলুমাত্র সম্বল ক'রে একাকী কালীপ্রসাদ চৌরাশী ক্রোশ বন-পরিক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। প্রতিদিন ৫।৬ বাড়ীতে ভিক্ষা বা "মাধুকরী" ক'রে নির্জ্জনে ব'সে আহার এবং রাত্রে একখানি চাদর পেতে তারই উপর শয়ন আবার প্রত্যূষে বন-পরিক্রমণ—এইভাবে প্রায় একুশ দিন কেটে গেল। তাঁর মুখে "গোপীগীতার" স্তোত্রের সুললিত আবৃত্তি শু'নে বৈষ্ণব বাবাজিরা তাকে বড় শ্রীকৃষ্ণভক্ত ব'লে মান্য করতেন এবং কখনো বা তাঁরাই ভিক্ষা ক'রে এনে কালী-প্রসাদকে বলতেন: "খান। আপনি পরম ভক্ত। আপনার জন্য আমরাই মাধুকরী ক'রে আন্‌ব"।

কালীপ্রসাদের কৃষ্ণ-ভক্তি ছিল অসাধারণ। বলেছি তো ঠাকুর তাঁকে বল্‌তেন: "তোর ভ্রূদুঁটি, কপাল ও চোখ দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়—আবার ভিতরে শ্রীরাধার ভাব জেগে ওঠে। তোর ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হ'লে আমার এ ভাব হ'বে কেন"? অনেক দিন রাত্রে কাশীপুরে কালীপ্রসাদকে একলা এনে ঠাকুর তাঁর কাছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ় প্রেমলীলাতত্ত্ব প্রকাশ ক'রে বললেন এবং কালীপ্রসাদ সেই মধুর রস আস্বাদন করতে করতে তন্ময় হ'য়ে যেতেন।

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। সেই লীলাভূমিতে বন-পরিক্রমার কালে রাধাকৃষ্ণের লীলারসে নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানে তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই মগ্ন হ'য়ে থাকতেন। তাঁর তখন মনে হতো শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর মধ্যেই বিরাজ করছেন —তিনি স্বয়ংই যেন শ্রীকৃষ্ণ, কালীপ্রসাদ রূপে আবির্ভাব হয়েছে মাত্র।

একুশ দিন বন-পরিক্রমা ক'রে বৃন্দাবনে ফিরে এসে যখন তিনি শুনলেন যে বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়েছে তখন সেই দুর্গম এবং দীর্ঘ বন-পরিক্রমার পর বিশ্রামের জন্যও তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলেন না। বাঁশী যেমন হরিণকে ডাকে শ্রীরামকৃষ্ণের মঠ তাঁকে তেমনি ভাবে আকর্ষণ করলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়

বরাহনগরের মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে পবিত্র। প্রথম সেই মঠ ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র স্থাপন করেছিলেন। মঠের সে বাড়ী ছিল বহুদিনের পোড়ো বাড়ী। লোকে বলত: 'ওবাড়ী ভূতের বাড়ী'। ঘরের অবস্থা ছিল এমন যে এই ভাঙ্গে কি এই ভাঙ্গে। সে মঠে তখন থাকতেন হুট্‌কো গোপাল ও বুড়ো গোপাল! অন্যান্য যুবক ভক্তেরা যিনি যাঁর মতো তখন বাড়ী ফিরে গেছেন। কেউ কেউ বা আগেকার মতো স্কুল-কলেজে পড়াশুনায় মন দিয়েছেন।

কালীপ্রসাদ এসে মঠে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সম্পূর্ণ বাড়ীটায় সাপ, ইঁদুর, আরসোলা, ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি বাসা বেঁধেছে। নীচের তলাটা ছিল যেমন স্যাত্‌সেতে তেমনি অন্ধকার—ভাঙ্গা ইঁট-কাঠে লোহা-লক্কড়ে পরিপূর্ণ। বাড়ীটা ছিল দোতলা। দোতলার সম্মুখের বারান্দা তখন নীচে পড়ি-পড়ি ক'রে ঝুল্‌ছে। উপর তলার দু'খানি ঘরে ছিল মঠ।

সে মঠে ঠাকুরের পূজার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। তাঁর শয্যার ওপর তাঁর চিত্রের সম্মুখে বসেই ধ্যান-জপ করা হ'তো, ভিক্ষায় যখন যা জুট্‌ত তাই পালাক্রমে রন্ধন ক'রে সকলে আহার করতেন, তখন চাউল জুটত তো লবণ জুটত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেলাকুঁচা পাতা সিদ্ধ ও ভাত, কোনোদিন বা শুধু ভাতই জুট্‌ত।

কালীপ্রসাদ এসেই দেখলেন ঠাকুরের আদেশ ছিল সব ভক্ত ছেলেদের একত্রে রাখতে হবে কিন্তু সেটা হয়নি। তিনি নরেন্দ্রকে নিয়ে সকলের বাড়ী বাড়ী ফিরতে লাগলেন এবং মঠে যোগ দিবার জন্যে ডাকতে লাগলেন। দু'জনের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস শেষ হবার আগেই ভক্তরা এসে মঠে মিলিত হলেন। সকলে এলে পরসত্যি-সত্যি সেই সময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ আরম্ভ হয়েছিল।

মঠে তখন ছিল একখানি মাত্র ধুতি ও একখানি মাত্র চাদর। যিনি যখন বাইরে যেতেন তিনি তখন ওদুটো ব্যবহার করতেন—আর সকলে কৌপীনমাত্র সম্বল ক'রেই মঠের ভিতরে থাকতেন।

এই সময় কালীপ্রসাদ মঠের একটি ছোটঘরে থাকতেন। দিনের বেশীর ভাগ তাঁর কাটত জপে, ধ্যানে এবং অধ্যয়নে, মঠের ভাইরা ঐ ঘরটার নাম রেখেছিল 'কালী তপস্বীর ঘর'। যখন মঠের অন্যান্য ভাইরা বাইরে গেছেন তখনও দেখা যেতো কালী তপস্বীর ঘরে অধ্যয়ন রত কালীপ্রসাদ একাকী নিবিষ্ট চিত্তে বসে আছেন। যখন অধ্যয়ন করতেন না তখন তিনি সংস্কৃতে নানা স্তোত্র রচনা করতেন। তিনি শ্রীমার যে স্তোত্র রচনা করেছিলেন মা তা শুনে অত্যন্ত খুসি হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—"তোমার মুখে সরস্বতী বসুক"।

সত্যই তাই হয়েছিল। দেখা যায় তাঁর বক্তৃতা শুনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদেশের এবং ওদেশের লোক মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে যেতো। সে সব বক্তৃতা কিন্তু ছিল না আগে থাকতে লিখে নেওয়া। ঠাকুরকে স্মরণ করে যখন তিনি বলতে উঠতেন, তখনি তাঁর মুখ দিয়ে কথার স্রোত বইত। সে সব ভাষণ যে কত মধুর এবং কত জ্ঞানগর্ভ ছিলো তা না পড়লে বোঝা যায় না। মহা মহা পণ্ডিতরা এসে সে সব বক্তৃতা শুনে অবাক্ হ'য়ে বল্‌তেন : 'এ' যুগে স্বামী অভেদানন্দের মতো দার্শনিক, পণ্ডিত এবং প্রাণস্পর্শী বক্তা দেখা যায় না'।

বরাহনগর মঠে কালীপ্রসাদ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর তপস্বী। তিনি নিরামিষ আহার করতেন। পরে দেখতে পাই ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতেও তাঁর ছিল নিরামিষ ভোজন এবং কখনকখনো দুগ্ধ ও ফল-মূল আহার ক'রেই জীবন ধারণ করতেন। এই সব কারণে যখন তিনি আমেরিকায় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন তখন শ্রীমার আদেশ নিয়ে আমিষ আহার করতেন। তিনি জুতা পায়ে দিতেন না, নিমন্ত্রণে যেতেন না, কারও সঙ্গেই মিশে সময় নষ্ট করতেন না। নিজে মাধুকরী ক'রে এনে তাই আহার করতেন। শেষে এমনও দেখা গিয়েছিল যে আহারের দিকেও তাঁর তেমন টান ছিলনা—আত্মচিন্তাতেই থাকতেন বিভোর—ধ্যানেই থাকতেন মগ্ন। আহারের সময় হ'লে শশী মহারাজ দরজা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বের করতেন এবং কোনো কোনো দিন বা মারের ভয় দেখিয়ে তাঁকে আহারের জন্য বসাতেন—কিন্তু তখনো তাঁর ধ্যানের ঘোর কাটত না।

ধ্যান করতে করতে কালী তপস্বী এক একদিন এমনভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যজ্ঞান হারাতেন যে যিনি আগে দেখেন নি তিনি মনে করতেন যে বুঝি কালী তপস্বীর মৃত্যু হয়েছে! দক্ষিণেশ্বরে একদিন তিনি বারান্দায় শুয়ে ধ্যান করছিলেন। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমের সূর্য্যের প্রখর তেজ এসে রশ্মি পড়েছে তাঁর ওপর। দেহের নীচের সঞ্চিত ধূলি রাশি আগুনের মতো তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কালী তপস্বী শুয়ে আছেন ধ্যানে মগ্ন। বিন্দু মাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই তাঁর। একজন গৃহী ভক্ত বেড়াতে এসে কালী তপস্বীর এই অবস্থা দেখে স্থির করলেন তাঁর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে। তিনি দুঃখিত হ'য়ে সে সংবাদটা তাড়াতাড়ি যোগানন্দ স্বামীর কাছে নিয়ে গেলেন। যোগানন্দ সব শুনে হাসতে হাসতে বল্লেন: "ও কি মরে? ও শালা অমনি ক'রেই ধ্যান করে।"

ঠাকুর বল্‌তেন—"ধ্যান এমন করবে যে তাঁতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—dilute (ডাইলিউট) হ'য়ে যাবে। যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের পায় না। মা কালীর মন্দিরে—নাটমন্দিরে আমি যখন বসে ধ্যান করতুম্ তখন সেখানকার লোকেরা বল্‌তো আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী ব'সে খেলা করে"।

যোগ্য গুরুর যোগ্য সন্তান ছিলেন 'কালী তপস্বী', তাই সকল বিষয়ে গুরুর দেওয়া শিক্ষাকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। তারই ফলে তা'র জীবন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণময়, তাই কবিতায়ও তিনি লিখেছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি যেমন খেয়েছ আমায়
আমি তেমনি খেয়েছি তোমায়।

* * *

তুমি আমি এক হয়েছি,
তুমি আমি ভিন্ন নহি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/418

দশ

১২৯৩ সালের মাঘ মাসের শেষের দিকে মঠের সাধুরা শাস্ত্রমতে বিরজা হোম ক'রে শিখা সূত্র আহুতি দিলেন এবং গঙ্গায় দণ্ড ভাসালেন। তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন।

শ্রীগুরুর পাদুকা সম্মুখে রেখে কালী তপস্বী বৈদিক বিধি মতে হোমাগ্নি স্থাপন করলেন এবং সকলে একত্র হ'য়ে সেই হোমকুণ্ডে আহুতি দান করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের নাম দিলেন "বিবিদিষানন্দ" পরে আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নিজের নাম রেখেছিলেন "বিবেকানন্দ"। এই 'বিবেকানন্দ' নামেই নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে সুপরিচিত। কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে পেয়েছিলেন অভেদ মন্ত্র এবং অভেদ জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান ব'লে জেনেছিলেন। তাঁব নাম হয়েছিল অভেদানন্দ। এই অভেদানন্দ নামেই তিনি জগতে পরিচিত।

বরাহনগরে সন্ন্যাস গ্রহণের পরই স্বামী অভেদানন্দের সাধনার শেষ হলো না। তিনি আবার কঠোর তপস্যা ও শাস্ত্রাধ্যায়নে নিমগ্ন হলেন। নরেন্দ্রনাথাদির সঙ্গে সর্ব্বদা বিচার-বিতর্কে তাঁর দিন কাটতে লাগ্‌ল। আহারবিহার ভোগ-সুখ কিছুতেই আর মন রৈল না। ঠাকুর বলেছিলেন: "এই জীবনেই ভগবান লাভ করতে হবে"। অভেদানন্দ সেই পরমবস্তু লাভের জন্য প্রাণপনে চেষ্টিত হ'য়ে শেষে সফলকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিলেন। তাঁর সেই অতিশয় কঠোর তপস্যা ছিল অলৌকিক, বিস্ময়কর, অসাধারণ।

ঠাকুরের কথায় আছেঃ "পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই। স্মরণ মনন থাকলেই ধ্যান হয়। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত"। স্বামী অভেদানন্দের সাধন-জীবনে ঠাকুরের এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে যেন মূর্ত্তি নিয়েছিল।

গৃহী ভক্তেরা সে সময় ঠাকুরের জন্মোৎসব করতেন দক্ষিণেশ্বরে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জন্মোৎসবের পর অভেদানন্দ আরও দু'জন (সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ) গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে গেলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে একজন বৈষ্ণব বাবাজীর পরিত্যক্ত গুহার মধ্যে অভেদানন্দ একাকী নির্জ্জনে গভীর ধ্যান করতেন। পুরীতে ছয় মাস ধ্যান উপাসনা প্রভৃতির পর অভেদানন্দ গুরুভাইদের সঙ্গে ভাদ্র মাসে বরাহনগরে মঠে ফিরে এলেন। আবার আরম্ভ হলো সাধন-ভজন এবং শাস্ত্রপাঠ। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শনের নানা গ্রন্থাদি এনে অভেদানন্দ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

পরের বৎসর (১৮৮৮ সালে) শ্রীমা ও কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে অভেদানন্দ ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং শ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটী দর্শন ক'রে দূর তীর্থপর্য্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। পণ করলেন—"টাকা-পয়সা ছোঁবেন না, রন্ধন করবেন না, জুতা বা জামা ব্যবহার করবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও পণ করলেন—মধ্যাহ্নে তিন বাড়ী বা পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা ক'রে যা পাবেন তাই দিনে একবার মাত্র খাবেন। যেখানে অন্ধকার হবে সেইখানেই শয়ন করবেন, কারও বাড়ীতে গিয়ে শয়ন করবেন না।

এই পণকে বল্‌ব ভীষ্মের পণের চেয়েও দুর্জ্জয়। সেই পণে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে জ্ঞান, প্রতিভা ও মনীষার মূর্ত্ত প্রতীক স্বামী অভেদানন্দ তুলসী মহারাজকে (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) সঙ্গে নিয়ে দুর্গম তীর্থ-ভ্রমণে পদব্রজে বার হলেন। পথে গাজিপুরে একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার আরম্ভ হলো। শ্রীমার আশীর্ব্বাদে—যাঁর কণ্ঠে ছিলেন সর্ব্বজ্ঞানদাত্রী সরস্বতী—বিচারে তাঁরই হলো জয়। ক্রমে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, হৃষিকেশ দর্শন হলো। দড়ীর পুল লছমন-ঝোলার ওপর দিয়ে গঙ্গাপার হ'য়ে ক্রমে তাঁরা উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগে এলেন। হিমালয়ের ডাক তাঁরা শুনেছিলেন ব'লে সেই ভয়াল বিশাল অরণ্যসঙ্কুল হিংস্র পশুর আবাসস্থলীর ভিতর দিয়ে নির্ভয়ে অগ্রসর হ'য়ে তীর্থরাজ বদরিকাশ্রমে এসে নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করলেন। আরও উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে বরফে ঢাকা শিবতীর্থ কেদারনাথে এসে চৌদ্দহাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত একটি পর্ব্বতগুহায় একাকী অবস্থান ক'রে কঠোর তপস্যার আনন্দে ডুবে গেলেন। কিছুকাল এইভাবে কাটল। একজন নানকপন্থী সাধুর সঙ্গে দেখা হ'তেই তুষারে ঢাকা সামান্য পথের রেখামাত্র ধরে ধরে ক্রমেই উচ্চ হ'তে উচ্চতর পর্ব্বতে আরোহণ করতে লাগলেন এবং একদিন গোমুখী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হ'য়ে দেখলেন সত্যিই তুষার-নদী গঙ্গার সেই উৎপত্তিস্থল। এই গোমুখী এতই দুর্গম তীর্থ যে কদাচিৎ কোনো সাধু-সন্ন্যাসী সেখানে যেতে পারেন। ঊর্দ্ধে অধে পার্শ্বে সকল দিকেই কেবল বরফ। সেখানে এতই ঠাণ্ডা যে সূর্য্যকর যেন তাপ হারিয়েছে। সেই সূর্য্যকর বরফের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে সূঁচের তাপের মতো চোখে এসে লাগে।

গোমুখীতে এসেই স্বামী অভেদানন্দের তীর্থ দর্শন শেষ হলো না। সূর্য্যোদয় হ'তে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পথ ধ'রে ধ'রে যমুনার উৎপত্তিস্থলের দিকে গেছে সেই পথে তিনি এলেন যমুনোত্রীতে। সেখানে তপ্ত জলের কুণ্ড আছে। আটা ও চাউল কাপড়ে বেঁধে তাই কুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তিনি আহার করলেন এবং বরফে ঢাকা একটি গুহায় বসে সারা রাত্রি ধ্যানে কাটিয়ে দিলেন। লোককে ভূতে পায়, স্বামী অভেদানন্দকে পেয়েছিল ধ্যানে। শ্রীঠাকুর বলতেন ধ্যানই সকল উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পরম প্রিয় সন্তান অভেদানন্দ তাই ধ্যানকেই করেছিলেন তাঁর জীবনের অবলম্বন।

এইভাবে গঙ্গোত্রী এবং হিমালয়ের তীর্থগুলি দর্শন করা হ'য়ে গেলে পর অভেদানন্দ মহারাজ পুণ্যসলিলা যমুনার তীর ধরে নীচে নামতে নামতে হৃষিকেশে এসে উপস্থিত হলেন। এতদিনে লোকালয় পাওয়া গেল এবং হিমালয়ের সেই ভীষণতা দূর হলো।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঠাকুরের কাছে অভেদানন্দ মহারাজ শিখেছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"যুগ-যুগান্তর থেকে যত সাধু, ভক্ত সিদ্ধ পুরুষেরা এইসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে ব'লে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেইজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। দেবপীঠ তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে-সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে ওঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়। দেখে এসেই সে সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়-রূপ রসে মন দিতে নাই, তাহ'লে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না"।

যখন আমরা দেখি অভেদানন্দ মহারাজ তীর্থে-তীর্থে ধ্যানে একেবারে ডুবে যেতেন তখনই বুঝতে পারি শ্রীঠাকুরের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি তাঁর নিজ জীবনে মূর্ত্তিমন্ত ক'রে তুলছিলেন। তিনি এক কান দিয়ে উপদেশ শুনে আর এক কানে তা বের ক'রে দেননি। তাঁর তীর্থ-দর্শন ছিল তীর্থ-দেবতাকেই মনের মধ্যে স্থাপন, সে ছিল না শুধু দেশ-ভ্রমণ এবং প্রকৃতির মনোহর রূপ-দর্শন। তাই তিনি অনেকদিন আমাকে বলেছেন: "তুমি যে তীর্থে গেলে তা তীর্থকে কি সঙ্গে ক'রে এনেছো"?

হৃষিকেশে এসে অভেদানন্দ মহারাজ একটা ঘাসের ঝুপড়িতে ঘাসের শয্যায় শয়ন করতেন, কারও কাছে আশ্রয় নিতে যাননি। তাঁর জীবনব্রতই ছিল স্বাবলম্বন—পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা নয়; আহারের ব্যবস্থা ছিল মাধুকরী বা ভিক্ষা। সেই ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী কিভাবে খাওয়া হতো স্বামী অভেদানন্দ নিজ মুখে তা এই রকম বলেছেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দিনে একবার খেতুম, ভিনবাড়ী মাধুকরী ক'রে নিয়ে এসে যা পেতুম তাই খেতুম, রাঁধতুম না। কেউ হয়তো চাট্‌টি মক্কা দিলে, কেউ একটু ডাল-রুটি দিলে—কি একরকম পাখীর দানা আছে তাই দুটি দিলে, কি একটু খিচুড়ী পেলুম—মোটকথা যা পেতুম সব মিশিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেতুম। যাতে কোনো taste (স্বাদ) না থাকে তাই সব একেবারে মিশিয়ে নিতুম"।

হৃষিকেশে অবস্থান-কালে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার একটা সুযোগ উপস্থিত হলো অদ্বিতীয় জ্ঞানদর্শনবিদ বেদান্তী সাধু ধনরাজ গিরির কাছে। ছাত্রের অসাধারণ মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে ধনরাজ গিরি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন : "অভেদানন্দ ? অলৌকিকী প্রজ্ঞা"।

ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হয়েছেন কিনা সেটাই পরীক্ষা করার জন্য হৃষিকেশে তাঁর ইচ্ছা হলো। তখন এক হাতে বিষ্টা এবং অন্য হাতে চন্দন নিয়ে তিনি সাধনা করতে লাগলেন যে, সে দুটোই এক—ওদের মধ্যে সত্যিকার কোনো ভেদ নেই। আবার একদিন ভাবলেন : 'ব্রহ্মজ্ঞানী তো স্বয়ংসিদ্ধ হন, আমার সে সিদ্ধি হয়েছে কিনা দেখা যাক্'। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পে ভাবতে লাগলেন—'আমার দেহে কঠিন অসুখ হোক্'। তিন দিনের মধ্যেই জ্বর, ব্রংকাইটিস্ ও রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হ'য়ে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। সে সময় হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ আর সান্যাল মহাশয় (সে সময় নাম ছিল স্বামী কৃষ্ণানন্দ) হৃষিকেশে এসেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দকে খুব পীড়িত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে তাঁরা যথাসাধ্য পরিচর্য্যা করতে লাগলেন এবং কয়েকদিন পর একখানা গরুর গাড়ীতে তাঁকে তুলে নিয়ে এলেন হরিদ্বারে। সেখানে কাশীর একখানা রেলের টিকিট সংগ্রহ ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কাশীধামে। কাশীতে অনেকদিন পর্য্যন্ত দেহের খুব দুর্ব্বলতা ছিল, কিন্তু তা হ'লে কি হয় শ্রীঠাকুর তাঁর একাদশ জন অন্তরঙ্গপার্ষদকে এক সূতায় গেঁথে দিয়েছিলেন। তাঁদের ছিল এক মন—এক প্রাণ। স্বামী অভেদানন্দ যেই শুনলেন যে স্বামী বিবেকানন্দ কাশীতেই ইনফ্লুয়েন্জা পীড়ায় খুব কাতর হয়েছেন, অমনি কারও নিষেধ না শুনে সেই দুর্ব্বল দেহ নিয়েই ছুটে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। অভেদানন্দ মহারাজের প্রাণপণ সেবায় বিবেকানন্দ সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু রোগ এসে আক্রমণ করলো অভেদানন্দকে। আক্রমণটা ছিল এতই প্রবল যে অনেকে মনে করলেন তাঁর আর বাঁচবার সম্ভাবনা নাই। রোগীর কিন্তু তখন মোটেই দেহবুদ্ধি ছিল না। তিনি সর্ব্বক্ষণই ভাবতেন: "আমি তো দেহ নই। আমি আত্মা, আত্মা বিগতরোগ-শোক, বিমুক্ত বিশোক: আত্মার কি কখনো মৃত্যু আছে!'

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করায় তাঁর বাক্‌সিদ্ধি হয়েছিল কিনা এই পরীক্ষা অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকাতেও করেছেন। দেহে তিনি রোগ আন্‌তেন এবং মনের বলে সে রোগকে তাড়িয়ে দিতেন। তিনি নিজ মুখে বলেছেন: "আমেরিকায় অসুখ প্রার্থনা করতুম। অসুখ হ'লে মনের জোরে আবার তাড়িয়ে দিতুম"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জার আক্রমণে প্রায় চারি মাস শয্যাগত থেকে আরোগ্য লাভের পরই অভেদানন্দ আবার তীর্থ-দর্শনে চল্লেন। এবার এলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদের নিকটে ঝুসিতে একটা খালি গুহায় তাঁর তপস্যা আরম্ভ হলো। দিনের শেষে যখন রাত্রি আস্‌ত তখন তিনি রাজযোগ সাধনা করতে বসতেন। মধ্যাহ্নে করতেন মাধুকরী এবং দিনের অন্য সময়ে সদানন্দ স্বামীকে "বিচারসাগর" নামক হিন্দী বেদান্তগ্রন্থ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতেন। একদিন অত্যন্ত প্রবল বর্ষা নামল। মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিপাত হ'তে লাগল। কার সাধ্য গুহার বাহিরে গিয়ে মাধুকরী ক'রে—খাদ্য সংগ্রহ করে।

অভেদানন্দ ছিলেন গীতার একান্ত বিশ্বাসী, গীতাগত জীবন, গীতার ভক্ত, গীতার উপাসক। তিনি বল্লেন: "আমি আজ ভিক্ষায় যাবো না, দেখি ভগবান্ কিছু জোটান কি না। গীতা বলে—যে তাঁকে সর্ব্বদা একান্তভাবে স্মরণ করে, তিনি তার সকল অভাব মিটিয়ে দেন। দেখি ভগবানের এই বাক্য সত্য হয় কিনা"।

ভগবানের বাক্য সত্য হ'য়ে গেল সে'দিন। অভেদানন্দ যমুনার তীরে বসে সদানন্দ স্বামীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বরাহনগরের মৈত্র মহাশয় এক ঝুড়ি মিষ্টান্নাদি বহন ক'রে এসে উপস্থিত! তিনি প্রয়াগে শুনেছিলেন অভেদানন্দ ঝুসিতে তপস্যা করছেন, তাই তাঁর অনুসন্ধানে এসেছিলেন সেখানে।

কিছুদিন পর অভেদানন্দ মহারাজ দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে প্রখর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রৌদ্রে কাশী পঞ্চক্রোশী ক'রে পঞ্চতীর্থে স্নান ও বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবী দর্শনের পর গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বরাহনগর মঠে এসেছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে যখন কাশীপরিক্রমণ করেন তখন জনবিরল পথে নানা অপরিচিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে নানা স্থানে অতি প্রয়োজনীয় অথচ সামান্য সামান্য সেবার সম্ভার এনে উপস্থিত করেছিল তাঁদের কাছে। কেউ তাদের ডাকেনি, তবুও তারা এসেছিল আপনা হ'তে। কেমন ক'রে যেন তারা বুঝেই নিতো যে, তখন কোন্ দ্রব্যটির বড় বেশী প্রয়োজন—কোন্‌টা পেলে অভেদানন্দের একটু আরাম হবে। তারা যেন মনে মনেই তা জানতে পারত এবং সেই ভাবে সেবা ক'রে যেতো। স্বামী অভেদানন্দের জীবনে এই রকম অযাচিত সেবা-প্রাপ্তি আমেরিকাতেও ঘটেছিল। সে' কথা পরে বলা হবে। তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, ভগবানের কৃপার উপর অসীম বিশ্বাসী। ভগবানের শ্রীচরণে তিনি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভগবানের দয়ার দান তাই আপনা হ'তে আসত তাঁর কাছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের কাছে বলতেন: "তোমরা ভগবান ভগবান করো—সে শুধু মুখে। তাঁর উপর বিশ্বাস নেই তোমাদের। নিজেদের ছেড়ে দাওনা তাঁর হাতে, দেখবে কি ফল ফলে"।

কাশীতে থাকাকালে স্বামী অভেদানন্দ যেমন অসাধারণ ভক্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করেছিলেন, তেমনি দর্শন করেছিলেন কাশীর চলিষ্ণু শিবরূপী মহাতাপস শ্রীতৈলঙ্গ-স্বামীকে। যোগীরাজ ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে তাঁর সংস্কৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়েছিল। সুবিখ্যাত সাধুসান্তদের সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল তাঁর, যেমন গাজিপুরের পাওহারি বাবা, শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব সাধুগণ ও হৃষিকেশে বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধনরাজ গিরির মতো সুপণ্ডিত অন্যান্য সাধু। এঁরা সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যবহার, শিশুর ন্যায় সারল্য, অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতির জন্য তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন য়ুরোপখণ্ডে বহু মনীষী মোক্ষমূলর, পল ডয়সন, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্ বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিল্‌নে প্রভৃতি। সে দেশের খাসা প্রবীণ সাহিত্যিক, প্রথিতযশা দার্শনিক, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ এবং বিভিন্ন মতের চার্চের ধর্ম্মারাজগণও শেষে তাঁর বন্ধু হয়েছিলেন এবং বেদান্তের মতবাদ গ্রহণ ক'রে আপন-আপন চার্চেও তাঁরা উপদেশ দিতেন! এসব ব্যাপারকে বল্‌ব—অঘটনঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/418

এগারো

অভেদানন্দ মহারাজ বরাহনগর মঠে এসে দেখলেন মঠ প্রায় শূন্য। নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাধুরা কে কোথায় তীর্থ-ভ্রমণে চলে গেছেন, মঠের তত্ত্বাবধান করছেন তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) ও নিরঞ্জন মহারাজ। নগ্নপদে পদব্রজে উত্তর ভারতের বহুতীর্থ এবং তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের শৈলে শৈলে বিচরণ ক'রে তিনি তখন বড় শ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ধ্যান ও অধ্যয়ন আগের মতোই চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্লান্তি ছিল শুধু দেহের, মন ছিল বজ্রের মতোই সুদৃঢ়।

ভেবেছিলেন এইভাবেই তিনি শ্রীঠাকুরের কাছে জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে অন্তিমে তাঁরই চরণাশ্রয় লাভ করবেন। কিন্তু তা হলো না। শশী মহারাজের কাছে তিনি জানতে পার্‌লেন যে দিবারাত্রি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে রত থাকার জন্য তিনি কোনো গুরুভ্রাতার বিরাগভাজন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে প্রহার ক'রে মঠ থেকে বহিষ্কার করারও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। যাঁরা ষড়যন্ত্রকারী তাঁরা তখন ভেবেছিলেন যে মঠে এত অধ্যয়ন করা শ্রীঠাকুরের মতবিরুদ্ধ কাজ। শ্রীঠাকুর তো নিজেও পড়তেন না, অধ্যয়ন করতেও কাউকে উৎসাহ দিতেন না। ঠাকুরের মঠে তাঁর মতবিরুদ্ধ কাজ যাতে না হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই জন্য তাঁরা অভেদানন্দকে মঠ থেকে বহিষ্কৃত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

অভেদানন্দ তাই শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। গুরুভ্রাতারা শ্রীঠাকুরের ইচ্ছাকে ভুল বুঝে তাঁকে বহিষ্কৃত করতে চান, তাঁর মনের ব্যাথা সেই কারণে ছিল না। তাঁরই জন্য শ্রীঠাকুরের মঠে গুরুভাইদের মধ্যে একটা অশান্তি উপস্থিত হ'লে শ্রীঠাকুরকেই অপমান করা হবে, ব্যথা ছিল সে কারণেই। তেমনি একটা অপ্রিয় ব্যাপার না ঘটে এইজন্য তিনিই নীরবে মঠ ত্যাগ করলেন, ভাবলেন—আমরণ তীর্থে-তীর্থে জীবনদেবতার পূজা ক'রে বেড়াবেন, বরাহনগর মঠে আর আসবেন না।

সেদিন ছিল আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও হচ্ছিল। এদিকে বহু পর্য্যটনে দেহ হয়েছে দুর্ব্বল, পথশ্রমের ক্লান্তি তখনো দূর হয়নি। অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে পথে এসে দাঁড়ালেন, কারও কোন নিষেধ শুনলেন না। আবার আরম্ভ হলো পদব্রজে পর্য্যটন। ক্রমে কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা হ'য়ে চিত্রকূট ও সরযূ দর্শন ক'রে সেই দুর্জ্জয় পরিব্রাজক আগেকার মতোই ভিক্ষা করতে করতে নগ্নপদে ভ্রমণ করতে লাগলেন। জয়পুর, খেতড়ী, আবুপাহাড়, গির্ণার প্রভৃতি দেখা হ'লে পর নর্ম্মদা নদী পার হ'য়ে তিনি শেষে এলেন জুনাগড়ে। সেখানে শুনলেন নরেন্দ্রনাথ (তখনকার নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ) গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে তখন জুনাগড়ে আছেন। সোদরোপম নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভেদানন্দ অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জুনাগড়ের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি গুজরাটি ব্রাহ্মণ মনসুখরাম সূর্য্যরাম ত্রিপাঠী মহাশয়ের বাড়ীতে গুরুভ্রাতার সঙ্গে মিলন হলো। বহুদিন পরে সেই মিলন সুতরাং আনন্দে উভয়ের হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠল।

জুনাগড়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটল। ত্রিপাঠী মহাশয় ছিলেন বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতভাষায় বেদান্ত বিচার চল্‌ল কয়েকদিন। নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠের বৃত্তান্ত শুনে বহু সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন: "তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাকে নিয়েই তো বরাহনগর মঠ। তুমি মঠে না গেলে মঠ কার জন্য"। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একে সেই নবীন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা। শ্রীঠাকুর তাঁর উপরই মঠের সকল ভার অর্পণ করেছিলেন। তার উপর তিনি ছিলেন অভেদানন্দের প্রাণাধিক প্রিয় গুরুভাই; সুতরাং নরেন্দ্রনাথের অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি আবার মঠে ফিরে যেতে সম্মত হলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ গেলেন বোম্বাইয়ের দিকে আর অভেদানন্দ গেলেন দ্বারকা ও প্রভাসতীর্থ-দর্শনে।

কিছুদিন পর তিনি যখন বোম্বাই হ'য়ে সমুদ্রতীরে মহাবালেশ্বরে এলেন তখন নরোত্তম মুরারজী গোকুল দাসের বাড়ীতে দুই গুরুভ্রাতার—নরেন্দ্রনাথ ও অভেদানন্দের আবার মিলন হ'লো। কয়েকদিন বেশ আনন্দে কেটে গেল সেখানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদানন্দ সেখান থেকে আবার তীর্থ-ভ্রমণে বের হলেন। এবারে পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ ক'রে পুণ্যসলিলা তাপ্তি, গোদাবরী ও কাবেরী প্রভৃতিতে স্নানান্তে কখনো বা পদব্রজে, কখনো বা রেলে তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনটি মহাসমুদ্রের মিলন-স্থান এই অত্যন্ত বিরাট রামেশ্বর-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ধনুষ্কোটী-তীর্থ। সেই সমুদ্র-সঙ্গমে স্নান ক'রে রামেশ্বরে শিবদর্শনের পর তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি স্থানগুলি একে একে দেখা হলো। অভেদানন্দ মাদ্রাজে এসে কলকাতাগামী একখানা জাহাজের চতুর্থশ্রেণীর 'ডেক প্যাসেঞ্জার' স্বরূপ কলকাতায় রওয়ানা হলেন। প্রথমবারে ভ্রমণ করেছিলেন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত, এবারে ভ্রমণ হলো সমস্ত দক্ষিণাপথ।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত ভারতবর্ষই ভ্রমণ করা হলো তাঁর—অভ্রংলিহ হিমগিরির তুষারমণ্ডিত পুণ্যতীর্থ গোমুখী থেকে ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত। তাও আবার বেশীর ভাগই পদব্রজে এবং মাধুকরী অবলম্বন ক'রে। ভারতের সাধুদের মধ্যে তীর্থ-পর্য্যটনকারী অনেকের কথাই আমরা জানি, কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ মহারজের মতো এমন অসমসাহসিক বীর পরিব্রাজকের কথা শোনা যায় না। জীবনের প্রথম দশ বৎসর তাঁর কেটে গেল ধর্ম্মজীবনের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরূপে—শাস্ত্রাধ্যায়নে এবং যোগ-অভ্যাসে। আবার দশ বৎসর কেটে গেল ভারতের বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, তীর্থে তীর্থে, নগরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নগরে, গ্রামে ও গ্রামান্তরে এবং ভারতের বুকের উপর দিয়ে বিস্তৃত কত পথহীন পথে ধূলায় ধূসর হ'তে হ'তে দিনের পর দিন ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে, তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ হ'য়ে এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহটিকে নির্ব্বাণ-বৃক্ষতলে ধূলিশয্যার উপর নামিয়ে দিয়ে তখনকার দিনগুলো কেটেছিল।

এইভাবে তিনি যা শিখলেন—যা দেখলেন রেলগাড়ীতে চ'ড়ে সুদীর্ঘকাল ভ্রমণ করলেও তা শেখা যায় না—তা' দেখা যায় না। তিনি দেখলেন ভারতের নরনারীর দুর্দ্দশা, দৈন্য,—তাদের বিষাদক্লিষ্ট অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার এবং নানা কুসংস্কার। দেখলেন তাদের অনাহার অর্দ্ধাহার, শাসনের নামে দুর্জয় শোষণ, তাদের প্রতিদিনের লজ্জা, প্রতিদিনের অপমান, —দীনতা, আর দেখলেন পরমুখাপেক্ষী স্বাবলম্বনের শক্তিহীন ভারতের অসহায় অবস্থা। তিনি চোখের জলে ভেসে বল্লেন: হায়রে, এই কি আমার পৃথিবীপূজ্য মানবের আচার্য্য ভারত!

দশ বৎসরের এই বিরামহীন পর্য্যটনের ফলে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্বদেশ ভারতবর্ষকে খুব নিকট ক'রে চিনে নিলেন। সেই স্বদেশের দুঃখে, তার লজ্জায়, তার লাঞ্ছনায় তাঁর অন্তরে একটা আগ্নেয়গিরি প্রতিক্ষণ জ্বল্‌তে থাকল। আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি ভাষণ *India and Her People* নাম দিয়ে সেখানে ছাপা হয়। তাঁর মনের আগুন সেই ভাষণগুলিতে এবং 'ব্রিটিশ-শাসনে ভারত' নামক আর একটি আগুন মাখা বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছিল। গ্রন্থখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভারতের নরনারীর নামে উৎসর্গ ক'রে উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন : "ভারতের নরনারী যাতে পূর্ণগৌরবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাতে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যে ভগবানের শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে এই গ্রন্থ গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের করে অর্পিত হলো"। ইংরেজ তখন ছিল ভারতের কর্ত্তা। তাদের চোখে পুস্তকখানা ভালো ঠেকল না, কারণ তাদের নগ্ন মূর্ত্তি ওতে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল! স্বামী অভেদানন্দ তখন ছিলেন ইংরেজ সরকারের নাগালের বাইরে। তারা কাজেই তাঁকে ছুঁতে না পেরে তাঁর পুস্তকখানাকেই দিলেন দণ্ড। তাঁরা বল্লেন—ভারতবর্ষে এ পুস্তকের প্রবেশের মানা। শুনতে পাই স্বামী অভেদানন্দের পেছনেও ইংরেজের টিক্‌টিকি পুলিশ কিছুদিন ঘুরেছিল!

ভারত-ভ্রমণের ফলে সাধারণ গরীব ভারতবাসীর দুঃখ অভেদানন্দের নিজের দুঃখে পরিণত হয়েছিল। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন : গরীবলোকদের দুঃখ বোঝবার জন্য ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে আমার কতদিন রাস্তার ধূলোর ওপর অনাহারে কেটে গেছে। ওই রাস্তার ইঁট মাথায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে কতদিনই না কাটিয়েছি"।

এই রকম ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ! একাধারে ত্যাগী, যোগী, মনস্বী কর্ম্মবীর ও ভক্ত; তিনি ছিলেন একাধারে ধর্ম্মগুরু কর্ম্মগুরু চিন্তানায়ক ও জ্ঞানগুরু। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী কিন্তু দরদীবন্ধু, আবার ছিলেন পরমদয়াল গুরু। ছিলেন তিনি বালকের মতো সরল, ভীমের মতো সবল, ভীষ্মের মতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিজ্ঞায় অটল। ছিলেন তিনি সর্ব্বদা নির্ভিক, সর্ব্বদা সদাচারী, সর্ব্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বদা দয়া ও ক্ষমার অবতার। শেফালী ফুলের মতো শুভ্রহাসি কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ছাড়েনি, কারণ তিনি যে ছিলেন সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর, আনন্দকেই যে তিনি নিজের জীবনের সাথী করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারো

দয়া ও ক্ষমার অবতার স্বামী অভেদানন্দ দুর্ব্ব্যবহারকারী সকলকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে কলকাতায় ফিরে এলেন। সমুদ্রপথে তিন দিন কাটলো সাগরের অতি বিস্বাদ লোনা জলে চিঁড়া ভিজিয়ে খেয়ে। কলকাতায় এসে যখন শুনলেন বরাহনগর মঠ আর বরাহনগরে নাই, আলমবাজারে গেছে, তখন গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য একরকম ছুটে গেলেন আলমবাজারে। সেখানে গিয়ে দেখলেন নরেন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য গুরুভ্রাতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আছেন এবং মঠের ভিতরকার অবস্থাও আগেকার তুলনায় অনেক বেশী সচ্ছল হয়েছে—মঠে একটা শান্তি বিরাজ করছে—গুরুভাইরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শ্রীঠাকুরেরই প্রতিচ্ছবি ব'লে মনে করছেন!

আলমবাজারে অভেদানন্দ আবার পূর্ব্ববৎ পড়াশুনা ও ধ্যান-ধারণা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর তখন পায়ে গিনি ওয়ার্ম দেখা দিল আর তারই কারণে সমস্ত শরীর ফুলে উঠল। নগ্নপদে গুজরাটে, দ্বারকায় এবং প্রভাস তীর্থে ভ্রমণের ফলে এইরূপ হয়েছিল। যাহোক চিকিৎসকেরা একে একে সাত বার তাঁরপায়ে অস্ত্রোপচার করলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এবং নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ যে' ভাবে ঘৃণা ত্যাগ ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদানন্দের ক্ষতগুলির পুঁজ ও রক্ত পরিষ্কার ক'রে দিতেন তেমন নিঃস্বার্থ সেবা মরজগতে দুর্লভ। প্রায় চারি মাস রোগভোগের পর অভেদানন্দ অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ যিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন তিনি তখন হয়েছেন একরকম চলচ্ছক্তিহীন। স্বামী সারদানন্দের কাঁধে ভর দিয়ে এক পা এক পা ক'রে তিনি যেন আবার নূতন ক'রে চলা শিখতে লাগলেন।

একদিন মঠের বড় হল্‌ঘরে সাধুরা বসে আছেন। নিজেদের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ হচ্ছে—এমন সময় কথা উঠল সাধুদের কি রকম আদর্শ হওয়া উচিত। কেউ কেউ বল্লেন—সাধুদের হবে রুক্ষ মুখ, জীর্ণ ও ছিন্ন বসন এবং শীর্ণ দেহ। মাথায় থাকবে দীর্ঘ জটা। অপরে অন্য মত প্রকাশ করলেন। স্বামী অভেদানন্দ নিবিষ্ট মনে সকলের কথা শুনছিলেন। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বল্লেন: "সাধু হয়েছি ব'লে কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি যে উপোস করতেই হ'বে, গায়ে ছাই-ভস্ম না মাখলে চল্‌বে না, আর ধূলো-কাদায় মাখামাখি করতে হবে? সাধুর জীবনব্রত হচ্ছে জগৎকে ধর্ম্ম দান করা। সাধুকে সব বিষয়ই শিখতে হয়, কারণ সাধারণ লোকের যেখানে ভুল হচ্ছে, সাধু সেই ভুলটি দেখিয়ে শুধরে দেবেন। শুক্‌নো সন্ন্যাসী হ'য়ে জঙ্গলে বসে থাকা আমার আদর্শ নয়। আমার আদর্শ তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর)। তিনি যা ব'লে গেছেন এবং শাস্ত্রে যা পাচ্ছি তাই জগৎকে শোনাবো। শুক্‌নো চিম্‌সে সাধু হ'লে তার কথা কেউ শোনেনা। কি জানো—"পহেলা দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডালি, পিছে গুণ-বিচারি"। নিজের মতকে সমর্থন করার জন্য তিনি আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

এইরূপ নানা আলোচনায় আলমবাজার মঠের দিনগুলি কেমন সুখেই কেটে যাচ্ছিল এবং গুরুভাইদের মধ্যে স্নেহ-বন্ধন ক্রমেই খুব সুদৃঢ় হচ্ছিল। তাঁরা তখন মনে করতেন যে সকলের মধ্যেই যেন শ্রীঠাকুর বর্ত্তমান আছেন।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবিদিষানন্দ এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম পরিত্যাগ ক'রে নাম নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই নামে পরিচিত হ'য়ে তিনি একদিন বোম্বাই শহর থেকে জাহাজে উঠলেন এবং জাপান ঘুরে আমেরিকার শিকাগো শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। একথা আলমবাজার মঠের কেউ জান্‌তেন না। সে সময় চিকাগোতে একটি বিরাট ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন হচ্ছিল। নানা দেশাগত মনীষীদের সম্মুখে সেই সভায় ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের মধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতবর্ষই যে মানবের ধর্ম্মদাতা গুরু, ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা—এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে ঘোষণা করলে পর, ব্রাহ্মসমাজের একজন বাঙ্গালী প্রচারক খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে স্বামী বিবেকানন্দের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা কুৎসা রটনা করতে আরম্ভ করলেন—স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা দেখে এঁরা এতই ঈর্ষ্যান্বিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিলেন যে, তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি নন—বাঙ্গালা দেশে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই—বাঙ্গলার একটা বয়াটে ভবঘুরে ছেলে এই বিবেকানন্দ। তার কথার আবার দাম কি!

ঈর্ষ্যাপরায়ণ আমেরিকাবাসীরা বিবেকানন্দকে উড়িয়ে দেবার একটা পথ পেলেন। ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজের মারফতে যখন কল্‌কাতায় এই সংবাদটা প্রচারিত হ'লো তখন একটা তুমুল আন্দোলন চলতে লাগল। এদিকে আলমবাজার মঠেও চিঠি এলো। স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁদেরই সোদরোপম নরেন্দ্রনাথ একথা জানতে পেরে সাধুদের আর আনন্দের সীমা ছিল না।

এই পত্র লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নিজে। তিনি জানালেন যে তিনি বাঙ্গালার একটা 'ভ্যাগাবণ্ড' ছেলে নন, সত্য সত্যই হিন্দুসমাজের একজন প্রতিনিধি, এটা প্রমাণ করা চাই। কল্‌কাতায় সভা ক'রে তাঁর কার্য্য সমর্থন না করলে তিনি যে রাঙ্গালাদেশের একটা 'ভ্যাগাবণ্ড' ছেলে এই মতটাই আমেরিকায় গৃহীত হ'য়ে যাবে, এদেশের লোকে বলবে—ভারত ধর্ম্মহীন বর্ব্বরের দেশ! বিবেকানন্দ যা বল্‌ছেন, সে সবই বাজে কথা—ভারতের কথা নয়!

নরেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা না পেলে ভারতবর্ষ আমেরিকাবাসীদের চোখে বর্ব্বর ভূমি ব'লেই পরিচিত হ'য়ে যায়—সমস্যাটা তখন ছিল এতই গুরুতর! এই গুরুতর সমস্যাকে আরো গুরুতর ক'রে তুল্লেন নরেন্দ্রনাথের এতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরবে ঈর্ষ্যাপরায়ণ তাঁরই কয়েকজন স্বদেশবাসী এবং এদেশের খৃষ্টান সমাজ। এই সমাজের বুলিই তখন ছিল এই যে, ভারতবর্ষের লোক আছে ঘোর অন্ধকারে মগ্ন। আমেরিকা থেকে যীশুখৃষ্টের আলোক এনে তাদের চেতনা সঞ্চার করতে হবে। সে দেশের সুবুদ্ধি ধনাঢ্যগণ তাই বহু অর্থব্যয় ক'রে দলে দলে পাদ্রী পাঠাচ্ছিলেন এদেশে। ভারতবর্ষ অন্ধ বর্ব্বরের দেশ নয়, ভারতবর্ষ মানবের ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাট—একথাটা সে দেশে প্রমাণের সঙ্গে বিঘোষিত হ'লে পর পাদ্রীদের অর্থাগম একেবারে যে বন্ধ হয়! তাঁদের উষ্মার কারণ ছিল এই। আর তার উপর ছিল খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের গোঁড়ামী।

আলমবাজার মঠের সাধু-কালী বেদান্তী (অভেদানন্দ মহারাজ), শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল উঠে পড়ে লাগলেন—কুৎসার কুটিল জিহ্বাকে স্তব্ধ করতেই হবে। মঠের অন্য সাধুরা এই মহৎ কার্য্যে প্রথমে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেননি—তাঁদের ছিল কিছুটা ভিন্ন মত! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরাও স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সহায়তার কাজে ভিড়ে গেলেন। স্বামী অভেদানন্দ শরৎ মহারাজ এবং সান্যাল মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের গুণানুবাদ ক'রে সভা সমিতি হতে আরম্ভ হলো। দেশ হ'য়ে উঠল খুব গরম। নরেন্দ্রনাথ একজন বাঙ্গালী ব'লে শুধু বাঙ্গলা দেশে নয়—সমস্ত ভারতের হিন্দুরা মনে করতে লাগল যে নরেন্দ্রনাথের জয় ভারতেই জয়—তাঁদেরই জয়। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন। পাশ্চাত্য জাতির উপর বিজয়লাভ করেছে হিন্দুরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, এই ভাবটাই তখন দেশের মধ্যে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নানা স্থানে সভা, বক্তৃতা, স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন—এই সব হ'তে চললো। পরাধীন ভারত—সে তো আর অস্ত্রবলে পাশ্চাত্য দেশকে জয় করতে পারে না—তার আছে শুধু ধর্ম্মবল। সেই বলকে অবলম্বন ক'রে ভারত পশ্চিমকে জয় করার জন্য উঠে দাঁড়ালো। সেই ধর্ম্মযুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি ও প্রধান নেতা।

কালী বেদান্তী (স্বামী অভেদানন্দ) এই সময়ে উন্মাদের মতো খেটেছিলেন। তাঁর আহার-নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত ছিল না। তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর পরিচিত লোকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন; শ্রীঠাকুরের কথা—নরেন্দ্রনাথের কথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ভালোভাবে প্রকাশ ক'রে ব'লে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সমর্থন আনলেন। বাঙ্গলার মনীষীদের দ্বারে দ্বারে তখন এই জন্য তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। সফলতা লাভ করার জন্য তখন তিনি জীবন পণ করেছিলেন। শ্রীঠাকুর যেমন এখন দেশের ঘরে ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত—মানুষের মনের বেদীতে তাঁর পূজার আসন যেমন হয়েছে সুবিস্তৃত, তখন পর্য্যন্তও এতটা হয়নি। তাঁকে তখন প্রচার করছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রপ্রাপ্ত সন্তান কয়েকটি মাত্র। তাঁদের মধ্যে আবার নরেন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশে সেই প্রথম যখন শ্রীঠাকুরের কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন তখন তাঁর স্বদেশীয়দের এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদেশীদের ঈর্ষা সেই প্রবল বাধাটাকে সৃষ্টি করেছিল। সে বাধাটাকে ভেঙ্গে ধূলির মতো উড়িয়ে দিতে না পারলে শ্রীঠাকুরের কথা প্রচারেই বাধা পড়ত। অভেদানন্দ মহারাজ তাই জীবন-পণ পরিশ্রম ক'রে উন্মাদের মতো কাজ ক'রে সেই বাধা ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন। বলতে গেলে তাঁদের আন্তরিক চেষ্টাতেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন আমেরিকায় এবং বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠায় শ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই পশ্চিম দেশে।

প্রাণপণ চেষ্টায় ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার পৌরগৃহে (টাউন হলে) চারদিকের হিন্দুদের বিরাট সভা বসলো উত্তরপাড়ার স্বনাম ধন্য রাজা প্যারী মোহনের সভা-নেতৃত্বে। নানাশ্রেণীর হিন্দুরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন—বিবেকানন্দই আমেরিকায় হিন্দুদের একমাত্র প্রতিনিধি। তিনি সেখানে যা বলছেন, যা করছেন সেটা তাঁর নিজের কিছু নয়—সেটা ভারতের হিন্দুদের সাধনারই চরম কথা—সেটা হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মকথা। সভার বিস্তৃত বিবরণী অভেদানন্দ মহারাজ তারযোগে পাঠিয়ে দিলেন চিকাগো ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।

এর পর কি আর হিংসামাখা কুৎসা টিক্‌তে পারে? সংসারের সমস্ত মেঘ কেটে গেল অনায়াসে এবং শ্রীঠাকুরের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল আকাশ—কি সেদেশে কি এদেশে।

"রম্‌তা সাধু আর বহতা পানি" কখনো মলিন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতার যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে স্বামী অভেদানন্দ মোটেই বিশ্রাম নিলেন না আলমবাজার মঠে। শ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আবার তীর্থ-ভ্রমণে। এবং নৈনীতাল আলমোড়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভ্রমণ ক'রে ১৮৯৫ সালে আলমবাজারে ফিরে এলেন।

ফিরে এলেন বটে, কিন্তু বিশ্রাম সুখ লেখা ছিল না তাঁর কপালে। মঠে আসার অল্প দিন পরেই লণ্ডন থেকে স্বামী-বিবেকানন্দের আদেশ হলো—"এখানকার কাজের জন্য কালীকে পাঠাও"। শুধু ডাক নয় সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে যাবার পথ খরচাও এসে পৌঁছে গেল।

যে ভারতবর্ষ ছিল তাঁর পুণ্যজন্মভূমি—যে ভারতবর্ষ ছিল তাঁর সকল শিক্ষা দীক্ষা ও যোগ সাধনার সাধন পীঠ—যে ভারতবর্ষে তাঁর প্রভুর কৃপায় তিনি অন্তরে অন্তরে ভগবৎ অনুভূতি লাভ করেছিলেন—যে ভারতের অসংখ্য পথ ধ'রে ধূলি ধূসরিত দেহে তিনি মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কত ক্লেশ সহ্য ক'রে পর্য্যটন করেছিলেন—যে ভারত তাঁকে দিয়েছিল নিয়মানুবর্ত্তিতার ও বিনা-বিচারে সঙ্ঘনেতার আদেশ পালনের শিক্ষা ও অধ্যয়নের অতিতীব্র স্পৃহা—সে ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা আদৌ তাঁর ছিল না। উত্তরকালে তিনি তাঁর শিষ্যা ভগ্নী শিবানীকে (মিসেস মেরি লা-পেজ) বলেছিলেন যে সেই ভারতবর্ষকেও তাঁর ছেড়ে যেতে হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্য, কারণ তিনি ছিলেন সঙ্ঘনেতা এবং তাঁর উপর অভেদানন্দের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর। লণ্ডনে যাবার আহ্বান এসেছিল সেই বিবেকানন্দের নিকট থেকে।

বর্ষার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র অতিক্রম ক'রে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাসে একাকী লণ্ডনে এলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর উইম্‌সল্‌ডেনে মিস্ মুলারের বাটীতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই মিস্ মুলারই অভেদানন্দকে বিলাতে আসার পাথেয় পাঠিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং মিষ্টার ষ্টার্ডি অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করার জন্য জাহাজ-ঘাটে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে পৌঁছুতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল ব'লে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেরো

স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডনে একমাস কেটে গেল। এরই মধ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দজির বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এবং কতকগুলি গণ্যমান্য নরনারীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন। বিলাতের সাহেব মেমদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হ'য়ে গেল। সেখানকার ধনী এবং দরিদ্রের অবস্থা তিনি দেখলেন আর দেখলেন রাজনগরীর আমোদ-প্রমোদ, ব্যসন-উল্লাস, ক্রীড়া-কৌতুক।

লণ্ডনে যে বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁরা থাকতেন সেখানে দাস-দাসী ছিলনা কারণ সেখানকার দাস-দাসীদের উচ্চ বেতন দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না—এখনো সম্ভব নয়। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ সমুদয় গৃহকর্ম্ম করতেন। তিনি জানতেন কাজের মধ্যে ছোট-বড় কিছু নাই। কখনো বা তিনিও রন্ধন করতেন, কখনো বা করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা ছিলেন নিরামিষ-ভোজী এবং খিঁচুড়ী, নিরামিষ ডাল্‌না ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি রন্ধন ক'রে সাহেব মেম বন্ধুদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেন। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনের নানা পল্লীতে সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ীর বৈঠক-খানায় বৈঠকখানায় বেদান্তের ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। বেদান্তের আলোচনা শোনার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিলা সভাকক্ষে সমবেত হতেন। স্বামী বিবেকানন্দের যশোভাতি তখন সুবৃহৎ রাজধানী লণ্ডনে ও তার চারি পাশে ছড়িয়ে পড়েছে বাতাস তখন গতিমুখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে—অন্যে পরে কা কথা হিন্দুত্বের চিরবিরোধী খৃষ্টান পাদ্রীরা পর্য্যন্ত তখন বিবেকানন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করেছেন। বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনে একটা নবীন চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। অনেক শিক্ষিত মহিলা দূর-দূরান্তর থেকে বক্তৃতা শুনতে আসেন, বসার আসন না পেয়ে সভাগৃহের মেঝেতে বসেই তাঁর অপূর্ব্ব বক্তৃতা শোনেন।

সে সময়ে বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট চিন্তা-নায়ক—স্বদেশীযুগের বজ্রনাদকারী নির্ভিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল লণ্ডনে ছিলেন। সেকালকার বাঙ্গালার সুবিখ্যাত সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরার"-এ তিনি লিখেছিলেন (১৫ই ফ্রেবরুয়ারি, ১৮৯৮)—"আমি অসঙ্কোচে বলতে বাধ্য যে স্বামীজি এখানকার বহু ব্যক্তির চক্ষু খুলে দিয়েছেন। তাঁদের হৃদয় এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে। হিন্দুশাস্ত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে এখানকার অনেক লোক বিশ্বাসী হ'তে আরম্ভ করেছেন। -বহুলোক এ' দেশের খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে আপন সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন করেছেন"। তখনকার লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিপত্তি ছিল যে কত এবং তাঁর খ্যাতি যে ছিল কত উজ্জ্বল, এ থেকেই তা অনুমান করা যায়।

তখন একদিন স্বামী বিবেকানন্দ একখানা মুদ্রিত প্রচার-পত্র অভেদানন্দের হাতে দিয়ে বল্লেন: "কালী এই দেখ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'খৃষ্ট থিওসফিক্যাল সোসাইটি'-তে কাল তোকে বক্তৃতা দিতে হবে"।

অভেদানন্দ চমকে উঠে বল্লেন: "বক্তৃতা! বলো কি? সে আমি কিছুতেই পারব না। নিজের দেশে মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেই কখনো বক্তৃতা করিনি—আর ইংরেজের দেশে ইংরাজিতে বক্তৃতা! ও আমি পারব না'।

বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: 'তা হবে না, পারতেই হবে তোমাকে'।

অভেদানন্দ নিরুপায় হ'য়ে বল্লেন: 'কেমন ক'রে বক্তৃতা আরম্ভ করতে হ'বে, কেমন ক'রেই বা শেষ করতে হ'বে, তা হ'লে ব'লে দাও তুমি'।

বিবেকানন্দ বল্লেন: 'আমি আর ব'লে দেবো কি! প্রাণে ভাব এলেই মুখে তা ফুটে উঠবে'।

যদি সম্ভব হতো: স্বামী অভেদানন্দ হয়তো তখনই লণ্ডন থেকে পলায়ন করতেন। তা' যখন হলোনা তখন তিনি পঞ্চদশী' বেদান্তগ্রন্থ অবলম্বন ক'রে একটা রচনা লিখলেন। বিবেকানন্দকে বল্লেন: 'নরেন, আমি ভাষণ পড়ি, তুমি একবার শোনো।'

বিবেকানন্দ একটু মৃদু হেসে বল্লেন: 'এখন শুন্‌ব কেন? কাল সভায় শুন্‌ব!'

পরের দিন (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর) সন্ধ্যায় ব্রুমসবেরি স্কোয়ারে মিষ্টার স্পেশলীর বৃহৎ হল্‌ঘর বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্‌গ্রীব নরনারীর সমাবেশে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডন ছেড়ে ভারতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব, শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি সকলেই তখন বিশেষ ক'রে জানতে চাচ্ছেন—তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে ভারতের যে নূতন 'স্বামীজি' লণ্ডনে এসেছেন তাঁর যোগ্যতা কতখানি? তিনি কি লণ্ডনের কাজ হাতে নিয়ে সামাল দিতে পারবেন? বিবেকানন্দের গৌরবান্বিত আসনটি কি নিতে পারবেন তিনি!

উদ্বেলিত হৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ সেই বৃহৎ সভাগৃহ তখন একেবারে নীরব—আসন্ন ঝড়ের আগে পৃথিবী যেমন নিস্তব্ধ হয় সেই রকম। সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে স্বামী অভেদানন্দের পরিচয়খানি ঘোষিত হলো। তাঁর তো তখন আর না উঠ্‌লে চলে না!

স্বামী অভেদানন্দ উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি নয়ন মনের সামনে রেখে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

জীবনে সে-ই ছিল তাঁর প্রথম বক্তৃতা—তাও বলছেন ইংরেজী ভাষায়—ইংরেজের দেশে এবং বিলাতি সাহেব মেমদের সামনে! কোথায় পড়ে রইল আগের দিনের লেখা অভিভাষণটি, তিনি অনর্গল বলতে আরম্ভ করলেন, হিমালয়ের চূড়া থেকে যেন বিপুল বিক্রমে নেমে আসতে লাগল পৃথিবীতে প্রাণপূর্ণ অমৃতধারা! বেদান্ত হ'য়ে উঠল সহজ সরল মনোহর এবং মধুর—সেই অপূর্ব্ব প্রকাশ ভঙ্গীর কারণে। প্রতিদিনের জীবনে প্রত্যেক কাজে যে বেদান্তকে অবলম্বন করা যায়, বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁরা সেই কথাটি শুনতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতার অন্তে স্বামী অভেদানন্দ যখন সসঙ্কোচে পালিয়ে আসছিলেন সেই সভামঞ্চ থেকে, তখন সভাগৃহ ভ'রে উঠেছে তাঁর জয়ধ্বনিতে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন আনন্দে গলে গিয়ে বল্‌ছেন: 'ভাই কালী, এখন যদি আমি মরি তাতে আমার কোনো দুঃখই হবে না। আমার বানী তোমার সুমধুর কণ্ঠ থেকে প্রচারিত হবে, আর বিশ্ব তাই শুনবে উৎসুক হয়ে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌদ্দ

সেদিন এক অপূর্ব্ব সংঘটন হলো সেই সভাগৃহে। অভেদানন্দের হৃদয়ে যে ধ্যান স্তিমিত জগৎগুরুটি ছিলেন। সমাধি মগ্ন শ্রীঠাকুর তাঁকে জাগিয়ে দিলেন সেই সভাক্ষেত্রে। আচার্য্য দেব তখন সিংহ বিক্রমে প্রার্থনা করলেন: "ওজো দেহি মে, বীর্য্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে। হে তৎ স্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো—আমাকে শক্তি দাও।

শ্রীঠাকুর তাঁকে এ-সবই দিয়েছিলেন। এত বেশী দিয়েছিলেন যে বলতে গেলে সমস্ত বিশ্ব তাঁর অদ্ভুত প্রচারকার্য্য কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখে ভক্তিতে ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছিল।

এর আন্দাজ আড়াই মাসের মধ্যেই লণ্ডনে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে বেদান্ত-প্রচারের ভার নিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। যোগ্য হাতে ভারার্পণ করা হলো দেখে বিবেকানন্দ মহারাজ নিশ্চিন্তে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন।

অভেদানন্দ মহারাজের অধ্যাপনা-কৌশলে তাঁর শ্রোতার ও ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল তাঁর ভাষণগুলো ছিল যেমন মনোরম—তেমনি সেগুলি ছিল সরল, প্রাঞ্জল ও জ্ঞানগর্ভ। তার মধ্যে ধোঁকা ছিল না হেঁয়ালি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলো না কোথাও। লোকে কান দিয়ে শুন্‌ত্‌ তা' প্রাণ দিয়ে ধ'রে রাখত। আচার্য্য হবার ভগবানদত্ত "চাপরাশ" ছিল তাঁর, কাজেই লোকের চিত্ত জয় ক'রে নিতে তাঁর আদৌ সময় লাগ্‌ত না। তিনি প্রতিদিনে বেশী করে জনপ্রিয় প্রচারক হ'য়ে উঠতে লাগলেন লণ্ডনে। দার্শনিক বলতে তিনি ছিলেন একজন অদ্বিতীয় দর্শনাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক বল্‌তে ছিলেন বিজ্ঞানের নানা শাখায় অদ্ভুতভাবে ব্যুৎপন্ন, ঐতিহাসিক বল্‌তে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ইতিহাসের কোনো কথাই তাঁর অজানা ছিলনা—আলমবাজার মঠে নিয়ত তুলনামূলক আলোচনা ক'রে ক'রে তিনি সে সবই আয়ত্ত করেছিলেন। কোনো বিষয়ে শ্লাঘা বা দম্ভ ছিলনা তাঁর। একাধারে রাজনীতিবিদ্‌, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মবেত্তা, সংগঠন-কুশলী, মনের ও দেহের বলে বলীয়ান—এমন আচার্য্য পৃথিবীতে ক'জন এসেছেন ?

কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, কি অন্যস্থানে যেখানেই তিনি বক্তৃতা করেছেন সেখানেই লোকে অকপটে স্বীকার করেছে—অভেদানন্দ তো ঠিকই বল্‌ছেন, আমাদেরই এতদিন বোঝার ভুল ছিল। তিনি তো কৈ পরধর্ম্মের নিন্দা করেন না—সকল ধর্ম্মমতকেই তো তিনি সমানে সহ্য করেন এবং মান্য করেন। তাঁর কোনো ভাষণেই অন্যকে আক্রমণ ছিল না—শক্তি ছিল প্রত্যেকটিতেই, সহানুভূতির সঙ্গে অকপটে নির্ভিক সত্যপ্রচারই ছিল সব ভাষণে। শ্রোতার মনে আঘাত লাগ্‌ত না একবারও জ্ঞানের নূতন আলোকে ভ'রে উঠ্‌ত সে মন। কুসংস্কার, পাপ বা অন্যায়ের উপর তীব্র আঘাত থাক্‌ত তাঁর ভাষণে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সর্ব্বদা দরদ থাকৃত পাপীদের প্রতি। তাঁর মুখে কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ শুনে সে দেশের নিন্দুকেরা রাগ করার কোনো সুযোগ পেত না বরং লজ্জায় রাঙ্গিয়ে উঠ্‌ত তাঁরা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একাকী যুদ্ধ ক'রে এইভাবে ভারতের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করেছিলেন ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। ভারতবর্ষ যে সত্যিকার কি, সে পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন সেই জাতি বিদ্বেষের যুগে ভিন্নধর্ম্মীদের দেশে।

এক বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে অভেদানন্দ মহারাজ নানা স্থানে রাজযোগের ক্লাস খুললেন, নানা স্থানে গীতার আলোচনা আরম্ভ করলেন, নানা স্থানে ভারতের সৃষ্টি, ভারতের মহামন্ত্র এবং মানবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করলেন। অ-ভারতীয়দের চিন্তার ধারা ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

তিনি বার বার বল্লেন: ভারতের বেদান্ত চায় না যে পৃথিবীতে একটা নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠুক, এক একটা নূতন ধর্ম্মমতের বিস্তৃতি হোক—কি শোকে নিজ নিজ ধর্ম্মত্যাগ ক'রে পরধর্ম্ম গ্রহণ করাব। বেদান্ত চায় যে, সকলে আপন আপন ধর্ম্মে দৃঢ় হোক্—তারা যাকে ধর্ম্ম বলে, তার মধ্যে আছে অনেক খোসা-ভূষি। সে সব ফেলে দিয়ে সারটুকু গ্রহণ করুক তারা। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মমত আছে কিন্তু সেগুলি একটিমাত্র অখণ্ড সুদৃঢ় এবং মানব সমাজের কণ্ঠে ধারণ করার যোগ্য স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত। বেদান্ত বলে যে নানা আবর্জ্জনার ভিতর থেকে বাহির ক'রে নিয়ে সেই যোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালাটি নিজ নিজ কণ্ঠে দোলাও—আবর্জ্জনা চিরদিনই আবর্জ্জনা, তার দিকে মন দিওনা। বেদান্ত বলে যে মানবাত্মার যে সত্যধর্ম্ম সেটা প্রচলিত দার্শনিক মত ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রের মোটেই বিরোধী নয় বরং ঐ দুটোর সঙ্গেই সে চলে একই তালে, সেও বাজায় একই সুর। বেদান্ত চায় এই কথা বলতে যে, পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতির নানা ধর্ম্মের আসল কথাটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন যে সব মহাপুরুষ, তাঁরা সর্ব্বমানবের পূজনীয় মহাপুরুষ—কোনো একটি জাতির বা একটি দেশের বা একটি সম্প্রদায়ের বা একটি বর্ণের প্রাণের ঠাকুর তাঁরা নন। তাঁরা বেশভূষার কারণে হয়ত আকারে বিভিন্ন বা দেশকালোপযোগী আচারে ও অনুষ্ঠানে তাঁরা দেখতে বিভিন্ন, কিন্তু মনে প্রাণে তাঁরা এক। তাঁদের ভাষা বিভিন্ন কিন্তু ভাব এক। বিচিত্রতা হলো ভগবানের রচনাকৌশল। কিন্তু তার মধ্যে আছে যে ঐক্যসূত্র, সেই সূত্রটিকে মানবমণ্ডলীর জ্ঞানের সম্মুখে তুলে ধরেছে ভারতের বেদান্ত—অর্থাৎ সকল জ্ঞানের অতিশয়োক্তি যেখানে সেখানেই আবির্ভূত হয়েছে সেই 'তত্ত্বটি'। হিন্দু খৃষ্টান, ইসলাম, কি বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের ন্যায় বেদান্ত কোনো একটা নূতন ধর্ম্ম নয়। সকল ধর্ম্মের সার কথা আছে এই বেদান্তে—সকল জ্ঞানের শেষ এই বেদান্ত, সকল মতের সমন্বয় আছে এই বেদান্তে। কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেদান্তের এই যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লোকেরা তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেছিল, এবং একাগ্র মনের দ্বারা তার মনন করেছিল। তাকে অবহেলা করতে পারেনি বলেই তারা অভেদানন্দজিকেও পারেনি অবহেলা করতে—তাকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিল বলেই অভেদানন্দজির চরণতলে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল কি ইংলণ্ড কি আমেরিকা, কি ভারতবর্ষ। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনৈক্য ঘোষিত হচ্ছে, যখন মতের সঙ্গে মতের অনৈক্য অকারণ বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে, যখন নানা অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম ব'লে প্রচার করা হচ্ছে, তখন তিনি বহুভাষণে বহুরূপে দেখিয়ে গেলেন—বেদান্ত অবলম্বন করে দেখবে আপাত অনৈকের মধ্যেই প্রকৃত ঐক্য বিদ্যমান। সেই ঐক্যকে অবলম্বন ক'রে মানবমণ্ডলীকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পেলে প্রেমের যুগ এসে উপস্থিত হ'বে তোমারই হৃদয়ের মধ্যে, আর ঘুমন্ত দেবতা জাগ্রত হবেন সেখানে। তাই অভেদানন্দজিকে বলি যুগগুরু, তাই তাঁকে বলি স্মরণগুরু তাই তাঁকে পূজা করি জগৎগুরু বলে—তিনি সেই স্বামীজি আজ যার নামের টীকা সগৌরবে ললাটে ধারণ করেছে 'বয়েজ হোম' তার নবজীবন আনয়ন করেছে টিটাগড়।

দেখতে দেখতে এক বৎসর অতিবাহিত হলো। লণ্ডনে বেদান্ত প্রচার তখন চলেছে খুবই প্রবল ভাবে এবং বেদান্ত-সমিতির শাখা প্রশাখা বেড়ে যাচ্ছে নানা দিকে—এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে সঙ্ঘনেতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ এলো—'কালী এবার আমেরিকায় যাও এবং সেখানকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজের ভার লও'।

স্বামী বিবেকানন্দ অভেদানন্দের খরচের জন্য ষ্টার্ডির কাছে যে চার শ' টাকা রেখে গিয়েছিলেন তাই থেকে জাহাজ ভাড়া নিয়ে অভেদানন্দজি আমেরিকা যাত্রা করলেন। সেদিন ছিল ১৮৯৭ সালের ৩১শে জুলাই।

৯ই আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্নে স্বামী অভেদানন্দজিকে নিয়ে 'সেণ্টপাল্' জাহাজ এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বন্দর নিউইয়র্কে ভিড়ল। সেই প্রথম বার তিনি আত্‌লান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করলেন, কিন্তু এরপর বহুবারই তাঁকে পারাপারা করতে হয়েছে।

মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্ ছিলেন নিউইয়র্কের নব গঠিত বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা। স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্রী ছিলেন তিনি। মেরী ফিলিপ্‌স্, ভাণহাগাম্, মিস্ ওয়াল্‌ডো (যতীমাতা) আর গুড্‌ইয়ার এর দলকে সভ্য ক'রে বিবেকানন্দ মহারাজ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি গঠন করেন। ভাণহাগান্ ছিলেন একজন ডচ্ যুবক, অভেদানন্দজির সহযোগী। উনি তখন ছিলেন পঁচিশ বৎসরের, অভেদানন্দজির বয়স তখন ছিল প্রায় একত্রিশ। অনেকদিন পর্য্যন্ত ভান্‌-হাগাম্‌ই ছিলেন অভেদানন্দজির নিত্যসাথী।

আকাশ স্পর্শী বহু গৃহাদিতে শোভিত, ধনাঢ্য নাগরিকদের প্রভূত ধনসম্পদে শ্রীমণ্ডিত বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র এই নিউইয়র্ক। অভেদানন্দজি যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন সেখানে ছিল ৫৬ তল একটি প্রাসাদ নাম 'উল্‌ওয়ার্থ'! নবীন বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভান্‌হাগামের সঙ্গে সঙ্গে অভেদানন্দজি ইন্দ্রপুরী তুল্য এই নিউইয়র্ক নগরী ঘুরে ঘুরে, যা কিছু দ্রষ্টব্য একে একে সব দেখতে লাগলেন। রাজপথে বসানো দূরবীণে দেখলেন—আকাশের গায়ে জ্যোতির্ম্ময় বেষ্টনের মধ্যে বিশালকায় শনিগ্রহ এবং তার একাদশটি উপগ্রহ, চন্দ্রে অবস্থিত নানা উপত্যকা এবং পাহাড় পর্ব্বত। কাচের বৃহৎ আধারের মধ্যে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মৎসও—গ্লেদ্ আইল্যাণ্ড জলোদ্যান, উদ্যান ও ফুলের বাগান, পশুশালা যাদুঘর প্রভৃতি বহুবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখে যেমন হলেন হর্ষিত তেমনি হলেন দুঃখিত। দুঃখের কারণ ছিল এই যে সেও একটা দেশ সেখানে লোক শিক্ষার জন্য কতই না চিত্তাকর্ষক আয়োজন আছে, রাজপথে গ্রহ নক্ষত্র দেখার দূরবীক্ষণ যন্ত্র পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞ লেখকে চার্ট হাতে একে একে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, দেখিয়ে দিচ্ছেন—দর্শককে কিছুমাত্র দর্শনী দিতে হবে না। আর ভারতবর্ষও একটা দেশ সেখানে গ্রামে এখন এমন লোকও আছে যে কখনো রেলগাড়ীতে ওঠেনি—মনোগ্রাফ্, ইলেক-ট্রোস্কোপ দেখা ত দূরের কথা। সেখানে দেশী রাজ্য আর দেশের লোকের শিক্ষার ভার দেশের লোকের হাতে। আর ভারতবর্ষে বিদেশী রাজা আর বিদ্যাশিক্ষার ভার হলো বিদেশীর হাতে। (এখন এ দেশ হয়েছে স্বাধীন এবং সেই স্বাধীন সরকার দেশের শিক্ষার ভার নিয়েছেন)। অভেদানন্দ সর্ব্বদাই বলে এসেছেন যে দেশের শিক্ষার ভার দেশী লোককেই নিতে হ'বে, নৈলে মানুষ তৈরী হবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহর ও সহরতলী ভ্রমণ করতে করতে তাঁর প্রায় এক পক্ষ কাল কেটে গেল। বেদান্ত সমিতির পক্ষ থেকে একদিন তিনি অভিনন্দিতও হলেন। সেই অভিনন্দন সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু বা পরিচিত নরনারী। অভিবাদনের উত্তরে অভেদানন্দজি তাঁর আমেরিকার ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর বর্ণনা ক'রে একটা ভাষণ দিলেন। তাঁর অনাড়ম্বর অমায়িক ব্যবহার, কণ্ঠের সুমিষ্ট স্বর, তাঁর হৃদয়ের পবিত্রভাব ও শিশুর সরলতা তাঁর কষ্টের প্রতি নিষ্ঠা ও সত্যের প্রতি ভক্তি এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি সভায় উপস্থিত প্রত্যেককেই আকর্ষণ করেছিল এবং অচিরকাল মধ্যে তাঁদের ভিতর দিয়েই অভেদানন্দজির গুণগ্রাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাঁরা তাঁকে তখনো দেখেননি, তাঁরা অতি সত্বর দেখার জন্য ব্যস্ত হলেন—যাঁরা একবার দেখেছিলেন, আবার দেখা ও আলাপ করার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন তাঁরা, অভেদানন্দজির প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই স্থাপিত হ'লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পনেরো

কপর্দ্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় একা সন্ন্যাসী অভেদানন্দজিকে দু' মাসের মধ্যেই সেখানকার কাজে হাত দিতে হলো। মেরি ফিলিপ্‌সকে সম্পাদিকা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ যে 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করেন, তাঁর আমেরিকা ত্যাগের পর সেটা শুধু নামেই বেঁচেছিল—তার প্রতিষ্ঠা বা কর্ম্মশক্তি কিছুই ছিলনা। সমিতির এই অবস্থা দেখে বাড়ী-ওয়ালারা পর্য্যন্ত সমিতির নামে কোনো বাড়ী ভাড়া দিতে চাইতেন না!

স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে যে শিষ্যমণ্ডলী দেখা দিয়েছিলেন, স্বামীজি আমেরিকা ছাড়তেই তাঁদের মধ্যে অনেকে বেদান্ত ছাড়লেন। যে কয়েকটি অনুরাগী শিষ্য পেলেন, সেই ক'টিকে নিয়েই অভেদানন্দজিকে ব্যঙ্গকারী বিরোধী দলে পূর্ণ—নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কাজ আরম্ভ করতে হলো! অন্য যে-কোনো লোক এমন অবস্থায় পড়লে নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচার করাত দূরের কথা, রাত্রির অন্ধকারে সে সহর ছেড়ে পলায়নের পথ খুঁজতেন!

হিমালয় শিলা কি ঝড়-ঝঞ্ঝায় পড়ে না বৃষ্টি-বাদলে গলে? অভেদানন্দ ছিলেন অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত। সাধারণ মানুষের বহু উর্দ্ধে ছিল তাঁর উন্নত শির। তিনি পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় বেদান্ত-প্রতিষ্ঠা রূপ অসম্পূর্ণ ব্রতটিকে সম্পূর্ণ করবেনই করবেন। তাতে যদি দেহের ত্বক্, অস্থি, মাংস শুষ্ক হ'য়ে যায় ত যাক্—দেহ যদি ধ্বংসও হয়, তো হোক্। তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। বাধা দেখে পশ্চাৎপদ হওয়া কোন দিনই তাঁর জীবনে দেখা যায়নি।

তিনি বুঝতেই পারলেন যে সেই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব দেশে তাঁকে উৎসাহ দেবার কেউ নাই, তাঁকে সাহায্য করতে কেউ নাই। সে দেশের লোক হিন্দুপ্রচারকদের সন্দেহের চোখেই দেখে থাকে। মনে করে তারা যে এরা বুঝি আসছে খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল আমেরিকায় একটা ধর্ম্মযুদ্ধ চালাতে! তারা তাই ভারতের নিন্দা-কুৎসা রটনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বামীজি-দেরও নিন্দা-কুৎসা রটনা করে। স্বামী অভেদানন্দজি একজন ভাগ্যান্বেষী মাত্র—আদৌ ধর্ম্মের ধার ধারেন না। ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে এসে দু' পয়সা কামাবার চেষ্টায় আছেন মাত্র! এইরূপ কুৎসা প্রথমে রটিত হলো 'কংগ্রিগেসনাল্' নামক একখানি মিস্‌নরী-পত্রিকায়। তা' থেকে উদ্ধার ক'রে কুৎসাটা প্রচার করিতে লগলেন নিউইয়র্কের একখানি বিখ্যাত পত্রিকা। তার নাম 'নিউইয়র্ক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন'। স্বামী অভেদানন্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ—এ দুইয়ের উপরই যাতে লোকের মনে একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব আসে, পাদ্রীসমাজ তখন সেই ভাবে বিষ ছড়াতে লাগলেন! যে স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের নীচে বস্‌তেও অনেক আমেরিকানের এক সময় সাহস হতোনা, দেবতা জ্ঞানে তারা সরে যেতো স্বামীজির কাছ থেকে—সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজিও কুৎসার দংশন থেকে রক্ষা পেলেন না!

স্বামী অভেদানন্দজির আগমনের কিছুদিন পরই 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামক এখকানা সুবিখ্যাত পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গ চিত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দকে আক্রমণ করা হলো। শ্বেতচর্ম্ম আমেরিকানরা যাতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে কৃষ্ণচর্ম্ম-দের বিরুদ্ধে, সে চিত্রে সে ব্যবস্থাও বেশ কৌশলে করা হয়েছিল! এই ব্যঙ্গচিত্র এবং প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেরই একজন আমেরিকান শিষ্য ল্যান্‌সবার্গ। তিনি স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়ে নাম পেয়েছিলেন কৃপানন্দ! গুরু-দ্রোহী কৃপানন্দ মাত্র পঞ্চাশ ডলার পারিশ্রমিকের লোভে ছবি এঁকে দেখালেন—বৃহৎ পাগড়ী মাথায় একজন বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় ব্যক্তির পায়ের নীচে বসে আছেন কিনা একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা এবং তিনি তাঁর কাছে রাজযোগ শিক্ষা করছেন! কিছুকাল পর স্বামী অভেদানন্দজির কর্ম্ম-কৌশলে কৃষ্ণকায় আচার্য্যের পাদমূলে ব'সে শুধু শ্বেতকার আমেরিকান্ নয়—ইংরেজ, ডচ্, জার্ম্মান্ প্রভৃতি শ্বেতকায় নানা জাতির লোকই পরম আগ্রহের সঙ্গে রাজযোগ শিক্ষা করতেন। অভেদানন্দজির গুণগানের কথা তখন সুবিখ্যাত সংবাদপত্রাদির মারফতে এবং তাঁর গুণগ্রাহীদের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের নানাদিকে প্রচারিত হচ্ছে!

আমেরিকা ছাড়ার আগেই স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর চেষ্টায় বেদান্তের প্রতি আমেরিকানদের যতটুকু আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, সেটা গভীর ছিলনা—ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসা ভাসা। তিনি এটাও বেশ অনুভব করেছিলেন যে সন্ন্যাসী আচার্য্য ভিন্ন নিউইয়র্কের মতো বিলাস-বৈভবেপূর্ণ কোন স্থানে বেদান্তকে স্থাপিত করা এবং বেদান্তের তত্ত্বকে লোকের প্রতিদিনের ঘর-সংসারের কাজে লাগানো যাবেনা। অন্য পাঁচটা ধর্ম্মপুস্তকের মতো বেদান্তের গ্রন্থ একটা ধর্ম্মগ্রন্থ-রূপেই হয়তো কোনো সাধারণ পাঠাগারের আলমারির মধ্যে পোকায় কাটার জন্য থেকে যাবে। তাই তিনি বেছে বেছে স্বামী অভেদানন্দকেই আমেরিকার কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

মানুষ তার জাতীয় উন্নতির পথে হাঁটতে হাঁটতে যখন এমন একটা যায়গায় দাঁড়ায় যেখানে সে বুঝতে পারেনা তার পথটা কোন্ দিকে—পূবে না পশ্চিমে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভের দিকে, না যে-কোনো উপায়ে পার্থিব বৈভব লাভের দিকে। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সেই বিভ্রান্ত মানুষের যাত্রাপথের—সেই আঁধার গোলোক-ধাঁধার মুখে অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল, অতিশয় প্রবল দিক্-আলোকের একটী আলোকস্তম্ভ, যার আলোকে যখন-তখন চিরদিনই বেছে নেওয়া যাবে—যাবার পথ কোন্‌টা। তাই তিনি চিরদিনই মানুষের পথ-প্রদর্শক—চিরদিনই মানব-সমাজের গুরু—শুধু বাঙ্গালীর গুরু নন, ভারতবাসীর গুরু নন, ইংরেজ বা আমেরিকান ও সকল জাতিরই গুরু নন। তাঁর নির্দ্দিষ্ট করা পথটা ঠিক কিনা, যদি সংশয় হয় তা হ'লে তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, সাধনা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি দিয়ে সেই নির্দ্দেশকে যাচাই ক'রে নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারো। একদিন আমেরিকা নিয়েছিল তাই—সে 'জন্যই সেখানকার লোকে তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়েছিল, শেষে বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁর স্তুতি করতে পক্ষমুখ হতেন।

খৃষ্টানের দেশে খৃষ্টপুরোহিতদের প্রভাবই খুব বেশী। তাঁরা যা বলেন, লোকে তাই বোঝে, বিশ্বাস করে এবং তাই করে। সুতরাং পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই ছিল অভেদানন্দজির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন ছিল অন্ততঃ অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় লাভ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা। অভেদানন্দজি বরাবরই ছিলেন সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী এবং তেজস্বী। তিনি ঠাকুরকে পর্য্যন্ত জোর ক'রে বলেছিলেন: 'আগে বুঝিয়ে দিন যে ঈশ্বর আছেন, বেদ সত্য, তবে আমি ঈশ্বর ও বেদ মানবো'। সেদিনও তিনি ঠাকুরের কাছে যাচিতের মতো করযোড়ে বলেন নি—'দয়া ক'রে এ' অধমকে আপনি ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়ে দিন'। ঈশ্বর মানা না মানার কঠিন প্রশ্নটা সেদিন তাঁর সাম্‌নে ছিল। তিনি বললেন—'আমি অন্ধবিশ্বাস চাইনে। আগে বুঝিয়ে দিন তবে মানবো'। বুঝিয়ে দিতেই হ'বে'—একটা দাবীর আকারে তিনি এই প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছিলেন সেদিন তাঁর ঠাকুরের কাছে।

নিউইয়র্কে এসে লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষুকের মতো ঘুরে-ফিরে আত্মপরিচয় স্থাপন করা ছিল তাঁর তেজস্বী স্বভাবের বিরুদ্ধ। নিজের গুণপণার দ্বারা অন্যের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ছিল তাঁর পথ। বেদান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমিতির পক্ষ থেকে যেদিন তাঁকে অভিনন্দিত করা হলো তার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দিলেন, সেই ভাষণই তাঁকে শ্রোতৃবর্গের কাছে পরিচিত করিয়ে দিল। তাঁরা ভাষণ শুনে মুগ্ধ হলেন।

লণ্ডন থেকে যখন তিনি নিউইয়র্কে আসেন, পথেই জাহাজের উপর আমেরিকান মহিলা কাউণ্টেস দাদ্‌সার-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বেদান্তের অনেক আলোচনা হয়। অভেদানন্দজির মুখে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকত্বের আলোচনা শুনে এবং তাঁর সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর নিকটে কেরোলিনায় তাঁর গৃহে কয়েকদিন অতিথি হ'য়ে থাকবার জন্য তিনি অভেদানন্দজিকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হবার পর দিনই অভেদানন্দজি কেরোলিনায় যাত্রা করলেন। কাউণ্ট এবং কাউণ্টেস্ ছিলেন খুবই অতিথিপরায়ণ। অভেদানন্দজির মতো একজন অনাড়ম্বর সরল মিষ্টভাষী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে অতিথি পেয়ে কাউণ্ট দম্পতী কয়েকদিন পরমানন্দে অতিথি সৎকার করলেন এবং বেদান্ত প্রচারে অভেদানন্দজিকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার বীজ এইভাবে রোপিত হয়েছিল। সেই বীজ থেকে ক্রমে যে মহীরুহ জন্ম নিয়েছিল পরে তারই ছায়ায় অভেদানন্দজি আমেরিকায় বহুমানে সম্মানিত হয়েছিলেন।

বিনা অর্থে কোনো কাজই করা যায় না। আবার এটাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক যে সৎকর্ম্ম করবো ব'লে আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে অর্থের জন্য আটকায় না ভগবানই তাঁর পথ ক'রে দেন। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একেবারেই অর্থহীন। নিজের বাসের জন্য বা সমিতির জন্য কোনো একটা স্থায়ী বাসস্থান ভাড়া করার সামর্থ পর্য্যন্ত প্রথমে তাঁর ছিলনা। সমিতির কাজের জন্যও তিনি অর্থব্যয় করতে পারতেন না। ও-দেশে নিয়ম আছে, যে কোনো ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা দিলে, গির্জার ভাড়া, আলোর খরচ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় বাবদ শ্রোতাদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করেন। অভেদানন্দের মন ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি জান্‌তেন যে ঋষিরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণ করেন, বিক্রয় করেন না। সুতরাং বক্তৃতার কালে তিনি নিজের জন্য কারও কাছে কোনো দান নিতেন না। তবে বেদান্ত সমিতির সভ্যেরা সমিতির বাড়িভাড়া এবং অন্যান্য দায় মেটাবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান গ্রহণ করতেন। অভেদানন্দ থাকতেন কখনো কোনো বোর্ডিং হাউসে বা কোনো বন্ধুর বাড়ীতে।

অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত সে দেশে বক্তৃতার ঋতু। ঋতু শেষ হলেই নিউইয়র্কে বক্তৃতা বন্ধ করতে হয় সুতরাং অর্থাগমও কমে যায়। এই সময়ে অর্থের অভাবে কোনো বোর্ডিং হাউসে থাকা তার চল্‌তনা। তিনি তখন প্রতিদিন বন্ধুদের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এখানে ওখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে তিনি এর-ওর-তার অতিথি হয়েই দিন কাটাতেন। বন্ধুদের বৈঠকখানায় এবং অন্যান্য নানা স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতা করার এই ছিল তাঁর একটা অবসর। এই অবসর কাটল কিন্তু তাঁর পরিশ্রম ছিল অক্লান্ত। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় লাভের ব্যবস্থাও এই সময়েই করতে হতো। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এল্‌মার গেটস্‌-এর সঙ্গে এই সময়েই অভেদানন্দজির বন্ধুত্ব ঘটে।

অভেদানন্দজি নিজের ব্যক্তিগত খরচ সে সময়ে একেবারে কমিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা এক একদিন এক এক বাড়ীতে অতিথি হবার নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁকে অনাহার থেকে রক্ষা করতেন। এইভাবে কেটে গেল—দু'দিন নয়, চার দিন নয়—ষোলটি মাস! এই সময়কার কথা অভেদানন্দজি নিজেই তাঁর ডায়েরিতে বলেছেন—

"এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ষোলো মাস বাস ক'রে বেদান্তের প্রাথমিক প্রচার কার্য্য করেছি। বেদান্তের ভাব প্রচার সর্ত্তে নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিয়েছি, ক্লাসও করেছি। বক্তৃতার ঋতু শেষ হ'লে নানা স্থানে বেড়িয়েছি বহু নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছি, যারা কখনো বেদান্তের নামও শুনেনি, তা'দিগকে বেদান্তের ভাবে আকৃষ্ট করেছি সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের খাবার ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। সহৃদয় আমেরিকাবাসী আমাকে তাদের বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে—খেতে দিয়েছে। আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তারাও আবার নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যাদের বাড়ীতে থেকেছি তারা কখনো মনে করেনি যে আমি তাদের আত্মীয় নই—ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের লোক, আবার কোনো প্রকার আহার সংস্থান নেই এবং আমাকে সাহায্য করবার লোকও নাই দেখে তারা আমাকে আহারের সময় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতো। এই ভাবে তারা আমাকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে....”

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছিলেন। সেই বৎসরের অক্টোবর থেকে পরের বৎসরের এপ্রিল—এই পাঁচ মাসেই নিউইয়র্ক সহরের ও সহরতলীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ধর্ম্মযাজকগণ তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বক্তৃতা শোনার লোকের সংখ্যাও এই সময়ের মধ্যেই অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হ'তে আরম্ভ হয়। অভেদানন্দজি পাঁচ মাসের মধ্যেই সে দেশের নরনারীর মন যে বেদান্তের দিকে টানতে পেরেছিলেন—শুধু এই একটা দৃষ্টান্ত থেকেই তাঁর সে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের মৃতকল্প বেদান্ত সমিতি তখন থেকেই অনেকাংশে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জ্জন করেছিল। তখন অভেদানন্দজির বক্তৃতা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় এবং তাঁর নিজের আহার ও বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রোতাদের স্বইচ্ছাপ্রণোদিত দানের অর্থেই কোন ক্রমে চলে যাচ্ছিল।

যে-সময়ে যে-কাজটি করা হ'বে বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, সে কাজ ঠিক সেই সময়েই যাতে হয়—এই হলো সে দেশের রীতি এবং পৃথিবীর সকল কর্ম্মী জাতিরই এই নীতি। কেবল ব্যতিক্রম দেখা যায় আমাদের দেশে এবং তার জন্য নানা রকম দণ্ডভোগও করতে হয় আমাদের! ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ..... BANARAS

শীত কোনো-কিছুই সময়-রক্ষার ব্যাপারে অভেদানন্দজিকে পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। তিনি নিজে একদিনের কথা এই ভাবে লিখেছেন—

"১৩ই ফেব্রুয়ারি একটি ভীষণ ঠাণ্ডার দিনও প্রচুর বরফ পাত হচ্ছিল। বাতাস ঘণ্টায় ৫৮ মাইল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। ট্রেণ, বাস সবই সেদিন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। এমন দুর্য্যোগের মধ্যেও সকাল বেলা ডাকঘরে গিয়ে চিঠি দিয়েছি।... সমস্ত রাস্তা ও গলি বরফে ঢেকে গেছে। সেই হাঁটু পর্য্যন্ত বরফের ভেতর দিয়ে আমি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিস্ লিণ্ডকুইষ্ট'এর বৈঠকখানায় গিয়ে ধ্যানের ক্লাস করেছি"। ভগবদগীতাই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। নিজেকে তিনি গীতার ভাবে গঠন করেছিলেন ব'লে শীত, গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-সম্মান, স্তুতি-নিন্দা সবই ছিল তাঁর কাছে সমান। প্রকৃতির দাস ছিলেন না তিনি—প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি।

সর্ব্ববিষয়ে নিখুঁৎভাবে নিয়ম রক্ষা ক'রে চলতেন ব'লে সে দেশের নরনারী তাঁকে সর্ব্বদা বিশেষভাবে সম্মানের চোখে দেখতো। আবার বীর জাতির যে গুণ—আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করেও পরের জীবন রক্ষা—এটা তাঁর মহত্ত্বকে ক'রে তুলেছিল মহত্তর।

একদিন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর পার্কার এবং স্বামী অভেদানন্দ লেক প্লাসিড নামক হ্রদে সাঁতার কাটছিলেন। সন্তরণে ও পর্ব্বত আরোহণে উভয়েই ছিলেন খুব দক্ষ। সাঁতার কাটতে কাটতে অধ্যাপক পার্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন যে তখনই ডুবে যান আর কি। হ্রদের জল ছিল সেদিন খুবই ঠাণ্ডা। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণেই বোধহয় পার্কারের অমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হ'য়ে থাকবে। স্বামী অভেদানন্দজি পার্কারের বিপদ বুঝতে পেরে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন এবং এক হাতে পার্কারের গায়ের কোণ ধ'রে টান্‌তে লাগলেন এবং আর এক হাতে সাঁতার কাটতে কাটতে তীরে এলেন। বন্ধু পার্কারের জীবন রক্ষা হলো। পার্কার ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং সে দেশের কয়েকটি সুবিখ্যাত ক্লাবের সদস্য। তাঁর মুখে সদস্যেরা হিন্দু-প্রচারকের এই মহত্ব ও বীর্য্যের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। এইভাবে নানা সাংস্কৃতিক 'ক্লাবে' অভেদানন্দজির যশ ঘোষিত হয়েছিল এবং পার্কার তাঁকে নানা ক্লাবের সদস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নানা ক্লাব থেকেই আমন্ত্রণ আসত তাঁর মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শোনবার জন্য।

ওদেশে ক্লাবগুলির শক্তি অত্যন্ত বেশী। সে সব ক্লাবে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের মানুষকে সত্যকার মানুষ ক'রে তোলে, বৈজ্ঞানিকদের ক্লাবে নূতন নূতন আবিষ্কারের আলোচনা হয়। নানা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে দার্শনিকদের ক্লাবে আলোচনা করেন সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতরা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতন্ত্র সম্বন্ধে ধর্ম্মযাজকদের ক্লাবে আলোচনা হয়। এমন কি প্রেততত্ত্বালোচনার ক্লাবে প্রেততাত্ত্বিকেরা পরলোকের তত্ত্ব নিয়েও গবেষণা করেন। এই রকম নানা বিষয়ের আলোচনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য সে দেশে নানা ক্লাব আছে। ক্লাবের সদস্যেরা প্রায় সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তি। ক্লাবে ক্লাবে নিমন্ত্রিত হ'য়ে স্বামী অভেদানন্দ যখন এঁদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন তখন তাঁর কথা বিশেষ প্রসংশার সঙ্গেই সে দেশে আলোচিত হ'তে লাগল। সে দেশের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রাদির সুরও তখন ফিরে গেছে। তারাও স্বামী অভেদানন্দজির কথা ঘোষণা করছে। তখন নানা স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং প্রধান প্রধান খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁর বক্তৃতাদি শোনেন এবং মুগ্ধ হৃদয়ের বন্ধুদের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করেন ও তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এইভাবে গোঁড়া খৃষ্ট-পুরোহিতদের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং তাঁদের আমন্ত্রণে তিনি অনেক চার্চের বেদী থেকেও বক্তৃতা করতে লাগলেন। কোনো কোনো প্রধান ধর্ম্মযাজকদের বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি-রূপে উপস্থিত হবার জন্যও আমন্ত্রিত হতে লাগলেন, এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিরোধী চার্চ ও তাঁর বন্ধু এবং প্রচারক হ'য়ে উঠেছিল।

স্বামী অভেদানন্দজি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট থেকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অসংখ্য বক্তৃতা দিয়ে দু'তিন হাজার মাইল ঘুরে বেড়ালেন আমেরিকায়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত সন্ন্যাসী মতো, আর ১৯২১ সালে তিনি হ'য়ে পড়লেন সর্ব্বজন পরিচিত অদ্ভুত প্রতিভাশালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন অনন্য সাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত, ধর্ম্মচেতা ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা শুনে তখন বহু লোক মুগ্ধ হ'য়ে গেছে।

অভেদানন্দজির প্রথম সভা আরম্ভ হয় মাত্র ৪০টি স্রোতা নিয়ে। যতই দিন যেতে লাগল স্রোতার সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পে'তে লাগল। ৪০ হয়ে উঠল ৮০, ৮০ হলো ১১০, অল্পদিনের মধ্যেই ১১০ দাঁড়ালো ৩০০তে। তারপর দেখি ৩০০ হয়েছে এক হাজার এবং ক্রমে এক হাজার হয়ে উঠেছে সাত হাজার চেস্টারফিল্ডের প্রেততাত্ত্বিকদের সভায়। সেই সময় এই সাত হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে দেড় ঘণ্টা ধ'রে শুনেছিল "হিন্দুদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধারণা-"র উপর এক চিত্তবিমোহন ভাষণ!

প্রথমে ভদ্র নাগরিকদের বাড়ীর বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ছিল সভার পক্ষে যথেষ্ট স্থান। আগে বলেছি—মঞ্চে বক্তৃতা হ'তে লাগলো সে দেশের বহু ক্লাবের সদস্যদের বৃহদাকার মিলন কক্ষগুলিতে এবং অধ্যপকদের আমন্ত্রণে নানা সুবিখ্যাত ইউনিভার্সিটির হলে। যাহোক্ ক্লাবের মিলন কক্ষও যেন হ'য়ে উঠ্‌ল প্রয়োজনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ, তখন বৃহৎ মট মেমোরিয়েল হল্ ভাড়া করা হলো। শেষে মট্-মেমোরিয়েল হল্‌ও হ'য়ে উঠল আবার সঙ্কীর্ণ। তখন ১৯০০—১৯০২ খৃষ্টাব্দে অভেদানন্দজির বক্তৃতার জন্য প্রশস্ততর 'কার্ণেগী লাইসিয়ম' ভাড়া করা হয়। এই খানেই তখন হতো বক্তৃতা এবং রাজযোগ ও ধ্যানের ক্লাশ। যোগশিক্ষার ক্লাশে আসৃত লোকে যোগী হবার উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখতে এবং ধ্যানের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকৃত তারা ধ্যান শেখার জন্য।

আমেরিকার ধর্ম্মপ্রচারের এই যে ক্রমোন্নতির দিকে গতি —কোন একটা সাময়িক গুঞ্জনে এমন হ'তে পারে না। উন্নতি যে ধীরে ধীরে হচ্ছিল এই দেখলেই বোঝা যায়। অভেদানন্দজির উপদেশ, বাণী ও ধর্ম্মশিক্ষা ধীরে ধীরে অথচ সুদৃঢ় ভাবে মার্কিনদের মনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে চলেছিল।

সে দেশে একটা নিয়ম আছে যে বক্তৃতার অন্তে শ্রোতৃবর্গ বক্তাকে নানা রকম প্রশ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যে বক্তা এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তখনি তখনি দিতে পারেন, তাঁর যশ প্রচারিত হ'তে বিলম্ব হয় না। অভেদানন্দজি এই সব প্রশ্নের এমন সদুত্তর দিতেন যে শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হয়ে যেতেন। এটাও ছিল তাঁর অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভের একটা বিশেষ কারণ।

অভেদানন্দজির মুখ দিয়ে নানাভাবে ঠাকুরের ভাবই প্রচারিত হতো সে-দেশে। সে বাণী একবার যিনি শুনতেন, পাথরের উপর দাগের মতো, দাগ কেটে তা বসে যেত তাঁর মনে চির দিনের মতন।

এই যে বিস্ময়কর প্রচার এবং লোকশিক্ষা দান—একে কি বলব ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল? না তা' নয়। একে বল্‌ব দুঃসাধ্য তপস্যায় লব্ধ অলৌকিক শক্তির বিকাশ। ঠাকুরের কৃপাতো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল অক্লান্ত সন্ন্যাসীর অসীম আত্মবল। সেই বল তাঁকেই অর্জ্জন করতে হয়েছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবরুদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার ভঙ্গ ক'রে—শুধু দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে বা আলমবাজারের মঠে নয়—আমেরিকাতেও! আমেরিকায় এসে তিনি নানা প্রবীন আচার্য্যদের নিকটে ছাত্রের মতো পাঠ নিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের নানা তত্ত্ব এই ভাবে তাঁর অধীগত হয়। খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ও বাইবেলের ধর্ম্মতান্ত্রিকতা, তুলনামূলক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, পৃথিবীর ইতিহাস প্রভৃতি সবই তিনি এই ভাবে আরত্ত করেছিলেন ব'লেই পুরোহিত-শাসিত খৃষ্টরাজ্যে তিনি জোর ক'রে বলতে পেরেছিলেন—"বেদান্তের আলোকে তোমরা ধর্ম্মচর্চ্চা করতে শেখো। বিজ্ঞান এবং দর্শন যে সব তত্ত্বকে সমর্থন করেনা, সে সব তত্ত্ব বর্জ্জনীয়—গ্রহণীয় নয়। বিজ্ঞান এসে এখন "Miracle" বা দৈবনিয়ন্ত্রিত ঘটনার ভিত্তিমূল নড়িয়ে দিয়েছে"। জ্ঞানই শক্তি, সেই শক্তির অসাধারণ স্ফূরণ অভেদানন্দজিকে দেখে আমেরিকার বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অকুণ্ঠচিত্তে বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সে-যুগে তাঁর ন্যায় প্রতিভা ও মণীষা সম্পন্ন দর্শনাচার্য্য ও সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ববিদ বিরল ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/4/18

ষোলো

স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে, স্বামী সারদানন্দ তখন বোষ্টন নগরে বেদান্ত প্রচার করছিলেন। নিউইয়র্কে যখন দুই গুরু ভ্রাতা দেখা হলেন তখন দু'জনেরই আনন্দের সীমা রইলো না। সারদানন্দ যে কয়দিন নিউইয়র্কে ছিলেন সে কয়দিন দুই ভ্রাতার কেবল গতদিনের সুখের স্মৃতিরই আলোচনা করতেন—সেই ঠাকুরের কথা সেই কাশীপুরে তাঁর সেবার কথা সেই আলমবাজারে কঠোর তপস্যা ও গভীর অধ্যয়নাদির কথা—শুধুই এই সব।

স্বামী অভেদানন্দের কর্ম্মকৌশল যে ছিল অদ্ভুত তার আভাস দেওয়া হয়েছে। সে দেশের পাদ্রীরা কেহ প্রথমে যথাশক্তি তাঁর প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছিলেন সে' কথাও বলা হয়েছে। মিথ্যা কাহিনী প্রচার ক'রে ভারতবর্ষকেই সে দেশের লোকের চোখে হীন ও বর্ব্বরের দেশ ব'লে পরিচিত ক'রে তুলছিলেন। অভেদানন্দজি তখন সে অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং ক্রমে তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এবং গৌরবে গর্ব্বিত হ'তে লাগলেন। সুযোগ হ'লেই তাদের সামাজিক উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দবর্দ্ধন করতেন তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের সঙ্গে পর্ব্বতারোহন, তাদের সঙ্গে নৌ-পরিচালনা তাদের সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ তাদের সঙ্গে খেলাধূলা প্রভৃতি ক'রে তিনি এমন ভাবেই মার্কিনদের মনের মধ্যে প্রবেশ করলেন যে তারা তাঁকে পর ভাবতে ভুলে গেল। এ'সবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কৃষ্টি, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আচরণ, ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান—ভারতের মহত্ত্ব, প্রকৃতি কত বিষয় নিয়েই যে নানা স্থানে তাঁর বক্তৃতা চললো তার ইয়ত্তা নাই। এইভাবে ভারত সুপরিচিত হ'য়ে উঠতে লাগল মার্কিনদের কাছে। কারণ এতদিন যারা কুৎসাই করত তারা তখন ক্রমে স্তুতি করতে লাগল—যারা এতদিন শুধু অবজ্ঞাই ক'রে এসেছে; তারা তখন শ্রদ্ধার নতি জানাতে আরম্ভ করল। কেউবা অভেদানন্দজীর কোনো কোনো বক্তৃতা পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে দিলেন।

এইভাবে ক্রমে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হ'তে চললো। স্বামী অভেদানন্দ তখন আমেরিকায় আর নগণ্য ব্যক্তি নন, একজন পরম শ্রদ্ধান্বিত আচার্য্য হয়েছেন। নানা বিশ্ববিদ্যালয় তখন তাঁকে সসম্মানে আহ্বান ক'রে নিয়ে যাচ্ছে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনতে। তাঁর ছাত্রী মিনি বুক তখন সান্ এণ্টোনিও উপত্যাকায় ১৬০ একর জমী অভেদানন্দজিকে দান করেছেন একটা আশ্রম স্থাপন করতে। কিছুদিন পর স্বামী তুরিয়ানন্দ এখানেই শান্তি আশ্রম স্থাপিত করেছিলেন। 'শান্তি-আশ্রম' ক্রমে ক্রমে তপস্যার ক্ষেত্র হ'য়ে উছিল। তার আগে তিনি লস্ এঞ্জেল স্ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে ও সানফ্রান্সিসকোতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসার সঙ্গে বেদান্তের সার্ব্বভৌম শিক্ষা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছিলেন।

অভেদানন্দজির অলৌকিক কর্ম্মকুশলতা এবং স্বার্থলেশ-হীন প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে তখন নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সুপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো আর সন্দেহ ছিল না, তখন সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে বহু স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন, তখন ঘর ঝাঁট থেকে আরম্ভ ক'রে যা কিছু প্রয়োজন সব কাজেরই ভার নিয়েছেন তাঁর। সমিতিকে তাঁরা ভালোবাসতে আরম্ভ করেছেন। কাজ দিতে পারা যাচ্ছে না তবু অনেক কর্মী প্রাণের টানে সমিতিতে এসে যোগ দিচ্ছেন। সমিতির পাঠাগার তখন বহু সংখ্যক নূতন নূতন পুস্তকে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। চারিদিক থেকে অর্থ এসে উপস্থিত হচ্ছে আর ও নূতন নূতন পুস্তক ক্রয় করার জন্য। বেদান্ত-বাণী প্রচার করার জন্য সমিতির যে প্রচার বিভাগ ছিল সেখান থেকে এক বৎসরে ৫২৫০ খানা পুস্তিকা এবং ২৫০০ খানা পুস্তক বিক্রীত হ'য়ে গেছে, সে সময়ে খরচ-পত্র বাদেও সমিতির তহবিলে অর্থ জমে যাচ্ছে। মার্কিনরা যদি তখন বেদান্তও আচার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না হোত তা'হলে কি তাঁর সমিতির এত উন্নতি হ'তে পার তো?

স্বামী অভেদানন্দের বাণী ছিল সত্যের বাণী—ভগবানের বাণী। কাজেই সে বাণীতে ছিল যথেষ্ট তেজ এবং জোর। ভগবান মানুষকে নানা ভাবে শুধু আদেশই ক'য়েন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের কাছে অনুনয় বিনয় করেন না তিনি। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান যিনি—তাঁর কথাই যাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশ পায় সে' কথার মধ্যেও থাকে শুধু আদেশ, অনুনয় বিনয় নয়। মানুষ যে-ভাবে তার কর্ম্মপথ বেছে নিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে, অভেদানন্দ মহারাজের বাণীতে থাকত সেই বিষয়েরই আদেশ, অনুনয়ের লেশমাত্র তাতে ছিলো না! সে যেন ছিল রণক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ। সেই আদেশ প্রকাশিত হতো এমন ভাষায় ও এমনভাবে যে কারো মনে ব্যথা লাগত না—ভ্রম সংশোধন ক'রে আত্মসংস্কার সাধন করতে উদ্যম আসত তাদের। মার্কিনরা সেই কারণেই মানবগুরু অভেদানন্দজির বাণী সর্ব্বদা পরম আগ্রহে শুন্‌ত। এত আগ্রহ ছিল তাদের যে, কখনো কখনো একই বক্তৃতা দু'বার তিনবার ক'রে বলতে হ'তো। অভেদানন্দ মহারাজ হয়তো কখনো জাহাজে উঠে কোথাও যাচ্ছেন, সহযাত্রীরা যেই সেটা জানতে পেতো অমনি ধরে বসত আমরা বাণী চাই। তারা জাহাজের উপরেই বাণী পেতো। তিনি ছিলেন জগৎ-গুরুর আপন হাতে গড়া এমন কৃতীসন্তান যে সেই পিতার কথা প্রচার করতে তাঁর কখনো ক্লান্তি ছিলনা, তাঁর কখনো ভাবের অভাব হতো না, তাঁর ভাষা কখনো লালিত্য ও ছন্দ হারাতো না। ঠাকুরই সর্ব্বদা তাঁর মুখে কথা জুগিয়ে দিতেন এবং সেই কথা তিনি বলে যেতেন অনর্গল। শ্রোতার মন দীপ্ত হ'য়ে উঠত সেই সব ভাষণ শুনে। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক, ভারত-মাহাত্ম্যের প্রচারক। কিন্তু এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয়ই তাঁর সব পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন মানবমণ্ডলীর আত্মসংস্কারের পথপ্রদর্শক এবং সেই নীতির মিষ্টভাষী প্রবল প্রচারক। তিনি ছিলেন ভগবানের দূত—ভগবানের একজন চিহ্নিত সন্তান।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির জন্য স্থায়ী বাড়ী তখন ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু বাড়ীতে আসবাব পত্র কিছুই তখনো হয়নি। মিস্ বেনিডিক্টরা ছিলেন দুইটি ধনাঢ্য ভগ্নী। অভেদানন্দজির প্রচারের ফলে তাঁরা এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে একদিন প্রায় পাঁচহাজার ডলার ব্যয় ক'রে নানা আসবাব-পত্রে সমিতিকে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন! তাঁরা যে ঘড়িটী দিয়েছিলেন সমিতিকে সেটা এখনও কল্‌কাতা বেদান্ত মঠে রক্ষিত আছে।

অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন যে আমেরিকায় থাকা-কালে যখনই তাঁর কোনও কিছুর অভাব হ'তো তখনই কোথা থেকে অপরিচিত ব্যক্তি এসে সেই অভাব পূরণ ক'রে দিয়ে যেতো। তারা কখনো বা দু' তিন বৎসর পর্য্যন্ত বেদান্ত সমিতির কাজে সাহায্য করেছে। তারপর হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান হ'য়ে গেছে হঠাৎ কেউ আর তাদের কোনো খবর বলতে পারত না! আমরা আগেও দেখেছি যে, ভারতে প্রব্রজ্যা-কালেও এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তাঁর জীবনে কোথা থেকে অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাঁকে খাদ্য ও পানীয় দিয়েছে, পাখার বাতাস দিয়ে শ্রান্তি দূর ক'রে দিয়েছে। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃক্ষতলে যখন তিনি শয়ান তখন এসে পদ-সংবাহন ক'রে গেছে!

ভগবান শ্রীগীতায় বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং
যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অর্থাৎ অনন্য চিত্ত হ'য়ে আমার (ভগবানের) চিন্তা করতে করতে যে ভক্তেরা আমার (ভগবানের) উপাসনা করে, তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমিই বয়ে এনে দি (যোগ), আর তাদের যা আছে (ক্ষেম) আমিই তা' রক্ষা করি।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সেই রকমের একজন অনন্যচিত্ত ভক্ত। তাই প্রয়োজন হ'লে ভগবান্ নিজেই তাঁর সব জুটিয়ে দিতেন। ফিয়োডোর পার্কারের আত্মা এসে মিডিয়ম লিলির মুখে যে বলেছিলেন: 'অভেদানন্দ ঈশ্বরের চিহ্নিত ব্যক্তি'—এ'কথার মধ্যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই। তাঁর সমস্ত জীবনই ছিল ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ণকাম জীবন। তাঁর কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকৃত না। তিনি বল্‌তেন: 'ঠাকুরের পায়ের নীচে আমাকে একটু যায়গা দিস্'। আমরা দেখেছি যে তাঁর দেহান্তের পর অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের পায়ের নীচে সেই একটুখানি জায়গা—তাঁর শেষ শয়নের জন্য, সেই একটু স্থানও পাওয়া গেছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার 'লিলিডেল' নামক স্থানে প্রেততাত্ত্বিকদের একটা প্রকাণ্ড সভা হয়। আমেরিকার প্রায় সকল স্থান থেকেই প্রেততাত্ত্বিকরা এসে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই বৃহৎ সভায় একদিন তিনি প্রায় ৮০০ শ্রোতার সম্মুখে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এতই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। আমেরিকায় প্রেততাত্ত্বিকদের অনেক আহ্বান চক্রে তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং নিজেও চক্রে বসতেন। একদিন রাত্রে তিনি মিসেস্ মস্-এর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত একটি চক্রে উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মিডিয়ম্ লিলির মুখ দিয়ে সেদিন পৃথ্বীমান্য ফিয়োডোর পার্কারের আত্মা কথা বলছিলেন। লিলির মুখ দিয়ে তিনি বল্লেন—'অভেদানন্দ একজন ভগবানের চিহ্নিত ব্যক্তি'। তাঁর জীবনী আলোচনা করলেই আমাদের মনেও সেই কথাই জাগে।

স্বামী অভেদানন্দ যে শুধু নিউইয়র্ক সহরে সমিতির বাড়ীতে আরামে থেকেই প্রচার-কার্য্য করতেন তা নয়। তিনি নিউইয়র্ক থেকে দুই হাজার মাইল পথ ভ্রমণ ক'রেও নানাস্থানে বেদান্ত-বাণী প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনই সেখানকার নরনারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন করেছেন। অভ্যর্থনাকারিদের মধ্যে যেমন ছিলেন সাধারণ নরনারী তেমনি ছিলেন বহু বিখ্যাত পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক, দার্শনিক ও বক্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিউইয়র্কে প্রথমে শুধু বয়স্ক লোকদের মধ্যেই বেদান্ত-বাণী প্রচারিত হয়। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের মন নানা সংস্কারে সর্ব্বদাই আবদ্ধ। কাজেই তাঁরা নিজেদের ভাব মতো কাট-ছাঁট ক'রে বেদান্তের বাণী গ্রহণ করেন। স্বামী অভেদানন্দ তাই তরুণ মনের উপর বেদান্তের ভাব মুদ্রিত করার জন্য "ইয়ং ম্যানস্ যোগ-এসোসিয়েসন্" নামক একটা সংবাদ স্থাপন করেছিলেন। তরুণেরা পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে এই সংসদে এসে যোগ দিয়েছিলেন। যোগশিক্ষা দিবার ক্লাস ক্রমেই খুব বেশী জন প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। দলে দলে শিশুরা এসে বয়োবৃদ্ধ শিশু অভেদানন্দকে প্রতি শনিবারে ঘিরে বসতো এবং তাঁর সহজ সরল ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় শুন্‌তো হিতোপদেশের চিত্তাকর্ষক পশু-পক্ষী এবং রাজা-রাণীর গল্প গুলি। তাঁর অলৌকিক মনীষা এবং বলার ভঙ্গী শিশুদের মনের মধ্যে বিশেষভাবে দাগ কেটে দিত। সেই সব গল্পের ভিতর দিয়ে তারা শিখত পুনর্জন্মের তত্ত্ব, কর্ম্ম ও যোগতত্ত্ব এবং মনের মধ্যে গেঁথে নিত তারা নানা জ্ঞানের বিষয় ও নীতিকথা। আমেরিকায় আগমনের পর থেকেই অভেদানন্দজি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব পালন করতেন। সেই সঙ্গে পালিত হতো শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবুদ্ধের ও, শ্রীখৃষ্টের জন্মতিথি। সেই সব উৎসবকালে সমস্ত সদস্যেরা তাঁকে ঘিরে বসতো এমন ভাবে যেন তিনি তাঁদের নিতান্তই ঘরের লোক। তাঁর মুখে ঐসব মহাপুরুষদের কাহিনী শুনে তাদের ছবির পদতলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ক'রে প্রসাদ নিয়ে হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতো। বেদান্তের বাণী এইভাবেও সে দেশে প্রচারিত হ'তে আরম্ভ হয়।

মিসেস্ ওলিবুলের নাম আগে করা হয়েছে। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির প্রাথমিক সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন—অর্থ সম্পদ ছিল ব'লে তাঁর কিছু প্রতিপত্তিও নিউইয়র্কে ছিল। স্বামী সারদানন্দ যখন নিউইয়র্কে এসেছিলেন তখন ওলিবুল্‌ই তাঁর কর্ম্মপ্রণালী ও কার্য্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি মনে করলেন স্বামী অভেদানন্দও নিশ্চয়ই সেই নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবেন! কিন্তু তাঁর মন ছিল অত্যন্ত সবল এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। মিসেস্ ওলিবুলের নির্দ্দেশ তিনি মানলেন না! নিজে যা ভালো মনে করতেন সেইভাবে নিউইয়র্ক সমিতির কাজ হ'তে লাগল। মিঃ লেগেট ছিলেন সমিতির প্রথম সভাপতি। অভেদানন্দজির ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভূত হ'য়ে তিনি কার্য্যভার পরিত্যাগ করলেন। প্রোফেসার হার্শেল পার্কার ছিলেন ইউনিভার্সিটির একজন প্রথিতযশা আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দকে তিনি খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন ব'লে তাঁর অনুরোধে পার্কার হলেন নূতন সভাপতি। নিউইয়র্ক সমিতি নিয়ে তখন বেশ একটু গোলমাল আরম্ভ হ'য়ে গেল।

স্বামী অভেদানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করলে পর সমিতির ভাবী-স্বামী বা ধর্ম্মোপদেশক কে হবেন এই নিয়েই গোলমালটা বেধে উঠ্‌ল। মিসেস্ ওলিবুল্ বললেন: তাঁদের যাকে খুশি, যে কোনো সম্প্রদায়ের লোককেই তাঁরা স্বামী-রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতে পারবেন। ভারতের সন্ন্যাসীরাই যে সব সময়ে—তাঁদের মাথার উপর স্বামীতে বৃত হ'য়ে আসবেন এমন কি কথা আছে? প্রস্তাব শুনে অভেদানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা জ্বলে উঠল। তিনি এটা বুঝতেন যে মিসেস্ গুলিবুল্ এবং তাঁর ভাবলম্বী অন্যান্য আমেরিকানদের সঙ্গে তাল দিয়ে বল্‌তে না পারলে তাঁরা হয়ত সমিতিকেই ভেঙ্গে দিতে পারেন, তবুও তিনি ছিলেন অচল অটল, বললেন: এ' সমিতি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই আরম্ভ হয়েছে তাঁরই বাণী প্রচার করতে। কারণ বেদান্তের বাণী আর ঠাকুরের বাণী মূলতঃ একই—ভিন্ন নয়। সুতরাং একমাত্র রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসীই বেদান্ত সমিতির ভাবী ধর্ম্মোপদেষ্টা হ'তে পারবেন—সে' পদ গ্রহণ করবার যোগ্যতা অন্য কা'রও থাকবে না। মিসেস্ ওলিবুল্ বিশেষ কুপিতা হ'য়ে উঠলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মতটি বহাল রাখতে পারলেন না। বিশেষ গণ্ডগোলের ভিতর দিয়েই তখন সমিতিকে চল্‌তে হয়েছিল। সমিতির অস্তিত্ব থাকে কি যায়, বোধহয় এইটাই তখন বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে থাকবে। কি ভাবে স্বামী অভেদানন্দজি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে সে দেশের লোকের মন আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং কিভাবে সমিতির উন্নতির পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল তার সামান্য কিছু আভাস আগে দেওয়া হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতেরো

একা স্বামী অভেদানন্দ সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধর্ম্মী অনাত্মীয় এবং নানাভাবে বিদ্বেষ প্রচারকদের দেশে সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে সমিতির জন্য যে সব প্রতিষ্ঠা এবং বেদান্তের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ ক'রে এসেছিলেন সে'কথা আমেরিকানদের নিজেদের মুখের কথাতেই সুপ্রকাশিত আছে। অভেদানন্দ মহারাজের যখন ভারতে ফিরে আসবার সময় হলো তখন বেদান্ত সমিতির সভ্যেরা তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিলেন তাতেই তাঁরা বলেছিলেন—

".....নয় বৎসর ধ'রে আপনি অবিশ্রান্ত কার্য্য করেছেন এবং তদুপলক্ষে নানা কষ্ট, নানা বাধা—এমন কি শত্রুতারও সম্মুখীন হয়েছেন,—কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম ক'রে আপনি নির্ভিক ভাবে নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।..... কারও কাছে সাহায্য ভিক্ষা না ক'রে আপনি আপনার সন্ন্যাসী-জনোচিত হৃদয়ের বলে এবং আপনার অলৌকিক বিশ্বতা, ধৈর্য্য, তেজস্বিতা ও স্থির প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর ক'রে (প্রতিপদে যা' আপনার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিচ্ছে) এই বানিজ্য-নগরীতে বেদান্ত সমিতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছেন এবং আজিকার এই বিরাট মন্দিরের প্রত্যেক শিলাখানি নিজ হাতে এক এক ক'রে বিন্যাস করেছেন। যাঁরা নিউইয়র্কের ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানেন, শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই না ছিল আপনার পথে এবং কতই না মহৎ হয়েছে আপনার সাফল্য !……”

এই মানপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায় সে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অভেদানন্দ শুধু যে বাঁধাই পেয়েছিলেন তা নয়। তাঁকে শত্রুতারও সম্মুখীন হ’তে হয়েছিল এবং একার চেষ্টায় তিনি সেখানে সফল কাম হয়েছিলেন। যে খৃষ্টান পাদ্রীরা প্রথমে তাঁর সম্মুখে যে বাধারই সৃষ্টি করেছিল তা নয়, সুসভ্য সমাজে স্থান পাবারই তিনি যোগ্য ব্যক্তি নন ব’লে তাঁকে একেবারে ডুবিয়ে দেওয়ারই চেষ্টা করেছিলেন, ঈর্ষ্যাজড়িত সেই সব পাদ্রীরাই শেষে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে আপন আপন গির্জ্জায় নিমন্ত্রণ ক’রে নিয়ে গিয়ে তাঁর মধুর বক্তৃতাদি শুন্‌তেন, তাঁদের গির্জ্জার নোটিশ বোর্ডে গির্জ্জায় আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে বেদান্ত সমিতিতে আলোচ্য বিষয়ের বিজ্ঞান প্রকাশ করা হ’তো। গির্জ্জার রবিবাসরীয় উপাসনা কালে এই অ-খৃষ্টান হিন্দু সন্ন্যাসীকেও ডেকে নিয়ে গিয়ে উপাসনাদি সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা শুনে উপদেশ গ্রহণ করতেন। এইভাবে নিউইয়র্কে যে বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আমরা সেই প্রতিষ্ঠাকে বলতে চাই সত্যের প্রতিষ্ঠা—ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা।

আগে যে মানপত্রের কথা বলা হলো সেই মানপত্র অর্পনের দিন (১৪ই মে, ১৯০৬) বেদান্ত সমিতির সভায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরোদার মহারাণী ও মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও সেদিন সমিতি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

আমেরিকার নানা স্থানে একাদিক্রমে প্রায় বারো বৎসর বেদান্তের বাণী প্রচারিত হয়। প্রচারক ছিলেন—বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি সন্ন্যাসীবর্গ। তারই ফলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নিউইয়র্ক, মণ্টক্লেয়ার, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, বোষ্টন লস্‌এঞ্জেল্‌সে ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, চিকাগো প্রভৃতি বহুস্থানে লোকে বেদান্তের প্রতি অনুরাগী হ'য়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রীতিমত বেদান্তের আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসিদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনজনই তখন আমেরিকায় উপস্থিত থাকতেন—নিউইয়র্কে অভেদানন্দ, লস্‌এঞ্জেল্‌সে সচ্চিদানন্দ এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে ত্রিগুণাতীতানন্দ।

সে সময়ে নিউইয়র্ক সমিতির প্রচার-বিভাগে নানা স্থান হ'তে পুস্তক পাঠাবার তাগিদ আস্‌ত। যেমন টেক্‌সাস্‌, আলাস্কা, হাওয়াই, ফিলিপাইন, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ওয়েষ্টইণ্ডিজ, ন্যান্‌কুভার, মেক্সিকো, স্কট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি। দেখা যায় বেদান্ত সমিতির প্রচার-বিভাগ থেকে দশ বৎসরে লক্ষাধিক পুস্তিকা ও পুস্তক আমেরিকার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেদান্তের বাণী যে আমেরিকায় এবং সেখান থেকে ওসব দূর দেশেও বিস্তার লাভ করেছিল তা' বুঝতে পারা যায়। প্রচার-কার্য্যে স্বামী অভেদানন্দজি যে গোটা আমেরিকায় হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন—সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যটন বৃথা যায়নি। শত শত লোক তখন তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে মিশেছেন এবং তাঁর মুখে নানা জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ বাণী পেয়ে ধন্য হ'য়ে গেছেন। তাঁদের জীবনপথে যে যে সংশয় এসেছিল সে সবই দূর হ'য়ে গেছে তখন। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নিতান্ত রুগ্ন ব্যক্তিও স্বামী অভেদানন্দজির কৃপায় এইভাবে নব জীবন লাভ ক'রে শান্তির অধিকারী হয়েছেন আমেরিকায়।

বেদান্ত কি পণ্ডিত ব্যক্তিরই একচেটিয়া সম্পত্তি? অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের জন্য কি বেদান্ত নয়?

মানবমাত্রের জন্যই বেদান্ত—শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জন্যই বেদান্ত। মানবের মনের শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য ব্যবহারিক বেদান্তের সর্ব্বদাই প্রয়োজন।

অভেদানন্দজির প্রচারের আকর্ষণে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাণেই বেদান্তের মধুর বাণী প্রবেশ করেছিল এবং তাদের মধ্যেই অনেকেই সেই বাণীর জোরে জীবন কাটিয়েছে। দেখতে পাওয়া যায় যে বেদান্ত আলোচনার বড় বড় কেন্দ্র ছাড়াও ঘন বসতিসম্পন্ন ডাকোটার খনির শ্রমিকদের মধ্যেও বেদান্ত বিশেষভাবে প্রবেশ করেছিল। এই সব শ্রমিকদের নিকট থেকেও সমিতির প্রচার-বিভাগে অনেক পর্য্যটক আসত। পত্রে বলা হতো—পুস্তক পাঠাও পুস্তিকা পাঠাও। প্রত্যেকবার পূর্ব্ববারের অপেক্ষা বেশী বেশী মূল্যের পুস্তক পাঠাবার জন্য তাগিদ আসত। বেদান্তের কেন এত ভক্ত হ'য়ে উঠল একথা জিজ্ঞাসা করলে তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলত বাইবেল যদি ভালো ক'রে বুঝতে হয় তবে বেদান্তের দরকার। বেদান্তের সাহায্য না পেলে বাইবেলের অনেক কথাই হেঁয়ালির মতো ঠেকে!

এইরূপ উত্তর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরই কথার প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। একদিন রবিবারে দেখা গেল একটি লোক বেদান্ত সমিতির বাড়ীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে আর বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল—এক ডলারের মতো দাম দিয়ে একখানা বই কিনতে চাই।

কি বই জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—সে নাম আমি সবটা জানিনে। নামটা ব'লে দিয়েছে যে, সে বলেছে "ভগ্" নামে একখানা পুস্তক আছে, আমার সেখানা পড়া খুবই দরকার। সমিতির প্রচার-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা বুঝলেন, লোকটা চায় ভগবদ্গীতা—তার মনে আছে শুধু প্রথম দুটি শব্দ "ভগ্"। যাহোক একখানা ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে সে পরমানন্দে বাড়ী চলে গেলো।

১৯০৫ সালের নববর্ষ। সমিতির সদস্যেরা বিপুল আনন্দে ও পরম-উৎসাহে সমিতির ভাড়াটিয়া গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছেন। একটা প্রস্তাব হলো যে সমিতির নিজের একটা বাড়ীর প্রয়োজন। অমনি সেই সভাতেই বিশ হাজার উপরের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। কিভাবে বাকি অর্থ সংগ্রহ ক'রে গৃহ নির্ম্মাণ হবে তখন তারই আলোচনা চলতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর বিশ্ববাণী নামক পত্রিকায় লিখেছিলেন (পৌষ, ১৩৪৫) : "যখন আমরা প্রথমে আমেরিকায় যাই তখন সমস্ত মিশনারী সম্প্রদায় আমাদের শত্রু ছিল। তারা আমাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যে অপবাদ রটনা করত। আমরাই সেখানে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে একাকী তাদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়েছি।....

"আমাদের বেদান্ত-প্রচারের ফলে আমেরিকাবাসীদের মন থেকে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে....। আমাদের বেদান্ত-প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের চোখ খুলে গেছে। গির্জ্জায় উপসনার সময় তাঁরা বেদান্তের মত গ্রহণ ক'রে ঈশাহীধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির নূতন ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহীধর্ম্মের গোঁড়ামীপূর্ণ ক্রিয়া-কার্য্যে বিশ্বাস করে না। এখন আমেরিকায় নূতন নূতন ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হয়েছে।...আমরা যে নূতন ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করেছি তার দ্বারা তাঁরা খুবই অনুপ্রাণিত। ইউরোপেও ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিন্তরূপে তার ধাক্কা লাগছে।....আজ বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এবং আমাদের বেদান্ত-প্রচারের ফলে... শত শত বর্ষব্যাপী কুসংস্কার সমূহ শরতের মেঘের মতো পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক গগণ থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে দূর হ'য়ে যাচ্ছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/418

আঠারো

১৮৯৬—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অসাধারণ কর্ম্মবীর স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় বেদান্ত-প্রচারকার্য্যের মার্কিনদেশে কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছিল খুব সংক্ষেপে সে পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে। ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে এসে যখন দেখলেন যে সমিতির জন্য একটা স্থায়ী বাসভবন ভাড়া করা হয়েছে তখন তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি গুরুভ্রাতা অভেদানন্দজিকে বলেছিলেন: "নিউইয়র্কের রুদ্ধদ্বারে আমি তিনবার করাঘাত করেছি। কিন্তু সে দ্বার তখন খোলেনি। তুমি যে এখানে বেদান্তের স্থায়ী বাসভূমি দিতে পেরেছ এতে আমার এত আনন্দ হয়েছে, যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না"। এই স্থায়ী বাসভূমি সংগ্রহের কারণেই পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেখা যায়, এই সময়ে আমেরিকার অনেক খ্যাতনামা বিদ্বান্ ও সমৃদ্ধি-শালী অধিবাসী অভেদানন্দজির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বান্ধবতা করেও অনেক গৌরব অনুভব করতেন।

স্বামী অভেদানন্দের শক্তি ও প্রতিভা যে বহুমুখী ছিল সে কথা বলা হয়েছে। একদিকে তিনি তপস্বী, জ্ঞানী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানী ও ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন এবং অন্যদিকে ছিলেন কর্ম্মী, বাগ্মী, পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও ধর্ম্মনেতা। আগে বলা হয়েছে যে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য, বাগ্মীতা, চরিত্র-মাধুর্য্য, শিশুর ন্যায় সারল্য প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ থাকার জন্য তিনি কি স্বদেশে কি বিদেশে বহুজনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর মাতৃভূমি বাঙ্গলাদেশ এখনও পর্য্যন্ত তাঁর জন্য রোদন করে। একটা রাজপথের নাম স্বামী বিবকানন্দের নামে করায় তাঁকে স্মরণ করার জন্য অতি সামান্য একটা পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরই মতো সমান গৌরবের অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশনে বা আমাদের জাতীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত কিছুই করেন নি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

প্রথমে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল, বলতে গেলে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করেই কাটিয়েছেন। কিন্তু পরে যখন কতকাংশে সচ্ছলতা এসেছিল তখন তিনি বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠকে বিস্মৃত হননি, লাটু মহারাজ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতি অনেকের কাছে অর্থ পাঠিয়েছিলেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে বেলুড় মঠে অর্থাভাবের জন্য ঠাকুর-স্বামীজির ভাবের প্রচার করা যাচ্ছে না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মার্কিন থেকে একবার ভারতে এসেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আগমনের তিন বৎসর পূর্ব্বেই পবনবাহিত সুরভির মতো তাঁর কীর্ত্তি-কাহিনী ভারত ব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজের কোকনদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা বৃহৎ শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে অভেদানন্দ মহারাজের বৃহৎ একখানি প্রতিচ্ছবি স্থাপিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে যেমন ভারতের একজন অতিমানব-রূপে চিহ্নিত করা হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকেও আমরা সেই ভাবেই চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর আমেরিকার কাজ সাধারণ দিক দিয়ে দেখলেও বলতে হয়—অতুলনীয়। একথাও বলতে হবে যে, ভারতবর্ষ অপরিশোধ্য ঋণে তাঁর কাছে আবদ্ধ। ঠাকুর ও স্বামীজির ভাবরাশি তিনি আমেরিকায় দু'হাতে ছড়িয়ে গেছেন বলেই সে দেশের লোক জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতকে চিন্‌তে ও সম্মান করতে শিখেছে, নৈলে তাঁর আমেরিকার বাসের পূর্ব্বে সে দেশের লোক ভারতকে বলত —'হিদেনদের' ধর্ম্মহীন ঈশ্বর-বর্জ্জিত রাজ্য।

অনেকদিন থেকেই স্বদেশ স্বামী অভেদানন্দজিকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করছিল, কিন্তু কর্ম্মের আহ্বান ভারতের আহ্বান হ'তেও বেশী প্রবল হ'য়ে তাঁকে ধ'রে রেখেছিল মার্কিনে। তিনি যেই ছুটি পেলেন অমনি জাহাজে উঠে লণ্ডনে এলেন এবং সেখানে ভারতগামী "মুল্‌তান" জাহাজ ধরে যাত্রা করলেন ভারতের দিকে। ১৯০৬ সালের ১৬ই জুন জাহাজ এসে কলম্বোতে ভিড়ল।

এর প্রায় দশবৎসর আগে স্বামী অভেদানন্দজি একজন অপরিচিত ও সহায়সম্বল-বিহীন সন্ন্যাসীর অমিত মনোবল মাত্র সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মনে করলেন যে সেই রকম অপরিচিত লোকই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতে আসবেন। তিনি জাহাজ থেকে কলম্বোতে অবতরণ করতে যাচ্ছেন এমন সময় গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দ, ডক্টর বেঙ্কটরুদম্ এবং কলোম্বোর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক তাঁকে নামতে দিলেন না। অপরাহ্নে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে শত সহস্র কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হলো—যেন সম্রাট বিদেশে রণজয় ক'রে ফিরে আসছেন স্বদেশে! মহারাজের প্রত্যাবর্ত্তন সত্য সত্যই আমেরিকার হৃদয় জয় ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন।

সেই বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করার জন্য যখন কোটাহিগ উদ্যান-বাটিকার দ্বারদেশ থেকে শোভাযাত্রা অগ্রসর হলো তখন তিনি দুগ্ধফেননিভ শ্বেত বস্ত্রমণ্ডিত পথে চরণ নিক্ষেপ ক'রে অগ্রসর হলেন। ভাবোন্মত্ত নরনারী গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে সেই পথটির আচ্ছাদন ক'রে দিল। বেণু বাঁশীর রবের সঙ্গে শত সহস্র কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচতে লাগলো। তাঁর মাথার উপর একটি বৃহৎ ও সুসজ্জিত দেবছত্র ধারণ ক'রে ছত্রধারীরা চলতে লাগলো, চারিদিক থেকে সুবাসিত বারির ধারা বর্ষিত হ'তে লাগলো। পত্রে, পুষ্পে, পল্লবে ও পতাকায় সুশোভিত বৃহৎ বৃহৎ নবরচিত তোরণ অতিক্রম ক'রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম ভবনে আগমন করলেন। এইভাবে কলম্বো থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত নানা নগরে উপনগরে রাজ-সম্মানে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে মহারাজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। মানপত্রের পর মানপত্রে তাঁর জয় ঘোষিত হ'তে লাগলো নগরের পর নগরে এইভাবে চলেছিল সেই প্রত্যাবর্ত্তন উৎসব, কোথাও বা শোভাযাত্রাকালে ঘোড়া খুলে দিয়ে বিমুগ্ধ জনমণ্ডলী তাঁর গাড়ী টেনেছিল। তারা তখন এই মনে করেছিল যে একজন দেবমানবের জয়যাত্রার রথ তাঁরা টান্‌ছে। কলম্বো থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক নগরে নগরে বিপুলাকার এক একটি জনসভায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে লাগলো পৃথিবীর নানা ধর্ম্মমতের ইতিবৃত্ত আর সর্ব্বোপরি সেই কথা যে, সব ধর্ম্মেরই উদ্ভবক্ষেত্র হচ্ছে ভারতের সনাতন আর্য্যধর্ম্ম। পৃথিবীতে যদি আরও কোনো নবধর্ম্মের জন্ম হয়, তারও জন্মস্থান হবে ভারতেরই 'সনাতন-ধর্ম্ম'।

সম্রাট যেমন বিপুল সমারোহে অভ্যর্থিত হন, সমস্ত দাক্ষিণাত্যে সেইভাবে অভ্যর্থিত হ'য়ে স্বামী অভেদানন্দ যখন হাওড়া ষ্টেশনে এলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাঙ্গালার সহস্রাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল ষ্টেশনে। বেলগাছিয়ায় পশুপতি বাবুর বাড়ীতে যে সভা হলো তাতে তিন সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন এবং একঘণ্টা কাল স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কয়েকদিন বেলুর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বাস ক'রে অভেদানন্দজি কল্‌কাতা পরিত্যাগ করলেন এবং বোম্বাইয়ের পথে পাটনা, কাশী, আগ্রা, আলোয়ার প্রভৃতি স্থানে রাজসম্মানে অভ্যর্থিত হ'য়ে তিনি যখন আমেদাবাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন তখন ভারতমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দেশগতপ্রাণ এই দুই মনীষীর মধ্যে বহুক্ষণ ধ'রে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার এবং তার পরিবর্ত্তন সাধনের পন্থা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রদত্ত প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতাতেই তিনি অত্যন্ত সুদৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন: 'মুক্তির জন্য সাধনাই মানবজীবনের একমাত্র সাধনা এবং ঐক্য সেই সাধনার পাদপীঠ'। তরুণদের তিনি বলেছিলেন: 'দেহকে বলশালী করো। তোমাদের শিরাগুলো হ'য়ে উঠুক যেন ইস্পাতে গড়া। অভিঃ হও। পৃথিবীতে প্রধান পাপই হচ্ছে কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা'।

অভেদানন্দ মহারাজ ছয়মাস ভারতবর্ষে ছিলেন এবং এই ছয়মাসে অসংখ্য বক্তৃতায় তিনি ভারতকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের হৃদয়ে ঐক্যের অগ্নি স্থাপিত ক'রে দেশাত্মবোধ জাগরণের যজ্ঞ করেছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্টভাবে মেশার সুযোগ ছিল তাঁরা সকলেই জানেন, দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কিভাবে কাঁদত। তিনি বলতেন: মুক্তিই বলো আর মোক্ষই বলো সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতাই তার অন্য নাম। মনকে আগে স্বাধীন করো—আগে ঘর সামলাও। মানুষ তৈরী করো। সৎ চিন্তা করো। জুয়াচুরী ত্যাগ করো—আবার দেশের অবস্থা ফিরে যাবে। দেশের কল্যাণ হ'বে। সত্য ভিন্ন উপায় নাই—সত্যকে আঁকড়িয়ে ধর্। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ।

একজন একদিন স্বামী অভেদানন্দজিকে জিজ্ঞাসা করলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"মহারাজ, দেশের এমন দুর্দ্দশা ঘটছে কি কারণে?"

তিনি উত্তরে বললেন: "দুর্দ্দশার কারণ আমরা নিজেরা। যেমন চিন্তা করছি, যেমন চেষ্টা করছি—তারই ফল এই দুর্দ্দশা। সৎ চিন্তা নাই, ধর্মে মতি নাই—কেবল ফাঁকি দিয়ে মহৎ হবার আকাঙ্খা। বড় ছোটো সকলের মধ্যেই দেখছি ভাণ ও ভণ্ডামী, আর কাজের বেলায় আলস্য এবং জড়তা, সত্যের পথে না গেলে সত্যকে পাওয়া যায় না।"

কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া ছেলেদের স্বামী অভেদানন্দজি বল্‌তেন—"পাশকরা মূর্খ। বুদ্ধির অর্জ্জনমাত্র করলেই জ্ঞান লাভ হয় না—আধ্যাতিক চিন্তা জাগ্রত করার নামই প্রকৃত শিক্ষা লাভ। সেই চেতনা, সেই জ্ঞান বাহিরে নাই। আছে প্রত্যেকেরই ভিতরে।....জীবনকে পরিপূর্ণ করাই শিক্ষার আদর্শ। আজকাল সেই পরিপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি নাই, .. আজ জাতির মনের মরণ আরম্ভ হয়েছে। দেহের মৃত্যু অপেক্ষা মনের মৃত্যু শতগুণে বেশী সর্ব্বনাশা। উপযুক্ত শিক্ষা চিন্তা ক'রে মনকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে হ'লে—"নাস্তি গতিরন্যথা"।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত একটি মহতী সভায় স্বামী অভেদানন্দজি বলেছিলেন: "ছেলেরা অন্যের কাছ থেকে ধার ক'রে কতকগুলো কথা মুখস্থ ক'রে পাশ কচ্ছে—এদের বিদ্যা হচ্ছে ধোবা-ভাড়ারের মতো। ধোবার নিজের কাপড় নাই—সব পরের কাপড়।...ধার করা বিদ্যা জীবনের কোনো প্রকৃত কাজেই আসে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনিশ

কাজের ডাক আবার আসতেই, অভেদানন্দ মহারাজ স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন নিউইয়র্কে (১৯০৭ খৃঃ)। আমেরিকায় তখন বেদান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'য়ে গেছে—ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, কৃষান, মজুর সকল শ্রেণীর লোকই তখন জানে বেদান্ত কি। তাই তখন টেকসাস্ থেকে ক্যানাডার উত্তর সীমান্ত, আট্‌লান্টিক্ থেকে প্যাসিফিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সকল ভূভাগে, সকল রাজ্যে ও নগরে বেদান্ত সমিতির পুস্তিকা ও পুস্তক অধীত হচ্ছে এবং তার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে। সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আচার্য্যেরাও তখন এসে বেদান্ত সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে যান—অবহেলার ভাব আর তখন নাই। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং লস্‌এঞ্জেল্‌সে স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বামী অভেদানন্দের নির্দ্দেশ মতো পুতকার্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত প্রচার করায় সে সব অঞ্চলে যশস্বী হ'য়ে উঠেছেন। আমেরিকার নানা স্থানে ছোটো-খাটো বেদান্ত সমিতিরও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে—আমেরিকায় সেই প্রথম হিন্দু-মন্দির। এই মন্দির স্থাপনের সকল কৃতিত্ব ছিল প্রধানতঃ স্বামী ত্রিগুণাতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের। হিন্দু মন্দির স্থাপনের তাঁকে একদিন তাঁদের একজন দুর্বৃত্ত আমেরিকান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হাত বোমার আঘাতে জীবন দিতে হয়েছিল।

অভেদানন্দজি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন যে ভারতীয় তপবনের আদর্শে আমেরিকায় একটি আশ্রম স্থাপিত করতে পারলে অধ্যাপণা, অধ্যয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে তপস্যা নিরুদ্বেগেই চলতে পারে। তাঁর বিশেষ চেষ্টায় ১৯৩৭ সালের ২রা মার্চ্চ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির জন্য বৃহৎ একটি বাড়ী ও আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করা হলো। অল্পদিনের মধ্যেই অভেদানন্দ মহারাজ মেপল্ এবং পাইন্ কুঞ্জ সুশোভিত পার্বত্য বার্কসায়ানে অবস্থিত ভুখণ্ডে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন বেদান্তের ছাত্রগণ দলে দলে এসে দু'চারদিন ক'রে আশ্রমে বাস ক'রে যেতে লাগলেন। তপোনিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তি সেই আশ্রমে নিরন্তরই বিরাজ করত।

আবার লণ্ডন থেকে ডাক এলো। অভেদানন্দ মহারাজ অমনি ছুটলেন সেখানে এবং কিছুদিন বেদান্তের ক্লাস চালালেন। কাজ বেশ ভালই হচ্ছিল, কিন্তু নিউইয়র্ক ডেকে পাঠালো তাঁকে। তিনি লণ্ডনে বিলম্ব না ক'রে নিউইয়র্কে এসে নবপ্রতিষ্ঠিত বার্কশায়ার আশ্রম এবং প্রচারপত্র বেদান্ত বুলেটিনের পরিচালনের সম্পূর্ণভার গ্রহণ করলেন। আশ্রমটির সুব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে মাসে মাসেই অন্যত্র যেতে হ'তো, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিবুধবারে ব্রুক্লিন ইন্‌ষ্টিটিউটে নানা বিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হ'লো না। সামনে যতক্ষণ কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে প'ড়ে, ততক্ষণ বিশ্রাম কাকে বলে তা' তিনি জানতেন না। আমরা জানি তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি দিবারাত্রি খেটে কল্‌কাতায় বেদান্ত মঠে তাঁর নিজের ভাষণাদির পাণ্ডুলিপি গুলি সংশোধন করতেন। তখন তিনি ছিলেন উদরী-পীড়ায় কাতর। আমরা তাঁকে বিশ্রাম লওয়ার কথা বল্লে তিনি বলতেন: "সব কাজ তো সেরে যেতে হবে!" আমরা নির্ব্বাক হ'য়ে যেতাম। ১৯৩৮ সালের নববর্ষের প্রথম ৩।৪টা দিন আশ্রমের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত ক'রে অভেদানন্দজি 'নিউ রাচালির পিপল্‌স্ ফোয়ার'এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং ৫ই জানুয়ারী 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ' নামক একটি অগ্নিলিপ্ত বক্তৃতায় ভারতের চরম দুর্দ্দশার কথা নির্ভয়ে বর্ণনা করলেন। বিপুল জনমণ্ডলী নির্ব্বাক হ'য়ে সেই বক্তৃতা শুনেছিল।

২৯শে জানুয়ারী লণ্ডন থেকে আহ্বান এলো। ক্লান্তিহীন কর্ম্মনিষ্ঠ অভেদানন্দজি অমনি আটলান্টিক উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেন লণ্ডনে এবং যোগশিক্ষার্থীদের নিয়ে যোগশিক্ষা দিতে লাগলেন। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখন যে দলে দলে ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরাই শুধু ছিলেন তা নয়—কয়েকজন লর্ড এবং ব্যারণও আগ্রহ সহকারে যোগাভ্যাস করতে লাগলেন। ইংলণ্ডে কাজ করতে করতেই তাঁকে যেতে হলো ফ্রান্সে। 'বেদান্ত কি' এই বিষয়ে ভাষণ দিতে হলো সেখানে। ভাষণের ফরাসী অনুবাদ ফ্রান্স দেশে ছড়িয়ে গেলো।

লণ্ডনের নবস্থাপিত বেদান্ত সমিতিতে অভেদানন্দজিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাষণ দিতে হলো তাতে গ্রীক এবং রোমান দার্শনিকদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে হ'য়েছিল। তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, গ্রীস ও রোমের আবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব্বেই সেই সব দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে খৃষ্টধর্ম্মও ভারতবর্ষের ধর্ম্মের কাছে ঋণী। খৃষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগেই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল উন্নতির সুউচ্চশিখরে, সুতরাং ভারতবর্ষ ধর্ম্মহীন হিদেনের রাজ্য নয়। ডারউইনের মতবাদ, সুবিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ—এ'সব কিছুই নূতন তত্ত্ব নয়, সবই ভারতবর্ষের বস্তু—কোনোরকমে হাত ঘু'রে বিলেতে এসেছে! এই বক্তৃতার কালে তিনি বলেছিলেন একবার আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার সময় কেউ একজন প্রশ্ন করেছিলেন: ভারতবর্ষে কি এমার্সনের মতো একজ'ন দার্শনিকের জন্ম দিতে পেরেছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'আমেরিকাতে এমার্সন্ মাত্র একজন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রত্যেক পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর এক একজন এমার্সনকে দেখতে পাবেন!'

অভেদানন্দজির এইরূপ একটি তেজোপূর্ণ উত্তরের কথা তাঁর শিষ্যা ভগ্নী শিবানী (মিস্ মেরি লা পেজ্) তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এক সময়ে আমেরিকার সুবিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি স্বামী অভেদানন্দজিকে ইংরাজী অধ্যাপনার প্রধান আচার্য্য রূপে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে এটা ভাববার বিষয় যে দর্শন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লেও একজন বিদেশীকে এবং বিশেষ ক'রে ইংরাজের দেশ আমেরিকার একটি প্রধান ইউনির্ভার্সিটি ইংরাজী সাহিত্যেরই আচার্য্যের পদে বরণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন! সে পদের গৌরব ছিল খুবই বেশী এবং পারিশ্রমিকও কম ছিল না।

স্বামী অভেদানন্দ প্রস্তাবটি পাওয়া মাত্র প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভগ্নী শিবানীকে বলেছিলেন: 'আমি সন্ন্যাসী। যে পদ গ্রহণ করলে অর্থ নিতে হয়, তেমন পদ গ্রহণ করা সন্ন্যাসীধর্ম্মের বিরুদ্ধ। আমি সত্যের প্রচারক। সেই সত্যকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় না। ঋষিরা সত্যকে দানই করেন, ক্রয় করেন না!'

ভগ্নী শিবানী একথাও বলেছেন যে, আমেরিকার সুবিখ্যাত 'ব্রুকলিন্ ইন্‌স্টিউট্ অব আর্টস্ এ্যাণ্ড সায়েন্স' অভেদানন্দজিকে দর্শনের একটা উপাধি (Degree) দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে উপাধিও তিনি গ্রহণ করেননি। এরূপ সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপাধির পশ্চাতে থাকে যশ ও মানের খ্যাতি। সেই খ্যাতি স্বভাবশতঃই অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। অহঙ্কারশূন্য হ'তে না পারলে মন ভগবদ্‌মুখী হয় না। বোধহয় এই কারণেই অভেদানন্দজি উপাধিটি গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। অভেদানন্দ মহারাজের মধ্যে যে তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসিটি বাস করতেন তিনি ছিলেন এই রকমের জ্বলন্ত পাবক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/418

কুড়ি

বার্ক সায়ারের আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দজি দশ বৎসর সে আশ্রমে বাস করেছিলেন। সে যেন ছিল পুরাকালের ঋষিদের তপোবন। সাত হাজার লোক শিক্ষা করার জন্য সেখানে তাঁর কাছে আসতেন। 'আশ্রমে বাসের জন্য বেশী ঘর ছিল না, কাজেই বহুলোক তাঁবু খাটিয়ে সেখানে থাকতেন। তাঁদের একমাত্র আনন্দই ছিল অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য সঙ্গ লাভ এবং তাঁকে দেখে তাঁরই আদেশে নিজেদের জীবন গঠন করা। সকলেই এক পরিবারভুক্তের মতো সেই আশ্রমে থাকতেন এবং আশ্রমের জন্য যখন যে কাজ করার প্রয়োজন হতো তখনই তাঁরা তাই করতেন! স্বামী অভেদানন্দের শিক্ষায় কাজের মধ্যে তাঁরা ছোট-বড় ভেদ দেখতেন না, কারণ শিখেছিলেন তাঁরা যে কর্ম্মই উপাসনা। শুধু যে অভেদানন্দজির মুখের কথায় তাঁরা এই মহৎ শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা নয়—তাঁকে এইভাবে কাজ করতে দেখে তাঁরা কর্ম্মের সেই আদর্শটিকে আপন আপন জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। "আপনি আচারি ধর্ম্ম, অপরে শিখায়"—এই ছিল তাঁর কর্ম্মনীতি। নিজে শুধু বড় বড় বক্তৃতা দেবো, আর বক্তৃতা শু'নে কাজ করবে অন্য লোকে, এভাব ছিল না তাঁর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে তিনি সব কাজই করতেন। তাঁকে কাজ করতে দেখে আশ্রমবাসীরাও কাজে লেগে যেতো।'

অভেদানন্দজি নিজেই লিখে গেছেন: "আমি লা পেজের ও হুইটনীর সঙ্গে আলাস্কা, মটর, ফুলকপি ও বাঁধাকপির বীজ বপন করলাম। লাপেজের সঙ্গে একটা জমী-চাষের জন্য কলের লাঙ্গল চালাতে লাগলাম"। তিনি বলতেন:—"আমি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব জানি"। জুতা সেলাই করার যন্ত্রপাতি সত্য সত্যই তাঁর ছিল এবং প্রয়োজন মতো নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

আশ্রমের সীমানা রক্ষার জন্য কাঁটাতারের বেড়া লাগানো, গাছ কাটা, জমী নিড়ানো সবই তিনি আশ্রমবাসীদের সঙ্গে এক সঙ্গে করতেন। কখনো বা নানাবিধ ফল সংগ্রহ ক'রে সেগুলো রক্ষা এবং কৌটাবন্দী করার ব্যবস্থা করতেন। আশ্রমে গাভী ছিল, ঘোড়া ছিল, কুকুর ছিল, এবং মুরগী ছিল। এদেরও পরিচর্য্যা করতেন স্বামী অভেদানন্দজি। যখন প্রয়োজন হ'তো তখন আবার রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে গৃহ-নির্ম্মানেও সাহায্য করেছেন তিনি। এত কাজ করতেন বলেও ছাত্রদের যোগ-শিক্ষা দেওয়া বন্ধ থাকতনা—প্রাত্যহিক উপাসনা এবং উপদেশ দানের ক্লাসও খোলাই থাকত। কাজের হিসাবে বেদান্তের বক্তৃতা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতা সেলাই তাঁর কাছে ছিল এক পর্য্যায়ভুক্ত! সকল অভিমান তিনি মন থেকে দূর ক'রে ফেলেছিলেন। আমরা দেখেছি, তিনি বিশ্বাস করতেন সকলকেই। ভালোবাসতেনও সকলেই। গুণ ভিন্ন কারো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষ তিনি দেখতেই জান্‌তেন না। কেউ তাঁকে অবহেলা করছে—এ-কথা জানলে তিনি শুধু বল্‌তেন: 'ছেড়ে দাও ওদের কথা!' এই বলেই হো হো ক'রে হাসতে আরম্ভ করতেন। নালিশ করতে গিয়ে শেষটায় অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়তাম আমরাই। তিনি এমন ভাবেই মিশতেন। মনে হতো তিনি এবং আমরা যেন এক পর্য্যায়ের ব্যক্তি!

অভেদানন্দজি যখন কল্‌কাতায় বেদান্ত মঠে থাকতেন তখন একদিন তাঁর একজন ভক্ত শিষ্যকে বলেছিলেন: "ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাজার করা, আফিস যাওয়া—সব কাজেই ঈশ্বরের সেবা কচ্ছি এই মনে ক'রে কর্ম্ম করে চলে যাও। এতে তোমার কর্ম্মবন্ধন কেটে যাবে, তুমি মুক্ত হ'য়ে যাবে। এই হচ্ছে কর্ম্মের সাফল্য লাভের রহস্য। এই ছাখ, আমি শেলাইও করতে পারি, মোটরকারও চালাতে পারি—আবার গো-সেবাও করতে পারি। আমেরিকায় আশ্রমে (বার্কসায়ার) থাক্‌তে, সেখানে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করেছি। আমার এই সব কাজ দেখে ওরা অবাক্ হ'য়ে যেত। আমি ওদের দেশে যেয়ে, ওদের কাছে ওদের আচার-ব্যবহার শিখে—ওদেরই উপর টেক্কা দিতাম। তা নৈলে ওরা মান্‌বে কেন? এমন কি ওরা আমার পায়ে জুতা পরিয়ে দিয়েছে। খালি lecture (বক্তৃতা) দিতে পারলে হবে না—ওরা চায় practical life (কর্ম্মময় জীবন)। তা' যদি দেখাতে পারো, তাহ'লে ওরা মানবে। ওরা সময়ের মূল্য বোঝে। এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করবে না। আর আমাদের—কাজের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনলেই জ্বর হয়। মহাকুঁড়েমি ক'রে সময় নষ্ট করি—এ হচ্ছে মহা তামসিকের লক্ষণ।"

নীতিকথার বই খুলে নিয়ে, কাটখোট্টা শিক্ষকের মতো তাঁকে দেখা যায়নি উপদেশ দান করতে।

নিজে সমস্ত দিন উপবাসী থেকে তিনি প্রতি বৎসরেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব করতেন আমেরিকান্ ভক্তদের কাছে। বিল্বপত্রের অভাবে সেখানে হোম হ'তো পাইনগাছের পাতা দিয়ে। এইরূপ একটা উৎসবে ঠাকুরের কথা বলতে বলতে তিনি বলেছিলেন (১৯০৭)—'বুদ্ধদেব তাঁর জীবনে শিখিয়ে গেছেন সক্রিয় আত্মদান, শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে শেখালেন ঐশ্বরিক প্রেমধর্ম্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সর্ব্বসমন্বয়ের বাণী নিয়ে। তিনি এই বিরাট বিস্ময়পূর্ণ ব্যাপারটি প্রচার ক'রে গেলেন যে, পৃথিবীর ধর্ম্মমতগুলি পরস্পর বিরোধী তো নয়ই—বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সেই এক সত্যই প্রকাশ করেছে—যত মত তত পথ। সকল ধর্ম্মমতের আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকর্ম্মের পশ্চাতে যে নির্দ্দেশ আছে, সে নির্দ্দেশ হচ্ছে একই সনাতন সত্য পথের নির্দ্দেশ'।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার হৃদয় জয় করেছিলেন। এই জয়লাভ দু'চার দিনে বা দু'চার মাসে ঘটেনি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বহু স্থানে বহু বিষয়ে বিচিত্র ভাষণ দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি ভাষণই সে দেশের নরনারীর হৃদয় এরূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই আকর্ষণ করেছিল যে, তাঁরা তাঁর বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। টরেণ্টোনগরে বিভিন্ন দলের গোঁড়া খৃষ্টানদের বাস ছিল। স্বামী অভেদানন্দ গোঁড়াদের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গকেও জয় ক'রে নিয়েছিলেন। সেখানকার গোঁড়া পাদ্রীরাও তাঁকে শেষে শ্রদ্ধার সঙ্গে জয়মাল্য অর্পণ করেছিলেন।

চিকাগোতে যখন ধর্ম্মমহামণ্ডলের অধিবেশন হয় তখন আমেরিকাবাসীদের মন ছিল জড়বাদে পরিপূর্ণ। তখন নানা শ্রেণীর লোক অর্থলাভের আশায় নানা রকম অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করত। মার্কিনরা তাই নিয়েই থাকত মেতে। মধ্যযুগে পশ্চিম দেশে অধার্ম্মিকতার যে ভীষণ সয়তানি অন্ধকার বর্ত্তমান ছিল, দেখা যায়—চিকাগোতে ধর্ম্মসভায় বিরাট অধিবেশন-কালে আমেরিকাতেও ছিল অধর্ম্মের সেই শয়তানি অন্ধকার। স্বামী বিবেকানন্দ সেই দেশের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে সে দেশে ধর্ম্মের আলোক জ্বেলে দিয়েছিলেন। সে সময়ে শত শত প্রতিষ্ঠান আমেরিকায় স্থাপিত হ'য়েছিল। প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা ঘোষণা করতেন—'মুক্তি যে চাও আমাদের কাছে এসো। ২০ থেকে ১০০ শিলিং পর্য্যন্ত দিতে পারবে যে, তাকেই দীক্ষা দেওয়া হ'বে। যে দীক্ষা কিন্‌বে, তাকেই ক'রে দেওয়া হ'বে মুক্তি লাভের অধিকারী!' এতো সহজে মুক্তি লাভ! কাজেই অর্থ ছিল যাদের তারা পকেট ভ'রে শিলিং নিয়ে গিয়ে মুক্তি কিনে আন্‌তো!

এই ছিল সেই মার্কিন দেশ—যেখানে প্রথমে স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দ এবং তাঁর পর ২৫ বৎসর ধ'রে স্বামী অভেদানন্দ মুক্তিলাভের জন্য সাধনার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। প্রথমে লোকে ভিড়তে চায়নি—শুধু হুজুগ দেখতে সভায় আসতো। কিন্তু যেখানে যুক্তি, ন্যায় ও বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, সেখানে অতিশয় নির্ব্বোধও মাথা নত করতে বাধ্য হয়। মার্কিনরা যখন বুঝতে পারল পয়সা দিয়ে ধর্ম্ম বা মুক্তি কেনা যায় না—কেনা যায় শুধু প্রাণ দিয়ে, ভক্তি দিয়ে আর বিশ্বাস দিয়ে! তখন তারা স্বামী অভেদানন্দের উপদেশকে সম্বল ক'রে প্রাণের সাধনার ভক্ত হ'য়ে উঠল।

খৃষ্ট একজনই ছিলেন কি একের অধিক ছিলেন—কিম্বা আদৌ ছিলেনই না—এ সব তর্ক নিয়ে তারা তখন মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছে। তারা তখন বুঝে নিয়েছে যে খৃষ্টের অন্তর্নিহিত যে ভাব—(যাকে তারা বল্‌ত "খৃষ্ট" বা দেবত্ব) সেই ভাবটাই ধর্ম্ম, সেই ভাবটাই আসল—বাকি আর সব মিথ্যা কোলাহল মাত্র। আর ভারতের বেদান্তই সেই দেবত্বকে প্রকাশ করার অদ্বিতীয় মন্ত্র! তারা তখন মনে প্রাণে সেই মন্ত্রের সাধনা করতে লাগল। তারা বলতে লাগ্‌ল যে এই 'খৃষ্ট' বা দেবত্ব সকলের মধ্যেই আছে। সে ভাবের বিকাশ হ'লে প্রত্যেক মানবই এক এক জন খৃষ্ট হ'বে। তাদের পূর্ব্ব মত শেষে ফিরে গেল—তাদের চিন্তার ধারা গতি মুখ ফেরালো। একটা গোটা জাতি এই ভাবে খৃষ্টকে পরিহার ক'রে 'খৃষ্টত্ব' বা দেবত্ব নিয়ে তখন মেতে উঠল। যে দেব ঐন্দ্রজালিকরা এই ইন্দ্রজাল ঘটিয়েছিলেন—তাঁরা ছিলেন স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ। পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যান্য স্বামীজিরাও এই দুই বিরাট ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়া-কৌশল অবলম্বন ক'রে মার্কিনদেশে আলোক সম্পাত করে ছিলেন। এঁরা কোন খৃষ্টানকেই হিন্দু করেন নি—খৃষ্টানকে ভালো খৃষ্টান ক'রেছিলেন তাঁরা—গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ বর্জিত, উদার ও ভক্তিবান খৃষ্টান তৈরী করেছিলেন তাঁরা। স্বামী অভেদানন্দের God-consciousness বা ঈশ্বরানুভূতির সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে তারা তখন মুগ্ধ হ'য়ে গেছে এই অনুভূতি লাভ ক'রে যে, ভগবানের বিশ্বাস যেন এসে তাদের দেহে লাগছে! ঈশ্বরের সত্যিকার অনুভূতি হয় নি যাঁর তাঁর! মুখ থেকে কি অমন একটা বক্তৃতা নির্গত হ'তে পারে।

আমেরিকা থেকে ভারতে ফি'রে এসে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর জামসেদ্‌পুরের বক্তৃতায় বলেছিলেন: "আমেরিকাতে যুবক-সম্প্রদায়ের ভিতর এমন লোক কম পাওয়া যাবে যাঁরা নিজেদের হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে গৌরববোধ না করেন। তাঁরা অনেকে আমাদের শিষ্য হয়েছেন। আমরা তাঁদের রামদাস, হরিদাস, গুরুদাস, শিবদাস প্রভৃতি নাম দিয়েছি, এই সব নাম তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমাদের ধর্ম্ম প্রচার আমেরিকার ধর্ম্ম-জগতে প্রবল বিপ্লব এনেছে।"

"যখন প্রথম আমি আমেরিকায় যাই তখন সমগ্র খৃষ্টান মিশনারীসম্প্রদায় আমাদের শত্রু ছিলেন। তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করতেন। আমিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে একাকী তাঁদের মিথ্যা-প্রচারের বিরুদ্ধে লড়েছি।"

"আমি সেখানে 'হিন্দুধর্ম্মে ভারতীয় নারীর স্থান' বা 'হিন্দুনারী' নামক বক্তৃতাতে যখন বৈদিক সাহিত্য থেকে নজির তুলে সমাজে হিন্দুনারীর স্থান সত্যই কোথায় তা' প্রমাণ করি, তখন পাদ্রীসমাজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। নিউইয়র্ক সহরে বিশপ পটার নামক একজন সদাশয় পাদ্রী ছিলেন। সমস্ত যুক্ত-রাজ্যে তিনি অতি সুপরিচিত বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি আমার পক্ষ গ্রহণ ক'রে আমার মত সমর্থন করেন।.... পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের খৃষ্টধর্ম্ম ও আমেরিকার বর্ত্তমান খৃষ্ট-ধর্ম্ম এক নয়। বর্ত্তমানে বেদান্তে প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্যসত্তার উপরই খৃষ্টধর্ম্মকে দাঁড়করানোর চেষ্টা হচ্ছে।"

এক সময়ে বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং ভারতের বাহিরেও নানা দেশ-দেশান্তর —দ্বীপ-দীপান্তর শ্রীবুদ্ধের নামে, শ্রীবুদ্ধের গানে এবং শ্রীবুদ্ধের মন্ত্রে উদ্বোধিত ক'রে নবজাগরণের বিজয়শঙ্খ বাজিয়েছিলেন সে সব দেশে। অর্দ্ধ পৃথিবী তখন গেয়ে উঠেছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তেমনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রীঠাকুরের নাম, ঠাকুরের গান, ঠাকুরের মন্ত্র এমনভাবেই প্রচার ক'রে ছিলেন যে সে সব দেশের নরনারী নিজেদের বহুদিন-সঞ্চিত গোঁড়ামী ও কুসংস্কার এবং পরমধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করেছিল। তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেছিল শ্রীঠাকুরের সেই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র—'যত মত তত পথ'। তারা বুঝতে আরম্ভ করেছিল যে ভগবান্ এক—তাঁর নাম অসংখ্য।

অভেদানন্দজির তখন আর আমেরিকায় থাকার প্রয়োজন রইল না। সেখানকার কার্য্যভার গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য স্বামীজিরা। আমরা দেখেছি, নগ্নপদে তিনি সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রেছিলেন, তুষারের পথে হিমালয়ের চূড়ায় উঠে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ও গোমুখী, কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ প্রভৃতি নানা তীর্থ দর্শন ক'রেছিলেন। এই পর্য্যটন-স্পৃহা য়ুরোপেও তাঁকে ছাড়েনি—আমেরিকাতেও ছাড়েনি। য়ুরোপের নানা নগর ও দৃশ্যাবলী তিনি দেখেছিলেন এবং সেখানকার সুবৃহৎ পর্ব্বত টাইরলের হাট আল্‌পসে তিনি চড়াই ধ'রে অনায়াসে উঠেছিলেন। মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও মাউণ্ট ব্রিসেনে আরোহন করার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছিল সুইজার-ল্যাণ্ডে। নিউইয়র্ক রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগর হচ্ছে মারাট-গাণ। সেখানকার মিনারেল প্রস্রবনগুলি পৃথিবী বিখ্যাত। স্বামী অভেদানন্দজি অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবন দর্শন করেন। কাট্‌স্কিল নামক পর্ব্বতে ওঠার সময় তাঁর একটী পায়ে কিছু আঘাত লেগেছিল বটে কিন্তু তাই বলে তাঁর নানা নগর পরিভ্রমণের ও নানা হ্রদে নৌচালনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

নূতন নূতন জ্ঞান লাভ ও নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই ছিল স্বামী অভেদানন্দজির জীবনব্রত। নানা শ্রেণীর লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সংমিশ্রন, নানা গ্রন্থ অধ্যয়ণ এবং নানা স্থানে ভ্রমণ—এই সবই ছিল সেইজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের উপায়। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে সব উপায়ের কোনটাই তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তিনি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সে সবই ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই-রূপে সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলেই অভেদানন্দজি অপরাজেয় প্রচারক-রূপেও ও দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন।

একবার আমেরিকায় এক সায়ংকালে একটা বক্তৃতা দিতে দিতে কোনো এক সুবিখ্যাত লেখকের পুস্তকের উল্লেখ ক'রে অভেদানন্দজি বলেছিলেন যে, তিনি যা বলছেন সে' সব কথা সেই গ্রন্থে আছে। তাঁকে সভার মধ্যে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য একজন শ্রোতা উঠে বল্লেন: "উনি যা বলছেন, এ সব কথা সে বইতে নাই।"

সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো, চঞ্চল হ'য়ে উঠল সে কথা শুনে! অভেদানন্দজি এক মিনিট কি দেড় মিনিট মাত্র নীরব ও গম্ভীর থেকে একটু মৃদু হেসে বল্লেন—

"বন্ধু যদি সেই পুস্তকের অমুক অধ্যায়ের অমুক পৃষ্ঠা উল্টে দেখেন, তা হ'লেই দেখবেন, আমি যা' বলেছি তা' সেখানেই আছে।

সভাশুদ্ধ লোক হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলো। প্রতিবাদকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই গোলযোগের ভিতরে নিঃশব্দে পলায়ন করলেন। তিনি যে কে এবং কোথায় থাকেন, কেউ তা জান্‌বার সুযোগ পেলো না! অভেদানন্দ মহারাজের স্মৃতিশক্তি ছিল এতই প্রখর যে একটিবার যা পড়তেন বা যা শুন্‌তেন—সারা জীবনে তার একটি বর্ণও বিস্মৃত হননি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একুশ

যাঁরা যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন কতকগুলি অলৌকিক শক্তি আপনা হ'তেই তাঁদের হয়। সেই সব শক্তির মোহে অনেকের সেখানেই পতন ঘটে। শ্রীঠাকুর তাঁর সন্তানদের এ'বিষয়ে অনেক সাবধান বাণী দিয়েছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দজির আমেরিকান্ শিষ্যা ভগ্নী শিবানী (মিসেস্ মেরী লা-পেজ) গুরুদেবের যে জীবন-কাহিনী লিখেছেন তাতে এই অলৌকিক যোগশক্তির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বার্কসায়ারের আশ্রমে গুরুদেবের সঙ্গে একত্রে বাস করার সময় তাঁর যোগশক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। অভেদানন্দজির যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে একথা তিনি স্বীকারও করতেন না, আবার অস্বীকারও করতেন না। অস্বীকার করলে সেটা হ'তো মিথ্যা ভাষণ! আর স্বীকার করলে সেটা হ'তো প্রচার সুতরাং গুরু-আজ্ঞার বিরোধী কাজ!

এই সময়ে একটি ভদ্র মহিলা পাগল হ'য়ে যান। তাঁর ভগ্নী কলেজে অধ্যয়ণ করতেন এবং মধ্যে মধ্যে বেদান্ত সমিতিতে যাতায়াত করতেন ব'লে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর ভগ্নীটির অবস্থা ক্রমেই এমন শোচনীয় হ'য়ে উঠলো যে উগ্র প্রকৃতির উন্মাদদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য যে হাসপাতাল ছিল, তাঁকে সেখানে পাঠানো হলো। কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল হ'লো না। ডাক্তার বল্লেন যে তার আরোগ্য হবার কোনো সম্ভাবনা নাই!

ছাত্রীটি তখন একান্ত ব্যাকুলা হ'য়ে আশ্রমে এসে অভেদানন্দজি তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। বল্লেন: "আমি যোগী নই, কারো রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা আমার নাই" ইত্যাদি।

সে মেয়েটি কিছুতেই অভেদানন্দকিকে ছাড়লেন না। তখন তিনি বল্লেন: "আচ্ছা তিন দিন পরে এসো। তখন আমি তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবো"।

মেয়েটি নির্দ্দিষ্ট দিনে এলে পর স্বামী অভেদানন্দ তার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে রোগিণীর কাছে নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন, কখনো বা তার দেহে মৃদু করস্পর্শ করতে লাগলেন এবং কখনো বা তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খুব মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলতে লাগলেন। শেষে দেখা গেল অভেদানন্দজি ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। তারপর অতি অল্প দিনের মধ্যেই উন্মাদিনী রোগমুক্ত হ'য়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল এবং সুস্থ ও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সবল দেহে বাড়ী চলে গিয়েছিল।

ভগ্নী এইভাবেই রোগমুক্ত হলো দেখে: ছাত্রীটি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভেদানন্দজিকে কিছু অর্থ ও মণি-মুক্তা দিতে গেল, তিনি তখন তীব্রকণ্ঠে ব'লে উঠলেন: "সত্যকে কখনো কিন্‌তে পারা যায় না। আমি ত তোমার বোনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু করিনি। প্রভুই শুধু রোগ আরোগ্য করতে পারেন, আমি পারি না"। অভেদানন্দজি তার আনীত কোনো দ্রব্যই স্পর্শ করলেন না।

ভগ্নী শিবানী লিখেছেন: দু'টি যুবতী যমজ ভগ্নী আমেরিকার তখনকার কোনো প্রতিষ্ঠানের মোহে প'ড়ে কি সব সাধনা করতো। ফলে এই যে একটি বোনের ভীষণ স্নায়বিক মাথাব্যথা আরম্ভ হলো। মনে হলো যে পাগল হ'য়ে উঠেছে। সেই সব প্রক্রিয়ার ফল থেকে তারা অব্যাহতি পাচ্ছিল না তখন কাতর হ'য়ে এসে উপস্থিত হলো স্বামী অভেদানন্দজির কাছে। তারা তখন সর্ব্বক্ষণ মোহ-শান্তির মধ্যেই থাকত। অভেদানন্দজির কৃপায় যে তারা ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল একথা সে সময়ে আশ্রমের অনেকেই জানত।

শিবানী নিজে গণ্ডমালা-রোগে অনেক আগে থেকেই আক্রান্ত হয়েছিলেন; রোগ তখন কেবল প্রকাশ হচ্ছিল। অভেদানন্দ মহারাজের ক্লাসে কয়েক দিন নিয়মিত যাতায়াত করতে করতেই গণ্ডমালার সকল কষ্ট দূর হ'য়ে গেল। শিবানী বলেছেন যে তিনি কখনো গুরুর কাছে এই রোগের কথা বা রোগমুক্তির কথা বলেন নি, শুধু তাঁর কাছে নীরবে বসে থাকতেন, এতেই রোগ সেরে গেল।

ভগ্নী শিবানী বলছেন: আমার একটি স্ত্রী বন্ধু (আমি তাঁকে খুব ঘনিষ্টভাবে জানতাম) কিছুদিন আমার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। একদিন তাঁর মনে কি যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা ভীষণ ধাক্কা লাগল। তিনি মধ্যাহ্নে আমারই ঘরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের ভৃত্য দেখতে পেয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে আত্মহত্যা করতে দেয়নি। তিনি আমার সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজিকে দেখতে গেলেন। তিনি তখন প্রাত্যহিক উপদেশাদি দান করেছিলেন। অকস্মাৎ আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে বল্লেন: আত্মহত্যা মহাপাপকার্য্য। যারা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে, তাদের কোনো রকম আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না! মেয়েটি অভেদানন্দজির আশীর্ব্বাদ নিয়ে সেদিনের মতো চলে গেল। পরে শোনা গেল, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে শান্তিপূর্ণ প্রফুল্ল অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে দেহত্যাহ করেছিল।

শিবানী লিখেছেন যে এই রকম মনোদর্শনের ব্যাপার আশ্রমে এত বেশী ঘটেছিল যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মধ্যে এই শক্তির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে কোনো রকম সন্দেহ হবার কারণ ঘটেনি। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব একটা তাগিদ তোমার মনে আসতো, অথবা তোমাকেই কোনো একটা বিশেষ উপদেশ বা নির্দ্দেশ দেবার তাঁর প্রয়োজন হতো, তুমি ভাবতেই পারনি—এমন একটা কোনো প্রকাশ্য স্থানে হঠাৎ হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়ে যেতো। তুমি তাঁকে জানাবে না ব'লে কোনো একটা কথা নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, দেখা যেতো যে, তোমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই সেই কথাটা প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে দিয়েছেন। ভগ্নী শিবানী এইরূপ আরও কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ ক'রে গেছেন।

১৯২৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী স্বামী অভেদানন্দজি কল্‌কাতার মেছুয়াবাজারে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে আগমন করেন। বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল বটে, কিন্তু বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব ফেলে তিনি ভাড়াটে বাড়ীতে এলেন না, বেলুড় মঠেই থাকতে লাগলেন।

সেদিন ছিল ২৪শে ফেব্রুয়ারী—শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের আগের দিন। বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়ে গেল—মুষলধারে বৃষ্টি! লোকে মনে ক'রে থাকবে রাতের মধ্যেই বৃষ্টি ধ'রে যাবে। তা হলো না। উৎসবের দিন প্রভাত থেকেই আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে এবং অতিশয় ভীষণ বেগে বৃষ্টি হ'তে লাগল। সে বৃষ্টি ছাড়ার বা কমার কোনো লক্ষণ না দেখে মঠের সকলেই আশঙ্কা করলেন, এবার উৎসব পণ্ডই হ'য়ে গেল। এমন ভয়ানক বৃষ্টি মাথায় ক'রে কোনো দর্শনার্থী কি আর মঠে আসতে পারেন।

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) মঠে ছিলেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে অভেদানন্দজিকে আহ্বান ক'রে বল্‌লেন: "কালীভাই, তুমি ঠাকুরকে ব'লে মেঘ দূর করিয়ে দাও।" মহাপুরুষজির কথায় তিনি শ্রীঠাকুরের নিকট মেঘ সরিয়ে দিবার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা সফল হ'য়েছিল। অভেদানন্দ তাঁর ডায়েরীতে সেদিন এ'সম্বন্ধে লিখে গেছেন: "Grand Mahotsav of Sri Ram-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

krishna. It rained in the morning until 9 A.M, then it cleared off like a miracle as the fulfilment of my prayrs. (25-2-1923)",—অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট জন্ম-মহোৎসব। সকাল ৯টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায়, দৈববলে সব পরিস্কার হ'য়ে গেলো। অভেদানন্দজির প্রার্থনা যে শ্রীঠাকুর পূর্ণ ক'রে থাকেন, আগে সে বিষয়টা বিশেষ ক'রে জানা না থাকলে, সে'দিন হঠাৎ অমন একটা অনুরোধ করা মহাপুরুষদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এই রূপ আরও দুটি ঘটনার কথা বলি। স্বামী অভেদানন্দ চিরদিনের মতো আমেরিকা ত্যাগ ক'রে স্বদেশে ফিরে এলেন এবং দার্জ্জিলিং-এ একটি আশ্রম স্থাপিত ক'রে সমুদয় গ্রীষ্ম-কাল সেখানে থাকতেন।

স্বামী অভেদানন্দজি কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানেই বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বাস করতেন। বেলুড় মঠ এবং বেদান্ত সাধুদের মধ্যে একটা প্রীতিবন্ধন স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৯২৬ সালে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এই উপলক্ষে ৫ই মার্চ্চ তারিখে বেদান্ত সমিতিতে একটি প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। বেলুড় মঠের সভাপতি শিবানন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে সমিতি-ভবনে এসেছিলেন।

সেদিন সকাল থেকেই এমন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ মহারাজ ট্যাক্সি যোগে বেলুড় থেকে বেদান্ত সমিতিতে আসতে পারলেন না, ষ্টীমারে বাগবাজার পর্য্যন্ত এসে তিনি পরে মোটরে সমিতি-ভবনে এসেছিলেন। যাহোক্ সেদিনের ভীষণ বারিপাত সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দজি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: "The rain stopped miraculously after 10 A.M. till evening." বৃষ্টি যে "miraculously' বা দৈবশক্তি বলে বন্ধ হয়েছিল, এ' থেকে এই বুঝি যে অভেদানন্দজির প্রার্থনায় শ্রীঠাকুর বৃষ্টি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তা নৈলে বৃষ্টি বন্ধ হবার কথার সঙ্গে miraculously শব্দ যোগ করার কোনো কারণ দেখা যায় না।

১৯২৬ সালে বাঙ্গলার গভর্ণর ছিলেন লর্ড লিটন। মনে মনে ছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত এবং সকল সময়ের জন্য ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি সহ একটি ছোটো লকেট তাঁর গলায় হারের সঙ্গে থাকত। ১৯২৬ সালের ১৯শে এপ্রিল গভর্ণরসাহেব সস্ত্রীক সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদান্ত আশ্রমে আসবেন, তাঁকে সমিতির পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হ'বে এবং পুষ্পমাল্যাদি অর্পন ক'রে সম্বর্দ্ধনা করা হবে ব'লে বেদান্ত আশ্রম সজ্জিত করা হচ্ছিল। এদিকে তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি সুরু হলো। দুর্য্যোগে সকল সজ্জা নষ্ট হ'য়ে যাবার আশঙ্কায় সমিতির সাধুরা একান্তই ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে পড়েছেন দেখে স্বামী অভেদানন্দজি তাঁদের ভরসা দিয়ে বলেছিলেন: "তোমরা আয়োজন করতে ক্ষান্ত হয়ো না, কাল যখন লাট-সাহেব আসবেন, এ দুর্য্যোগ তখন আর থাকবে না—পরে আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে"। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সমিতির পত্রিকা 'বিশ্ববাণীতে'-এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'ফলে ঠিক সেই রকমই হয়েছিল'।

১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর! মেঘলিপ্ত অবিশ্রান্ত জলধারায় সিক্ত সেদিনকার কথা ভাল ক'রে মনে করতে পারা যায় না এখনো! হিমালয়ের বরফে ঢাকা সর্ব্বোচ্চ চূড়া কৈলাস সে দিন প্রাতে ভেঙ্গে খসে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে—স্বামী অভেদানন্দজির শয়নকক্ষে! সে দিন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন আটটা ষোল মিনিটে, আর শত শত ভক্ত এক আঘাতে পথের কাঙ্গাল হ'য়ে গেল সেই আটটা ষোলো মিনিট!

দেহরক্ষার অনেক দিন আগে থেকেই তিনি মাঝে মাঝে বলতেন : 'শ্রীঠাকুরের পায়ের নীচে আমাকে একটু জায়গা দিস্'।

সেই জায়গাটুকুর যে দিন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হ'লো সে-দিন দেখা গেলো—প্রবল একটা বাধা উঠেছে, এই ব'লে যে কাশীপুর মহা-শ্মশানে শ্রীঠাকুরের স্মৃতিচিহ্নের নিকটে যে সাড়ে-চারি হাত স্থান আছে সেখানে শব-সৎকার হ'লে, সেই অঙ্গনের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নটি চিতার আগুনের আঁচে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং সেখানে স্বামী অভেদানন্দজির দেহের সৎকার হ'তে পারে না! দ্বিতীয় বাধাটি ছিল প্রবলতর। কল্‌কাতা করপোরেশনের আদেশ ছিল যে সেখানে ভবিষ্যতে কখনো কোনো শব-সৎকার হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবারে—যেদিন শ্রীঠাকুরের দেবদেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই মহাশ্মশানে সৎকৃত হয়েছিল—সেদিন থেকে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অর্দ্ধ-শতাব্দির উপর শ্রীঠাকুরের পায়ের নীচে কোনো মৃতদেহেরই সৎকার করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের পার্থিব দেহের সৎকার একটা "special case" বা বিশেষ ব্যাপার ছিল ব'লে ডেথ-রেজিষ্ট্রারের উপর আদেশ হয়েছিল ঃ —এটা একটা বিশেষ ব্যাপার ব'লে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মরণ-চিহ্নের পাশেই স্বামী অভেদানন্দের দেহ সৎকারের অনুমতি দেওয়া হ'লো। তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মই হ'য়ে যান। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা তখন ব্রহ্মেরই ইচ্ছায় পরিণত হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছাকে বাধা দিবার শক্তি কি কারো আছে? সকল বাধা তাই শরতের মেঘের মতো উড়ে গিয়েছিল সেদিন এবং স্বামী অভেদানন্দজির ইচ্ছা সফলতায় পরিণতি লাভ ক'রেছিল।

অভেদানন্দজির ইচ্ছাই যে শুধু শ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছিল তা নয়, তিনিই'ত সেদিন হয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীঠাকুর। তাঁতে আর শ্রীঠাকুরেতে তখন কোনো ভেদ ছিলনা। ভক্ত এবং ভগবান্ যে মিলে মিশে এক হ'য়ে যান—এই মহান্ তত্ত্বটি শাস্ত্র পাঠে সব আমরা জান্তে পারি এবং কখনো বা মনে করি ওটা শাস্ত্রকারের অতিশয়োক্তি হ'লেও হ'তে পারে! শাস্ত্রের সেই বাণীকে সত্য ব'লে প্রমাণিত ক'রে গেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে—

"তুমি আমি এক হয়েছি—
তুমি আমি ভিন্ন নহি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তো যার তার রচনা নয়। সাধনার চরম সীমায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যিনি নিজেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন—কবিতাটি তাঁরই রচনা। সুতরাং ওর প্রত্যেকটি পদ, প্রত্যেকটি শব্দ পরমসত্যের প্রতিচ্ছবি। লোকে পড়ুক লোকে জানুক—লোকে প্রচার করুক—লোকমান্য বেড়ে উঠুক এই সব উদ্দেশ্যে ওই কবিতাটির রচনা হয়নি। ওটা মনুষ্য কর্ণের জন্য লিখিত নয় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সুনিবিড় সম্বন্ধটি মাত্র ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। আত্মার কাছে আত্মার এই গোপন নিবেদন ধর্ম্মশাস্ত্রের চরম তত্ত্বটিকে সপ্রমাণ ক'রেছে—একেবারে নিঃশংসয় ক'রে দিয়েছে। পৃথিবীর সাধক মণ্ডলী চিরদিনের জন্য ওতে পেয়েছে পরম-আশার প্রমাণীকৃত চরম বাণী,—সম্বোধি-প্রাপ্ত আবার বলেছেন—

"তুমি আমি এক হয়েছি—
তুমি আমি ভিন্ন নহি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইশ

শ্রীঠাকুরের নাম যখন কি য়ুরোপে, কি আমেরিকায় বেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, যখন তাঁর অনন্ত ভাবরাশি প্রচারিত হ'য়ে আমেরিকার চিন্তাধারাকে অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত করছে, যখন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যুবক সন্ন্যাসীরা আমেরিকার নানা স্থানে কৃতীত্বের সঙ্গে প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছেন, যখন ও-দেশের অনেক জ্ঞানী, মানী ও প্রতিভাশালী মনস্বীরা স্বামী অভেদানন্দজির গুণমুগ্ধ বন্ধু হয়েছেন এবং অনেকে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ ক'রে শান্তিময় জীবন যাপন করছেন, যখন সে দেশের প্রসিদ্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় স্বামী অভেদানন্দের অপূর্ব্ব জ্ঞান বৈভব ও মনোমুগ্ধকর রচনা ও বাগ্মীতার অকুণ্ঠ প্রশংসা প্রকাশিত হচ্ছে—ভারতের কুৎসাকারী ঈর্ষান্বিত পাদ্রী-সমাজের কণ্ঠ তাঁর নির্ভিক তীক্ষ্ণ এবং সময়োপযোগী প্রতিবাদের কারণে যখন রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, যখন সে দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই সময়ে সময়ে পাদ্রীদের ওপর তীব্র কটাক্ষ ক'রে তাঁদের দুর্ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, যখন বালক—বালিকাদের পাঠ্যপুস্তকে এমন চিত্রাদি আর প্রকাশিত হয়না যে, 'হিদেন' ভারতের নারীরা আপন আপন পুত্র-কন্যা কুমীরের মুখে ফেলে দিয়ে কুমীর ভোজন করাচ্ছেন এবং সেইভাবে কুমীর ভোজন করিয়ে পুণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জন করছেন—তখন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে কখনো বা সান্‌ফ্রান্সিসকোতে, কখনো বা লস্ এঞ্জেল্‌সে কাজের উপলক্ষে তাঁকে এক বৎসর ধ'রে যাতায়াত করতে হচ্ছিল।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির প্রাসাদতুল্য ভবন এবং তাঁরই বহু চেষ্টায় স্থাপিত ও বহুযত্নে পরিপুষ্ট বার্কসায়ার আশ্রম। একবার লণ্ডনের কাজে তাঁকে কিছু বেশী দিন থাকতে হয়। ফিরে এসেই দেখলেন, তিনি না থাকায় বেদান্ত সমিতির সভ্য-সংখ্যা ক'মে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কমেছে অর্থাগম। যাহোক তাঁর মন তখন ভারতে ফিরে আসবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। এই সময়ে বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মাঝে মাঝেই নির্ব্বন্ধাতিসহকারে চিঠি লিখছিলেন ঃ —'কালীভাই চ'লে এসো—বেলুড়ের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে এখন তোমার এখানেই থাকা দরকার। বেলুড়ের অকালে নানা রকম দুর্য্যোগ দেখা দিয়েছে। তুমি এসে দুর্য্যোগ দূর ক'রে দাও'।

মাঝে মাঝে এই রকমের তাগিদপূর্ণ চিঠি পেয়ে স্বামী অভেদানন্দ কি আর বেলুড় ছেড়ে দূরে থাকতে পারেন? বরাবরই তাঁর প্রাণ ছিল বেলুড়ের পায়ে বাঁধা। কেবল সঙ্ঘ-নেতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে তাঁকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছে। সেবা নেবার জন্য বেলুড় যখন তাঁকে ডাক্‌ছে বারবার, তখন তাঁর মনপ্রাণ ছুটে গেল সেখানে। কিন্তু সমিতি-ভবন এবং বার্কশায়ার আশ্রম তাঁর যাবার পথে বিঘ্ন হ'য়ে উঠল! নিজের পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি সমিতির নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে আশ্রমটি কিনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ মূল্য দেওয়ার শক্তি তখন সমিতির ছিল না। সমিতি-ভবনও ক্রয় করা হয় ঋণ ক'রে। সমিতিকে ঋণ মুক্ত করার জন্য তিনি সে অর্থও দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অমত হলো। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁরা ভবনের প্রায় সবগুলো ঘরই ভাড়া দিয়ে ফেল্লেন।

অবিলম্বে ভারতে যাবার ইচ্ছায় তিনি আশ্রমের আসবাব-পত্র সবই বিক্রয় ক'রে ফেললেন। রইল কেবল আশ্রমটি। আশ্রমটি তখনই বন্ধ করা যায় কিনা সে বিষয় স্বামী অভেদানন্দজি ভগ্নী ভবানীর (মিস্ মেসন্) সঙ্গে অনেক দিন ধ'রে আলোচনা করতেন। কি আলোচনা হতো ভগ্নী শিবানী তা জানতেন। তিনি লিখেছেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দজির আবেগ-পূর্ণ পত্রাদিতে যে গভীর মনোবেদনা প্রকাশিত হতো তাই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। সব দিক থেকে সেই কথাটা বিচার ক'রে অভেদানন্দজি তাঁর পরমপ্রিয় আশ্রমটি বন্ধ করার সঙ্কল্প করলেন। শ্রীঠাকুর সে পথটাও মুক্ত ক'রে দিলেন একদিন। মিষ্টার গোল্ড নামক একটি ভদ্রলোক যেদিন বার্কশায়ার আশ্রম ক্রয়ে ক'রে স্বামী অভেদানন্দজিকে পাঁচ শ' ডলার বায়না দিয়াছিলেন, সেদিন অভেদানন্দজীর ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল—আমার মনের ভার আজ একেবারে কাটল মনে হচ্ছে, মুক্তির মধ্যে যেন 'আমার নবজন্ম হলো'।

বার্কশায়ার আশ্রমের ভবিষ্যৎ চিন্তায় স্বামী অভেদানন্দের মন যে কি পরিমাণ ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন ছিল, এই লেখাটুকু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকেই তা' বুঝতে পারা যায়। আশ্রম যেন কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে বন্দী ক'রে রেখেছিল তাঁকে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট থেকে পুনঃপুনঃ বেদনাকাতর আহ্বান আসা সত্ত্বেও তাঁকে ভারতে যেতে দিচ্ছিল না।

১৯১০ সাল থেকে যে আশ্রমে তিনি পুরাকালের ঋষির মতো বাস করছিলেন ; দীক্ষা এবং ঋষিদেরই মতে বৃক্ষতলে ব'সে উপদেশাদি দিয়ে কত ভক্তজনের তৃষিত হৃদয় শান্ত করেছিলেন সেখানে তো কর্ম্মযোগ যে কি তা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়ে দিয়ে কত জনকে তিনি ফলত্যাগী কর্ম্মীরূপে গঠন করেছিলেন, বার্কশায়ার আশ্রমে। সেই আশ্রম যেদিন ভেঙ্গে গেল, সেদিন শুধু আশ্রমবাসীরাই নয় নিকটবর্ত্তী শহর ও গ্রামের বহু নরনারী হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করেছিলেন তাঁরা এই মনে করিলেন যে প্রভু, শিক্ষক, গুরু অভেদানন্দ সকলের শান্তির নীড়টুকু ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন! কেউ কেউ এমন প্রস্তাবও করেছিলেন : 'আমরাই আশ্রমের সকল ব্যয় পরমানন্দে বহন করবো, স্বামীজি এখানেই থাকুন। অভেদানন্দজি ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি সন্ন্যাসীর মতই সকলকে বলেছিলেন—'তা কেন! সন্ন্যাসীর ঘর যে সারা পৃথিবীতেই ছড়ানো আছে। এক ঘর ছেড়ে আমি আর এক ঘরে যাচ্ছি'।

আশ্রমের অনাড়ম্বর সরলতা—সে ছিল নিউ ইংলণ্ডের একটা বুনো খামারক্ষেত্র মাত্র এবং পর্ব্বতে গেলে একান্ত অসমান পশুচারণ-ভূমি। আশ্রমের বাড়ীতে জ্বলতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেলের প্রদীপ এবং শীত নিবারণ হতো জ্বালানি কাঠ পুড়িয়ে। আশ্রমের এই নির্ম্মল সরলতাই সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বহু নগরবাসী ব্যক্তিদের সেখানে টেনে আন্‌ত। এই সরলতার কারণেই তারা ভালও বাসত আশ্রমটিকে।

সেই আশ্রম বন্ধ হ'য়ে গেলে পর আশ্রমবাসিগণ সহ স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে চলে এলেন এবং ত্বরায় সান্‌ফ্রান্সিসকো যাত্রা করলেন। আগে বলেছি, এখানে তাঁকে প্রায় এক বৎসর থাকতে হয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে কিছুতেই ছেড়ে দিলেন না। তাঁর ধারাবাহিক বক্তৃতা শোনার জন্য 'এসেমব্লি হল্' ভাড়া করা হলো, কখনো কখনো 'ফেলান বিল্ডিং'-এ বক্তৃতা দেওয়া হ'তে লাগল—প্রতি বৃহস্পতিবারে রাজযোগের ক্লাশ চলতে লাগল—ধ্যান ও গীতার ক্লাসও বাদ গেল না।

এই ভাবে সান্‌ফ্রান্সিসকো এবং লস্-এঞ্জেল্‌স অঞ্চলে ধর্ম্মদান চলেছিল তখন স্বামী অভেদানন্দজির গুণমুগ্ধ ভক্তের দানও প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এত যে পরিশ্রম তা'ও তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না, কোনো বিরাম—বিশ্রাম ছিল না। তিনি যে সত্যই একজন কর্ম্মবীর এ' পরিচয় পেতে আর লোকের বিলম্ব হলো না। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে জামসেদপুরের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "স্বামীজির কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমি জীবনেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ সেখানে (আমেরিকায়) ব্যয় করেছি'। সঙ্ঘনেতার আদেশ নির্বিচারে কেমন ক'রে পালন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, নিজে পালন ক'রে তিনি তা' জগৎকে দেখিয়ে গেছেন এবং নানা স্থানে নানা সভায় তাঁর স্বদেশের তরুণদের বলে গেছেন : "তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, নেতাকে মান্য করতে শেখো এবং নেতার আজ্ঞাবহ হও। আদেশ মান্য করতে শিখলে তবে আদেশ দিবার শক্তি জন্মে"।

বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রে, সমাজে—এমন কি ঘরে ঘরে উশৃঙ্খলতা-বিপ্লব যে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং দুর্দ্দশাকে আন্‌ছে ডেকে—নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবই তার প্রধান কারণ।

মানবকল্যাণ সাধনই ছিল অভেদানন্দজির জীবনব্রত। এই মহাব্রতের মন্ত্র পেয়েছিলেন তিনি শ্রীঠাকুরেরই নিকট থেকে।

স্বামী অভেদানন্দজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের মতো মার্কিন দেশ ত্যাগ করেন। সে' সময় সান্‌ফ্রান্সিসকোর বেদান্ত আশ্রম তাঁকে যে মানপত্র দিয়েদিলেন তার এক স্থানে ছিল—

"যদিও আমরা আরও কয়েকজন ধর্ম্মাচার্য্যের সঙ্গ লাভ করেছি, কিন্তু আপনার মতো এমন অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং এমন গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে যাঁর, তেমন আর একজন সাধককে আমরা পাইনি।

"যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানকে পেতে চান, কে আর আপনার মতো তাঁদের অন্তরে ভগবদ্ অনুভূতি জাগ্রত ক'রে দেবেন? আপনি চলে গেলে আমাদের অবস্থা হ'বে ঝড়ের সাগরে কর্ণধারহীন তরনীর মতো। আপনি যে এত সকালেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যাবেন—সে কথা আমরা ভাবতেই পারিনি"।

স্বামী অভেদানন্দজি করধৃত বিজয়শংখে চিরদিন এই নিনাদই ক'রে গেছেন—বেশ ভূষায়, কার্য্যে, চিন্তায়, আচারে-ব্যবহারে বাঙ্গালী হও, জাতীয় ধর্ম্ম ও দেশীয় জিনিষের উপরে যতদিন আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরে না আস্‌বে ততদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হ'তে পারবে না। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর মার্কিনে ও ইউরোপের নানা স্থানে বাস ক'রে মার্কিনিদের আচার-নিয়ম ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত হয়েও তিনি যখন পরিণত বয়সে মার্কিন দেশ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এলেন তখন জাহাজ থেকে নেমেই প্রথমে করলেন গঙ্গায় অবগাহন স্নান। তারপর বেলুড় মঠে এসে সর্ব্বপ্রথমেই করলেন ঠাকুর ঘরের সন্ধান। সে ঘর তখন বন্ধ ছিল ব'লে সিঁড়ির উপরেই শ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন ক'রে একটা নারিকেলের হুঁক্কা হাতে একখানি আরাম-কেদারায় উপবেশন করলেন এবং শ্রীঠাকুরের প্রসাদ চেয়ে নিয়ে পরমভক্তি ভরে গ্রহণ করলেন। তাঁর আচারে ব্যবহারে এই কথাই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল যে মার্কিনের পঁচিশ বৎসরের জল বাতাস তাঁকে এতটুকুও সাহেব ক'রে তুলতে পারেনি। তাঁর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কেড়ে নিতে পারেনি।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, তাঁর চরিত্রের এই দিকটা তাঁর সুতীব্র আত্মসম্মান-বোধেরই পরিচয় দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মমর্য্যাদাবোধ থেকেই জাতি-মর্য্যাদাবোধের জন্ম হয়। তাঁরও হয়েছিল তাই। মার্কিন থেকে প্রথমবার কলকাতার আসবার পথে সেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের একটা বিরাট সভায় তিনি বলেছিলেন—

"আমি আর একবার আমাদের জাতীয় আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ব্যক্তি-বিশেষের হয়ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু গোটা জাতির আদর্শ ও লক্ষ্যের সম্মুখে ব্যক্তিগত আদর্শকে নতশির হতেই হবে। আমরা সর্ব্বদা স্বাধীনতারই স্তোত্র পাঠ করব। আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হ'বে স্বাধীনতা অর্জ্জন"।

কিন্তু একথা ঠিক যে আত্মমর্য্যাদা-বোধশূন্য ব্যক্তি কখনো স্বাধীন হ'তে পারে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার শক্তিই তার থাকেনা। স্বামী অভেদানন্দজি যখন বার্কশায়ার আশ্রমে ছিলেন সেই সময়ের একটা ঘটনা বলি—তাঁর আত্মমর্য্যাদা বোধ যে কত তীব্র ছিল তা থেকেই সেটা হয়ত অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে।

একদিন ওয়েষ্ট কর্ণওয়ালের পুরোহিত স্বামী অভেদানন্দজিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"স্বামীজি আপনি কি সগুণ ভগবানে বিশ্বাস করেন"। তিনি উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ, আমি সগুণ ভগবানকেও মানি, নির্গুণ ভগবানকেও মানি"।

পুরোহিত তখনকার মতো নির্বাক হ'য়ে গেলেন। ওয়েষ্ট কর্ণওয়াল গির্জ্জায় তিনি যখন উপদেশ দিবেন, তখন উপস্থিত থাকার জন্য তিনি স্বামী অভেদানন্দজিকে বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে অনুরোধ ক'রে গেলেন। অনুরুদ্ধ হ'য়েও পুরোহিতটি সেদিন আসেননি দেখে, অভেদানন্দজি নিজে ওয়েষ্ট কর্ণওয়ালের গির্জ্জায় গেলেন না। পুরোহিতের বক্তৃতা শোনার জন্য কয়েকজন আশ্রমবাসীদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

ভগ্নী শিবানীর স্বামী লা-পেজ বার্কশায়ারে আশ্রমের গাড়ী ও ঘোড়ার তাত্ত্বধান করতেন আশ্রমবাসীদের তিনিই নিয়ে গেলেন আশ্রমের গাড়ীতে। আশ্রমবাসীরা গির্জ্জায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু লা-পেজ বাহিরেই গাড়ীর কাছে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি কিন্তু ওয়েষ্ট কর্ণওয়ালে গির্জ্জার পুরোহিতটির সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। যে পুরোহিত গুরু অভেদানন্দজির সম্মান রক্ষা করেননি, লা-পেজ তাঁকে সম্মান দেখাতে রাজি ছিলেন না—এমনি ছিল লা-পেজের ও আশ্রম-বাসীদের গুরুভক্তি।

সে গুরুও আবার ছিলেন এমন যে নিজের ইচ্ছাকে কারও উপরেই চাপাতে চাইতেন না। আশ্রমটি হয়ে হঠেছিল সাম্য-মৈত্রীর আশ্রম,—সকলেই সমান, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বন্ধু এবং সকলেই ভাই-ভাই—যেন এক পরিবারভুক্ত সকলে সামান্য একটা ষ্টোভ আশ্রমের জন্য ক্রয় করা হবে কিনা, সে বিষয়েও প্রত্যেকেই আপন আপন মত প্রকাশ করত। প্রাণবন্ত অভেদানন্দের এই আশ্রমটি ছিল সকল বর্ণনার অতীত। একবার এসে চলে গেছে যে, আবার তাকে আস্‌তে হয়েছে আশ্রমে। যেখানেই যে যাক্ না কেন—দূর পল্লীর নীরবতার মধ্যেই হোক্ বা কর্ম্মকোলাহল-মুখর নগরের ঘূর্ণায়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানের মধ্যেই হোক্—আশ্রমকে সে ফেলে যেতে পারেনি—নিয়ে গেছে সে সঙ্গে ক'রে—আশ্রমের ভাইটিকে এবং তার কর্ম্মের ছন্দটিকে।

সেই আশ্রমের কর্ত্তা ছিলেন তিনি—সেই লোকগুরু অভেদানন্দ—যিনি ছিলেন আশ্রমবাসীদের বন্ধু, সকল কাজেই সকলের সমান মহাযোগী এবং অপরের মতোই একজন নীরব কর্ম্মবীর। আশ্রম যে ভিতর থেকেই গ'ড়ে উঠেছে তার নিজের বলে ও নিজের ভাবে—তিনি ছিলেন তারই দ্রষ্টা মাত্র—নিয়ন্তা ছিলেন না তিনি। কলকাতার আশ্রম বা দার্জ্জিলিং আশ্রমের সাধুরাও যে এই ভাবটা লক্ষ্য করেননি তা' নয়। সাধুদের আপন আপন ভাবেই গ'ড়ে উঠতে দিয়েছেন—বড়ো হ'তে দিয়েছেন। প্রয়োজন মতো কখনো কখনো শক্তি সঞ্চার করতে হয়েছে, করেছেন মাত্র—সাধু-জীবনের আদর্শটিকে সম্মুখে ধ'রে দিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেইশ

১৯২১ সালের ২৭শে জুলাই স্বামী অভেদানন্দজি সান্-ফ্রান্সিসকোতে জাহাজে উঠে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিলেন। পথে হনোলুলুতে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য দাঁড়াতে হলো, কারণ তখন সেখানে 'প্যান্ প্যাসিফিক্ এডুকেশন কনফারেন্স' হচ্ছিল। সেই কন্‌ফারেন্সে তিনি ছিলেন ভারতের প্রতিনিধি।

জাপানের কৃষ্টি দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁকে সাংহাই, হংকং, ক্যান্টন্, ম্যানিল্লা এবং সিঙ্গাপুর দর্শন করতে হয়েছিল। পথে নানা স্থানের আগ্নেয়গিরি, লাভার সমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, লাভার হ্রদ, 'রেইণবো ফল্‌স' প্রভৃতি, দেখা হ'লে পর গন্ধকের উত্তাপ, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ—কোথাও বা প্রজ্জ্বলিত লাভার ভীষণ হ্রদ দেখার জন্য তাঁকে নানাস্থানে ঘুরতে হয়েছিল।

এই যাত্রাপথেও তিনি নানাস্থানে অভিনন্দিত হলেন এবং নানাস্থানে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ক'রে লোককে মুগ্ধ করলেন। সিঙ্গাপুরে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ক'রে বেদান্তের উপর কয়েকটা বক্তৃতা দিবার পর মালয় রাজ্যের আমন্ত্রণে তাঁকে যেতে হলো সেখানকার রাজধানী কুয়ালালামপুরে। আলোর মালায় সুসজ্জিত বিরাট একটা শোভাযাত্রা ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে তাঁকে নিয়ে সহর প্রদক্ষিণ করছিল। সেদিন একজন সুপণ্ডিত দার্শনিক আচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা করেনি—সম্বর্দ্ধনা করেছিল একজন নর-দেবতার। কন্‌ফিউসিয়ানিজম্, তাও-ইজম্ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটা ধারণা ছিল, বক্তৃতা শুনে সেখানকার লোক মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গেল। রেঙ্গুন থেকে আমন্ত্রণ এলে তিনি উপস্থিত হলেন কুয়ালালামপুরে। এইভাবে পথে নানাস্থানে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ধর্ম্মোপদেশ দান করতে করতে স্বামী অভিদানন্দজি রেঙ্গুনে উপস্থিত হলেন। সেখানেও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভ্যর্থনার অভাব ছিল না। বুদ্ধদেবের বাণী ও হিন্দুদের আদর্শ সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা হলো সেখানে। তারপর মান্দালয়, পেগু প্রভৃতি স্থান দর্শন ক'রে তিনি কলকাতায় এলেন এবং বরাবর চ'লে গেলেন তাঁর চিরকামনার শান্তিনিলয় বেলুড় মঠে। এখন থেকে আমরা তাঁকে পরিচিত করব শুধু 'মহারাজ' বলে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সামিতিতে সেইটাই ছিল তাঁর নাম ও পরিচয়। এখানেও তেমনি 'মহারাজ' বল্‌লে বোঝাবে স্বামী অভেদানন্দজিকে—অন্য কাউকে নয়।

অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন আমাদের এই মহারাজ। দেহে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যেন একাত্মবোধ হয়েছিল। নানাদেশের নানাস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই অরূপ ভগবানের রূপ দেখতে দেখতে ভাবে বিভোর হ'য়ে যেতেন। কোথায় আমেরিকা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় ভারতবর্ষ—বহুযোজনব্যাপী তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের পথ অতিক্রম ক'রে—জাপানের, মালয়ের, ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ক'রে যখন মহারাজ কল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর দেহে ক্লান্তির অবসাদ আসাই উচিত ছিল। কিন্তু প্রদীপ্ত ছিল তাঁর হৃদয়ে ভাব ও তেজের অনল-শিখা।

এইরূপ সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর সাধারণ লোক বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করে, কিন্তু মহারাজ অবিলম্বে যাত্রা করলেন জামসেদপুরের দিকে। ভারতের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, ভারতের আর্থিক শোচনীয় অবস্থা এবং পরাধীনতার পীড়নের দুর্দ্দাশা প্রভৃতি অগ্নিশৈবলের গর্ভে যেমন আগুন জ্বলে, তাঁর হৃদয়েও তেমনি জালিয়েছিল আগুন। একদিকে শ্রীঠাকুর এবং অন্যদিকে স্বদেশ ভারতভূমি এ'দুইয়ের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া এখন আর কিছুরই মহারাজের কাছে আদৌ কোন মূল্য ছিল না —আদৌ কোনো আকর্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই তাঁকে সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছিল এবং মুক্তির পথ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছিল।

বার্কসায়ার আশ্রমে একদিন তিনি ভগ্নী শিবানীকে বলেছিলেন, আমেরেকান্‌রা তাদের দেশের শিশুদের উপরই ভরসা করে এবং শিশুদের নিয়ে গর্ব্ব করে তারা। স্বদেশে এসে মহারাজও তরুণদের মন গ'ড়ে তোলার প্রাণান্ত চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলেন। তিনি জানতেন—তারাই দেশের সম্বল এবং তারাই দেশের মুক্তিফৌজ। জামসেদপুরে তিনি যে প্রদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেই ফুটে উঠেছিল তাঁর অপরিসীম দেশপ্রীতি, ফুটে উঠেছিল সেই ভাব যে, বিভিন্ন প্রকার বিভেদ ভেঙ্গে দিয়ে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠন করতেই হ'বে এবং সেই প্রলয়ঙ্কর অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় বিপ্লবের নেতৃত্বভার নিতে হবে দেশের তরুণদের। তারাই হবে সেই যুদ্ধের নেতা, সেই যুদ্ধের অকুতোভয় ও স্বার্থশূন্য সেনাপতি এবং অনন্ত ভারতের তারাই হবে প্রাণময় ও শ্রদ্ধান্বিত সেবক বাঙালী। তিনিও গর্ব্বের সঙ্গে তরুণদের ভালোবাসতেন এবং তারাও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে ভালোবেসেছিল।

দেশপ্রেমের যে বর্দ্ধমান অগ্নিশিখা মহারাজের হৃদয়ে দেখতে পাই, তা' দেখতে পাই স্বামীজির হৃদয়ে। বঙ্গগঠক বলতে গেলে মহারাজ এবং স্বামীজির কথাই আগে মনে ওঠে। তাঁহাদের নিকট থেকে তেজ নিয়েই পরে নেতাজী বা অন্যান্য সকলে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন দেশপ্রেমে।

কল্‌কাতা বেদান্ত সমিতি গঠনের পর তরুণদের একটি বিরাট সভায় স্বামী অভেদানন্দজি বলেছিলেন—

"যাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রাচীন ভারতের অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপাদান আছে; যাঁরা বিশ্বাস করেন, এই পরাধীন পতিত জাতি আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীনতায় জাগ্রত হ'য়ে বিশ্ববরেণ্য হ'বে! যাঁরা বিশ্বাস করেন—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য রক্ষা ক'রেও মানব-মহত্ত্বের বেদীর উপর সকল ধর্ম্মে সকল গড়েই সামান্য সাধন সম্ভবপর, যাঁরা বিশ্বাস করেন—উচ্চ নীচ বৃহৎ ক্ষুদ্র, ধনী নির্ধন সকলেই এক বিরাট মানব-পরিবারভুক্ত—কেউ এখানে পতিত নয়, কেউ এখানে অস্পৃশ্য নয়—সকলেই এক মহাশক্তির সন্তান; যাঁরা বিশ্বাস করেন—ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, পদদলিত, অস্পৃশ্য এবং অধম ব'লে অবহেলিত মনুষ্য-সমাজের অভ্যুত্থানের উপরই দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে তাঁদের সকলকেই বেদান্ত সমিতির কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য আজ আমি আহ্বান করছি।

"সকল সংশয়, সকল দ্বিধা চূর্ণ ক'রে ভারতের সেই লাঞ্ছিত জাতিকে আজ উদ্ধার করতে হবে। যে সমস্ত সুমহান্ তত্ত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পণ্ডিতেরা আপন আপন কুক্ষিগত ক'রে রেখেছেন—সকলকেই আজ সেইতত্ত্ব শোনাতে হ'বে, বোঝাতে হ'বে তাদের—যাতে তাঁরা সেগুলি জীবনে গ্রহণ করতে পারেন।

"পাশার খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবেরা যখন সুদীর্ঘ বনবাস-যাত্রায় প্রস্তুত হলেন এবং জননী কুন্তীদেবীর সাক্ষাৎ কামনা করেছিলেন, তেজস্বিনী কুন্তীদেবী তখন পুত্রদের মুখ দর্শন করলেন না। বিদুরকে ডেকে বললেনঃ আমার কাপুরুষ পুত্রদের তুমি বোলো—চিরকাল ধূমায়িত থাকার চেয়ে, হোক্ সে ক্ষণেকের জন্য, তবুও প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ওঠা ভালো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাঙালী যুবক, হে নবীন কর্ম্মী দেশসেবকের দল, অনেক সহ্য করেছ, অনেক দুঃখ বরণ করেছ তোমরা। তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ বিশেষভাবেই—নেতারা তোমাদের পরিত্যাগ করছেন, দেশবাসীর কাছে তোমরা চির-অবজ্ঞাত, কাপুরুষ দ্বারা তোমরা লাঞ্ছিত—সদানন্দ বিষয়ীর বিষ-নিঃশ্বাসকে তোমরা জর্জ্জরিত! দেশের বুকে—সমাজের বুকে—অত্যাচারের, বৈষম্যের, অসামঞ্জস্যের তাণ্ডবনৃত্য চলেছে—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝঞ্ঝা, বন্যার মহোৎসব অসহায় দর্শকের মতো সে সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আর কতদিন তোমরা ক্ষুব্ধ জ্বালায় শুধু ধূমায়িত হবে। জ্বলে ওঠো এ' সময়ে ক্ষণেকের তরে—স্পর্দ্ধিত পাপ ও নির্লজ্জ সমাজকে একটিবার দুঃসহ উত্তাপ দাও। দেখ চারিদিকে—সকলের মঙ্গল-চিহ্ন ওই প্রকাশিত হয়েছে।'

এই অগ্নিময়ী বাণী শুনে সে সময়ে বহু তরুণ দেশের জন্য প্রাণ দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। জানি না আজ তাঁরা কোথায়! সেই আমাদের দেশ, আমরা আরও বেশী অধঃপতিত হয়েছি এখন। সেই সঙ্কল্প ভুলে আজ যুবকেরা কি এখনও ধূমায়িত হ'য়েই থাকবেন! স্বামী অভেদানন্দজির হৃদয়-বেদনা দেশের বাতাসের সঙ্গে কি মিশে দিক থেকে দিগন্তরে ছুটেই বেড়াবে?

জামসেদপুরের পরই স্বামী মহারাজের ভ্রমণ আরম্ভ হলো আসামে এবং পূর্ব্ববঙ্গে। মুখে ছিল তাঁর সেই অগ্নিগর্ভ বাণী, হাতে ছিল তাঁর জাগরণের সেই একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্খ, আর হৃদয়ে ছিল সেই একই দীপ্ততেজ। যেখানে গেলেন সেখানেই তরুণদের তিনিবললেন—তোমরা জাগ্রত হও। যেখানে গেলেন সেখানেই শত সহস্র লোকে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। ধ্বনি তুল্‌ল তারা—'জয় অভেদানন্দ মহারাজ কি জয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/418

চব্বিশ

অভেদানন্দজি পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় ছিলেন বটে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি যে অনন্ত ভক্তিতে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, কখনো একতিলও কমেনি। তিনি কালীঘাটে গেলেন, শ্রীশ্রীকালী-মন্দিরে যথারীতি পূজা দিয়ে রত্নবেদীকে স্মরণ ক'রে প্রণাম করলেন। তিনি যে সেই মায়ের দেওয়াই চিহ্নিত সন্তান একথা কখনো ভোলেন নি তিনি।

ঢাকায় যখন গেলেন তখন শ্রীশ্রীঢাকেশ্বরী মাতা ও সুবিখ্যাত বুড়োশিব দর্শন করলেন। মৈমনসিংহে তিনি সহস্র লোকের অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে বহু ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষা ও দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করে চ'লে এলেন কলকাতায়, কারণ বিবেকানন্দ-স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করার ডাক ছিল ষ্টার থিয়েটারের গৃহে। বেলুড় মঠে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মাৎসবে উপস্থিত থাকার পর বলরাম মন্দিরে আসতে হলো স্বামী ব্রহ্মানন্দজির রোগশয্যার পাশে, তিনি তখন কলেরারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মহাসমাধিতে দেহত্যাগ করেছিলেন (১০ই, এপ্রিল, ১৯২২)।

বেলুড়মঠে অবস্থানকালে অভেদানন্দজির স্থায়ীভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসস্থান তৈরি করার যোগ্য কোনো উন্মুক্ত স্থান না থাকায় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দজি পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে মঠের গেষ্ট হাউসের উপরে মহারাজ নিজ ব্যয়ে ঘর তৈরি ক'রে নেবেন। অমূল্য মহারাজের (স্বামী শঙ্করানন্দ) হাতে ঘর তৈরির টাকা দিয়ে মহারাজ শিলং যাত্রা করলেন (২৪শে এপ্রিল, ১৯২২)।

অভিনন্দন গ্রহণ, ভাষণ প্রদান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় শিলং-এর দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। বেলুড় মঠের গেষ্ট হাউসের উপর তাঁর বাসস্থান তখন তৈরি হচ্ছে "এমন সময় শিলং-এ স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে পত্র জানালেন যে গেষ্ট হাউস গিরিশবাবুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত এবং ইহা শুধু গেষ্ট-হাউস রূপেই ব্যবহৃত হবে এবং দাতার ইহাই অভিপ্রায়; সুতরাং গেষ্ট হাউসের উপরে কাহারও থাকার ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে না"।

এই সময় তিনি শিলং থেকে গৌহাটি এবং গৌহাটি থেকে কামাখ্যাতীর্থে এসে যথারীতি তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করলেন। বাইরে তিনি বৈদান্তিক থাকলেও অন্তরে তিনি পরমভক্ত ছিলেন। ধর্ম্মস্থানের প্রতি ধূলিকণাই ছিল যেন তাঁর কাছে পবিত্র।

মহারাজ যে শুধু ষোড়সোপচারে দেবীর অর্চ্চনা করলেন তা নয়, সৌভাগ্যকুণ্ডের অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধে পূর্ণ জলে ভক্তিভরে স্নান এবং অঞ্জলিপূর্ণ ক'রে সেই জল পান করলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই বাদ গেল না। কারু বাধা না শুনে তিনি মশাল হাতে পর্ব্বতের একটি অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করলেন, ইচ্ছা—দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানগুলি দর্শন করেন। কোনো কোনো পীঠস্থানে তাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। আবার যখন বশিষ্ঠাশ্রমে এলেন তখন সঙ্গে তাঁর কাপড়-চোপড় কিছু ছিল না। কাজেই নগ্ন দেহেই নেমে পড়লেন কুণ্ডের শীতল জলে এবং স্নান ক'রে উঠে লোককে বললেন—'এই সব স্থানে স্নান করতে হয়। আর পাণ্ডাদের এ'জন্য প্রণামী দিতে কৃপণতা করতে নেই'।

পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকলতীর্থই মহারাজের দর্শন করা হলো এবং যেখানে যে ক্রিয়া করার বিধি—ভক্তিভরে সে সবও যখন সম্পন্ন করা হলো তখন তিনি কল্‌কাতায় এসেই তিব্বতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমেরিকায় থাকাকালে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, যীশুখৃষ্টের জীবনের যে কয়েকটি বৎসরের কোনো সংবাদ বাইবেল প্রভৃতিতে নাই সে কয়েক বৎসর তিনি যে ভারতবর্ষে হিন্দু যোগীদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন। সে পরিচয় রুষ-পর্য্যটক নোটোভিচের গ্রন্থে পাওয়া যায়। সে গ্রন্থের নাম—"The Unknown Life of Jesus"। তিব্বতী ভাষায় লিখিত যীশুখৃষ্টের অজ্ঞাত জীবনের সেই কাহিনী সুদুর্গম তিব্বতের হিমিস্‌ মঠে রাখা আছে—মহারাজ তা'ও জানতেন। তিনি তো শুধু ধর্ম্মাচার্য্য এবং দার্শনিক ছিলেন না! তিনি ছিলেন একজন সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সত্যানুসন্ধান-লিপ্সা বহুদিন থেকেই তাঁকে তিব্বতে যাবার জন্য প্ররোচিত করছিল।

আসাম ভ্রমণ শেষ হ'লেই তিনি তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। বয়স তখন তাঁর ৫৫ কি ৫৬ বৎসর হবে। সেই বয়সে পদব্রজে তিব্বত যাত্রা করার বাসনা তাঁর মনে হ'ল।

স্থির হলো কাশ্মীরের মহারাজের অতিথি-রূপে তিনি তিব্বতে যাবেন। তাঁর যাওয়ার সকল আয়োজন কাশ্মীরের মহারাজাই ক'রে রেখেছিলেন। মহারাজ প্রথমে গেলেন কাশীধামে এবং হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করলেন। ভারতের অন্যতম প্রধান নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মহারাজ লাহোরে এলেন এবং লাহোর থেকে এলেন শ্রীনগরে। রাজ-অতিথি-রূপে কয়েকদিন বিশ্রামের পর পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ হলো তিব্বতের দিকে।

সে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ বৎসরের বেশীর ভাগ সময়েই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। মহারাজের মনে ভয় ব'লে কোনো জিনিষই ছিল না। দৈহিক পরিশ্রমেও তিনি কোনদিন কাতর ছিলেন না। ১৫০০০ ফিট উচ্চে যে গিরিবর্ত্ত তা সম্পূর্ণ চিরতুষারের রাজ্য। সেই দুরারোহ গিরিপথ দিয়ে তিনি হিমালয় অতিক্রম করলেন। কোনো কোনো স্থানে ঠাণ্ডা ছিল এতই প্রবল যে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার হাতে তুলে নিলেও গরম লাগে নি। সেখানে সূর্য্য যে নাই তা' নয়, কিন্তু সূর্য্য সেখানে তাপ দেয়না, কমণ্ডলুতে জল রাখলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে জল ঠাণ্ডায় বরফ হ'য়ে কমণ্ডলুকে ভেঙ্গে দেয়। এই রকম শীতল সে দেশ।

শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। সেখান থেকে মহারাজের যাত্রা আরম্ভ হলো শ্রীনগরের দিকে। চড়াই-উৎরাই, উৎরাই-চড়াই করতে করতে সেবকসহ মহারাজ পর্ব্বতের একটি খুব উচ্চ স্থানে এসে পৌঁছিলেন। যতদূর চোখ যায় চিরতুষারের রাশি ছাড়া আর কিছু নাই সেখানে। আবার কোনো কোনো স্থানে চারদিকেই পাহাড় থেকে তুষার নদী নেমেছে—ঠিক যেন শিবের জটা। দূরে অমরনাথ পর্ব্বত ঝক্ ঝক্ করছে। কোনোদিকে গাছ-পালা নাই—সবুজের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কেবল বরফ—কেবল বরফ—কেবলই বরফ, আর সেই বরফের গা থেকে ছুটে আসছে এক একটা প্রতিফলিত সূর্য্যকর, আর চোখে যেন তীরের মতো বিঁধছে। সে সূর্য্যকরের দিকে চক্ষু মেলে তাকানো যায় না। কতকগুলি ঝর্ণানদী ছুটেছে সিন্ধুনদের দিকে, আর কতকগুলি গিয়ে পড়ছে অমরাবতী নদীতে। ঝর্ণার গর্জ্জন-ধ্বনি ভিন্ন আর কোনো শব্দ নাই সেখানে। সর্ব্বক্ষণের জন্য এমন একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য বিরাজ করছে সেখানে যে, কখন কখনো মনে হয়—নিজের মুখের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

মহারাজ অমরাবতী নদীর তীর ধ'রে অগ্রসর হয়েছিলেন। অনেকপর উঠা-নামা করতে করতে হঠাৎ সম্মুখেই দেখেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরাবতী নদীর চিরতুষারাবৃত তীর। সেখানে আছে একটা বরফের সেতু। সেতুর সে বরফ দারুন গ্রীষ্মেও গলে যায় না। উপরে সেতু আর তার নীচ দিকেই ছুটে যায় ভীষণ গর্জ্জনে অমরাবতী। আর কিছু দূরে অগ্রসর হতেই সম্মুখে দেখা গেল অমরনাথগুহা চিরতুষারে ঢাকা। ১৮,০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের গায়ে অমরনাথগুহা। গুহার মধ্যে কয়েকটা ছোট বড় ঝর্ণা জমে গিয়ে বরফের স্তূপ হয়েছে। যে স্তূপটি সব চেয়ে বৃহৎ তারই নাম 'অমরনাথ লিঙ্গ'। ভারতের বহু নরনারীর এই বিখ্যাত তীর্থ দর্শন করতে আসেন এবং শিবলিঙ্গটিকে আলিঙ্গন ক'রে কৃত'কৃতার্থ হ'য়ে যান।

অমরনাথ দর্শনান্তে শ্রীনগরে ফিরে এসে মহারাজ 'ক্ষীর-ভবাণী' দর্শন করার জন্য যাত্রা করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ "ক্ষীরভবাণী" দর্শন করেছিলেন। 'তুল্‌মূল্' নামক গ্রামের প্রান্তভাগে তিনদিকে একটি খালে ঘেরা জমীর উপরে ক্ষীরভবাণীর মন্দির। মর্ম্মর-মন্দিরটি একটা ছোট জলকুম্ভের ভিতর থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্ত্তির নাম "ক্ষীরভবাণী"। মহারাজ একখানি হাউস বোটে 'ক্ষীরভবাণী' দর্শন করতে এসেছিলেন, কাজেই তাঁকে হাটতে হয়নি। কিন্তু এইবার তাঁর যাত্রা আরম্ভ হলো পদব্রজে—উচ্চ উচ্চ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে কেবলই উঠা আবার নামা—আবার উঠা আবার নামা। সে ভীষণ পথ যেন আর শেষ হ'তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চায়না। কিছুদিন এইভাবে চল্‌লে অতিবড় বলশালী লোকও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু মহারাজ ছিলেন আত্ম-বলে বলীয়ান্। তিনি যাচ্ছিলেন সত্যের সন্ধানে তিব্বতের হিমিস মঠে। সুতরাং পথ যতই কেননা দুর্গম হোক্ কিছুতেই তাঁর ক্লান্তি এলোনা। যতই তিনি উচ্চ উচ্চ পাহাড়ে উঠতে লাগলেন ততই মনে হ'তে লাগলো আকাশ ভেদ ক'রে আকাশের মেঘরাশি ফুঁড়ে ফুঁড়ে তিনি যেন কেবলই ঊর্দ্ধে চলেছেন। পথের দৃশ্য মনোহর। পর্ব্বতের পর উঁচু পর্ব্বত, প্রাচীর, তারপর আবার আরও উঁচু পর্ব্বতের সারি—মনে হয় আকাশের গায়ে ঢেউ খেল্‌ছে। কোনো কোনো পাহাড়ের দেহ লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি, নানা বর্ণের থাকে, ঢাকা, মনে হয় কে যেন রঙীন গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও বা তুষারের নিশ্চল নদী প'ড়ে আছে অনন্তকাল ধ'রে। কোথাও বা ঝর্ণাগুলো চীৎকার করতে করতে ভীষণ বেগে নেমে আসেছে নীচের দিকে। কোথাও বা দূরে দেখা যায় শস্যক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে মিলে কাজ করছে! সে দেশে লাঙ্গল নাই। সেই পাথুরে মাটি কোদালি দিয়ে কেটে কেটে জমি তৈরি করতে হয়।

সেই দুরারোহ পথে কোথাও বা পদব্রজে—কোথাও বা অশ্বারোহনে অগ্রসর হ'য়ে মহারাজ যেদিন হিমসগুম্ফারে এসে উপস্থিত হলেন সেদিন তাঁর আনন্দ আর ধরে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্রতল থেকে এগারো হাজার ফিট উচ্চে এই বিখ্যাত হিমিস্ গুম্ফা প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। মঠের সিংহদ্বারের সম্মুখে ঘোড়া থেকে নামতে হবে—ঘোড়ায় চ'ড়ে ভিতরে যাবার নিয়ম নাই। মঠের সংলগ্ন একটা অতিথিশালা আছে। মহারাজ সেবকসহ সেই অতিথিশালায় উঠলেন। লামারা দুধ, ডিম, কেরোসিন তৈল, কাঠ, মাখন প্রভৃতি নানা দ্রব্য পাঠিয়ে দিয়ে অতিথিসৎকার করলেন, কেননা মহারাজ ছিলেন কাশ্মীররাজের অতিথি।

অনুসন্ধান ক'রে মহারাজ জানতে পেলেন কয়েক—বৎসর আগে ডক্টর নোটোভিচের নামক একজন রুশ-পর্য্যটক সেখানে গিয়েছিলেন এবং একটা পাহাড় থেকে নীচে প'ড়ে যাওয়ায় তাঁর একখানি পা ভেঙ্গে যায়। নোটোভিচ মঠের অতিথিশালায় অনেক দিন বাস করেছিলেন। লামাদের চিকিৎসায় তাঁর ভাঙ্গা পা সেখানে আরোগ্য হয়।

মহারাজ খুব আনন্দের সঙ্গে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করলেন। জানা গেল—নোটোভিচও সত্য সত্যই লামাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন যে, যীশুখৃষ্ট ভারতে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। হিমিস্ মঠের পাঠাগারে একখানা হাতে-লেখা পুঁথিতে সেই বিবরণ আছে।

মহারাজ লামার নিকট থেকে সেই বইখানা চেয়ে নিয়ে দেখলেন। লামা বললেন যে ওখানা আসল পুঁথির নকল। আসল পুঁথি তির্ব্বতের রাজধানী লাসায় রক্ষা করা আছে। সেখানা পালি ভাষায় লেখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ লামাদের সাহায্যে তিব্বতী ভাষায় লেখা ওই বহুমূল্য ঐতিহাসিক বিবরণের খানিকটা অনুবাদ করিয়ে সঙ্গে এনেছিলেন। খৃষ্টজগতের সর্ব্বপূজ্য দেবতা যে হিদেন ভারতবর্ষে এসে সেখানকার যোগী-ঋষিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন—এই সত্যটা হয়তো খৃষ্ট-জগত্ মেনে নিতে চায়নি। কাজেই ঐটীকে চাপা দেবার জন্য পর্য্যটক নোটোভিচের পুস্তক The Unknown Life of Jesus"-এর প্রচারই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এক সময়ে ডক্টর মিলার নামক কোনো ভদ্রলোক আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রিন্সেটন্ ইউনিভারসিটির খৃষ্ট-ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন যীশুর জীবনের কতকাংশ ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয় এমন কোনো কথা কোনো ঐতিহাসিক সংবাদপত্রে তিনি পাননি।

ভারতের অদ্বৈতবাদ (ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় এই তত্ত্ব) যে যীশুখৃষ্ট গ্রহণ এবং প্রচার করেছিলেন, যীশুখৃষ্টের জীবনেতিহাস লেখকদের কাছে বরাবরই একটা গোপন তত্ত্ব। সে' তত্ত্ব তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। নোটোভিচের পুস্তক সেই গোপন তত্ত্বটিকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে ব'লে তাঁর বইখানার প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল এটাই স্পষ্ট অনুমান হয়। যীশুখৃষ্টের জীবনী ও বাণী সবই দৈবলীলা ব'লে আজ দু'হাজার বৎসর প্রচারিত হ'য়ে আসছে। আমাদের সত্যানুসন্ধী জ্ঞানবিচক্ষণ-স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনকে বিপন্ন ক'রেও অতিশয় দুর্গমপথে হিমিস্‌গুহায় গেলেন এবং সেখান থেকে সত্যতত্ত্ব উদ্ধার ক'রে আন্‌লেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং গবেষণার দিক থেকে এটা যে একটা কতবড়ো কাজ তিনি ক'রে গেছেন, পৃথিবীর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরাই তা' বুঝতে পারবেন। এ-কথাটাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ যখন আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং বেদান্ত অবলম্বন ক'রে যীশুর জীবন ও শিক্ষার উপরে নূতন আলোকপাত করেছিলেন, তখন সেখানকার লোকেরা বল্‌ত যে, ভারতের বেদান্ত দিয়েই যীশুকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

তাতো বোঝা যাবেই, কারণ যীশু ভারতে থাকাকালে ভারতের বেদান্তকে তিনি অনুসরণ করেছিলেন। এই গুরুতর কথার প্রমাণই আবিষ্কার ক'রে গেছেন আমাদের মহারাজ—ভারতের হিন্দু বেদান্তবাদী। তাঁরা তাই খৃষ্টানের গোঁড়ামীকে মানেন না, কিন্তু খৃষ্টের ভাব বা খৃষ্টত্বকে বা সে দেশে কথিত "খৃষ্টুকে" তাঁরা খুবই মান্য করেন। মহারাজের বেদান্ত-প্রচারের ফলে ও-দেশেও চিন্তার এই নবীন ধারা বিশেষরূপে প্রচারিত এবং বহু খৃষ্টান কর্ত্তৃক গৃহীত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এরই নাম যে খৃষ্টান-রাজ্যের 'New Thought Movement'—একথাও আমরা মহারাজের মুখেই শুনেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঁচিশ

মহারাজের মধ্যে যে দুরাসদ পর্য্যটক সন্ন্যাসিটি বিরাজ করতেন, তিব্বতের এতো পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি ঘটল না। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাওলপিণ্ডি থেকে তিনি মহারাজকে নিয়ে চল্লেন তক্ষশীলার দিকে। সেই তক্ষশীলা—প্রাচীন ভারতের অন্যতম রাজনগরী—যার বহু চিহ্ন এখন গভীরভাবে মাটি খুঁড়ে প্রকাশ করা হয়েছে! দেখলেন তক্ষশীলার প্রাচীন বুদ্ধমন্দির প্রদক্ষিণের পথের উত্তর পার্শ্বে ছিল সবুজানকারে টালি দিয়ে ছাওয়া। সেখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপ মোটা কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। শত শত বৎসর আগেও ভারতের শিল্পীরা এইরকম কাঁচ তৈরি করতে জানত। আজ আমরা কাচের জন্য ইটালী, চীন প্রভৃতি দেশের দিকে চোখ ফেরাই! তক্ষশীলার যাদুঘরে প্রাচীনকালের কাঁচের পুঁতিমালা এবং ক্ষুর দেখে মহারাজ বলেছিলেন—"সেকালেও আমাদের দেশে যে ক্ষুর ছিল তা' উপনিষদের শ্লোক থেকে অনুমান করতাম—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। আজ স্বচক্ষে দেখছি, সেকালে আমাদের দেশে ক্ষুরও ছিল, কাঁচও ছিল"।

রামায়ণ পড়লে জানা যায় যে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তাঁর ভাই ভরত গন্ধর্ব্বদেশ জয় করেন এবং রাজপুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তক্ষকে সেই প্রদেশের রাজা ক'রে দেন। সেই থেকে এই প্রদেশ তক্ষশীলা নামে বিখ্যাত। রাজা পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় সেখানে একটা সর্পযজ্ঞ ক'রে তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন—এই রকম গল্প আছে। চারদিক থেকে লক্ষ লক্ষ সর্প এসে নাকি সেই যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মরেছিল। মহারাজ বল্‌তেন—এই সর্পযজ্ঞে সত্যসত্য সর্পকুল এসে আগুনে পুড়ে মরেনি। ওদেশে একটা অসভ্য জাতি বাস করত। তারা ছিল সর্পপূজক। যজ্ঞের দ্বারা তাদের শুদ্ধ ক'রে নিয়ে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। তাকেই বলা হয়েছে সর্পযজ্ঞ। তক্ষশীলা দর্শনের পর মহারাজ পেশোয়ারে গেলেন। সেখানকার বিখ্যাত বাঙ্গালীরা এখন তাঁকে বহু সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। পেশোয়ায়ের চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়-গুলি যেন প্রকৃতির আপন হাতে গড়া গ্যালিলির মতো—থাকে থাকে সাজানো আছে। পেশোয়ারের প্রাচীন নাম ছিল 'পুরুষপুর'। মহাভারতে আছে যে, এই প্রদেশ সেকালে 'গান্ধার' দেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

পেশোয়ারে এবং সেনাবারিক গোয়াবাজার দর্শন ক'রে মহারাজ একখানা লরিতে এসে বসলেন। লরি ছুটল আফগানিস্থানের দিকে। এদিকে সে সময়ে ব্রিটিশ অধিকারের শেষ সীমা ছিল 'লাণ্ডিকোটাল'। অসংখ্য সেনা এবং নানা যুদ্ধোপকরণ লাণ্ডিকোটালে রাখা হতো।

কয়েকদিন এইভাবে নানা স্থান ঘুরে মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাহোরে ফিরে এসে খ্রীশ্চান্ কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে "কর্ম্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করলেন। সভাক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল। সভাপতি ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমেরিকাবাসী মিষ্টার লুকাস্। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন: "আমি ভারতের সমস্ত বিখ্যাত লোকদের বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু আমার স্পষ্টই ধারণা হলো যে, ভারতবর্ষে এঁর তুল্য বক্তা আর নাই"।

লাহোরে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যা-কিছু দ্রষ্টব্য ছিল সে' সব দেখে মহারাজ অত্যন্ত ব্যাথিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে এলেন জালিনওয়ালাবাগে। সেখানে একদিন ব্রিটিশ নৃশংসতার চূড়ান্ত অভিনয় হয়েছিল এবং নিরস্ত্র ও শান্ত ভারতবাসীদের একটি জনতার উপরে নির্ম্মমভাবে বন্দুকের গুলি চলেছিল। জনতার রক্তে সেদিন জালিনওয়ালা-বাগের মাটি রাঙা হ'য়ে উঠেছিল। শৃঙ্খলিত পরপদাবনত ভারতবাসী সেদিন তার কোনো উত্তর দিতে পারেনি। সেই জালিওয়ালাবাগে গিয়ে অশ্রুজলে তর্পণ না ক'রে কি মহারাজের মতো দেশপ্রাণ মহাপুরুষ ফিরে আসতে পারেন। তিনি যে চিরদিনই ছিলেন নিগৃহীত মানবের বন্ধু! তিনি জান্তেন তাঁর সবই শ্রীঠাকুরের—নিজের কিছুই নয়। মান ও সম্মান, নিগ্রহ ও অপমান—তাঁর জীবন, মন ও দেহ পর্য্যন্ত সবই শ্রীঠাকুরের। সেখানে যা-কিছু ঘটছে, সবই হয়েছে শ্রীঠাকুরের ইচ্ছায়। সুতরাং তাঁর কিছুই বলার ছিলনা। পরে তাঁর পীড়ার সময়ে কোনো সুবিজ্ঞ চিকিৎসক পেটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্ত্র-চিকিৎসা ক'রে জল বার করার প্রস্তাব করেন, বলেন নতুবা জীবন হানি হ'তে পারে। মহারাজ একান্ত ধীর, স্থির ও শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—তাত হ'তে পারে না। এ দেহ যে শ্রীঠাকুরের। তাঁর বিনা অনুমতিতে এ দেহের উপর অস্ত্রোপচার করার আদেশ কি দিতে পারি? অস্ত্রোপচার করা হলো না। চিকিৎসক ম্লান মুখে ফিরে গেলেন।

মহারাজ বেলুড় ত্যাগ ক'রে কলকাতায় আশ্রম-স্থল নির্ব্বাচন করলেও বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ-বিচ্যুতি ঘটেনি কখনো, মঠের যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সেখান থেকে আহ্বান আশামাত্র তাঁকে সেখানে যেতে দেখা গেছে। মহারাজ ছিলেন নীলকণ্ঠ মহাদেব। নূতনস্থানে এসে সকল অসুবিধা সহ্য করে-ছিলেন তিনি হাসতে হাসতে, সে সব যে তাঁর নিজের কিছুই ছিলনা—সবই ছিল তাঁর শ্রীঠাকুরের। তিনি ছিলেন শ্রীঠাকুরের সেবকমাত্র, শিষ্যমাত্র, ছিলেন—তাঁর সন্তান। শ্রীঠাকুরের কথায় নরেনের নীচেই ছিল তাঁর বুদ্ধি এবং নরেনের মতো তিনিও পারতেন একটা মত চালাতে। নরেন ছিলেন যেন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর, শ্রীঠাকুরের পরেই তাঁর জীবনাদর্শ। পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সর্ব্বদা বলতেন—"My Great Vivekananda"। যখনই সম্ভব হয়েছে, তখনই তিনি এই "Great Vivekananda"-এর অনুকরণ ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করেছেন।

১৯২৩ সালের প্রথম থেকেই মহারাজের বাসের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্‌কাতায় একখানা বাড়ীর চেষ্টা হচ্ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই (২০শে ফেব্রুয়ারী) ৪৫-বি নং মেছুয়া বাজারের বাড়ীতে মহারাজের আগমন হলো। স্কুল ও কলেজের বহু উৎসাহী ছাত্র মিলিত হ'য়ে তাঁর সমুদয় জিনিষ-পত্র বেলুড় থেকে কল্‌কাতায় এনেছিলেন।

মহারাজ মাত্র আড়াই মাস মেছুয়াবাজারের বাড়ীতে ছিলেন। ১লা মে তিনি এলেন ১১নং ইডেন হস্‌পিটাল রোডে। বেদান্ত সমিতির কাজ আরম্ভ হলো এখানে। ধর্ম্মোপদেশের ক্লাস এবং বক্তৃতা নিয়মিতভাবে চলতে লাগল। শ্রীঠাকুরের যে শ্রীমূর্ত্তিখানি ফ্রাঙ্কডোরাক নামক চিত্রকর অঙ্কিত করেছিলেন—এখন যেটা কল্‌কাতা বেদান্ত-মঠে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের বাড়ীতে প্রথমে সেটা স্থাপিত হয়। মহারাজের ভক্তেরাও একে একে সেখানে এসে মিলিত হ'তে লাগলেন।

ভাড়াটে বাড়ীতে থাকা—বিশেষ গ্রীষ্মকালে, খুব কষ্টকর হচ্ছিল দেখে মহারাজ সে সময়টা দার্জ্জিলিং-এ থাক্‌তেন। সেখানে নানা শ্রেণীর লোক এসে সর্ব্বদা মহারাজকে দর্শন ক'রে ধন্য হয়ে যেতেন। এদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দানেরও কথাই ছিল না।

গ্রীষ্ম ঋতুর পর কল্‌কাতায় এসে মহারাজ রীতিমত কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বেদান্ত, গীতা ও রাজযোগের ক্লাস্ত যথারীতি চল্‌তে লাগল। কাজ করতে কখনো কেউ তাঁকে একটি দিনও পরিশ্রান্ত দেখেনি। খৃষ্টান পাদ্রীরা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনকি কলকাতার বড় পুরোহিত লর্ড বিশপ পর্য্যন্ত এসে তখন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। লর্ড বিশপ শেষে মহারাজকে একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে কল্‌কাতা স্যাল্‌ভেসন্ আর্ম্মির নেতা ও মহিলাগণ এবং খৃষ্টান রেফিউজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে মহারাজের পরিচয় হয়। যাঁরাই দেখা করতে আসতেন তারাই মহারাজের শিষ্ঠজনোচিত সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে সাক্ষাৎকারের স্মৃতিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সাথে ক'রে নিয়ে যেতেন। এদিকে কল্‌কাতার নিকটবর্ত্তী নানা প্রতিষ্ঠান থেকে মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হ'তে লাগল নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য।

মহারাজের পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ হলো। কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে শ্রীঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজকে বলেছিলেন ঃ "তুই সব জান্‌বি, তুই সব বুঝবি।" আফ্রিকা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ ও দেশ ভ্রমণ ক'রে মহারাজের আর কিছুই জান্‌তেও বাকি রইল না—বুঝতের বাকি রইল না। নানা দেশের নানা আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মমত প্রভৃতি তিনি আপন চোখেই দেখেছিলেন। জাপানের ধর্ম্ম, চীনের ধর্ম্ম, তিব্বতের লামা ধর্ম্ম, ভারতের সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি তুলনামূলক আলোচনা তিনি আগে পুস্তক পাঠ ক'রে যা শিখেছিলেন, এখন প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে সে সব মিলেয়ে নিলেন। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মতত্ত্ব এখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল। দেখলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/418

ছাব্বিশ

কোনো গড়া জিনিষকে ভাঙ্গার ছিলেন মহারাজ চিরদিনই বিরোধী। তাঁর সব কাজই ছিল গঠনমূলক। ভাঙ্গাকে তিনি জোড়া দিতে চাইতেন।

তিনি কলকাতা মহানগরীকে তার কর্ম্মস্থল নির্ব্বাচিত করলেন। তিনি বেলুড় থেকে এলেন কলকাতায় একটী ভাড়াবাড়ী ঠিক ক'রে মেছুয়াবাজারে তা আগেই বলেছি।

বেদান্ত সমিতির একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করার জন্য এই সময় থেকেই বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির স্থায়ী ভবন রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে নির্ম্মিত হয়। দার্জ্জিলিংএ সমিতির একটি স্থায়ী ভবন নির্ম্মাণের চেষ্টা অনেক দিন থেকেই চলছিল। অনেক ভদ্রলোকের অনেক চেষ্টার পর ১৯২৫ সালে দার্জ্জিলিংএ 'বেদান্ত আশ্রম' স্থাপিত হয়েছিল। মহারাজ যখন দার্জ্জিলিং-এ থাকতেন তখন মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং খ্যাতনামা বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা হয়। তিনিও খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন এবং চরকায় সূতা কাট্‌তে শেখেন। দেশের নাড়ীর সঙ্গে মহারাজের যোগ ছিল সর্ব্বদা। তিনি ঋষি ছিলেন, যোগী ছিলেন, তপস্বী ছিলেন—তিনি সাধু ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, ধ্যানী ছিলেন—এ সবই ঠিক কিন্তু তিনি জানতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কাজেই দেশ তার মুক্তির জন্য যা চাচ্ছিল, তিনি তার সঙ্গে একান্ত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং প্রধান প্রধান দেশ সেবক—যাঁদের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হতো তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তিনি ত্রুটী করতেন না। আবার দেশের জন্য—মৃত দেশ সেবকের জন্যও তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ঝ'রে পড়েছে। কল্‌কাতার রাজপথে—যখন অসংখ্য লোকের শবযাত্রা বাঙ্গালার দধীচি যতীন দাসের পুণ্যময় দেহটিকে মাথায় নিয়ে শশ্মানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, আর রোষমিশ্রিত শ্রদ্ধায় অসংখ্য বাঙ্গালীর মন মাতৃভূমির জন্য জীবন দান করবে বলে প্রদীপ্ত উৎসাহে জ্বলে উঠেছিল, ক্ষিপ্রকরে তাদের চোখের জল মুছে ফেলে! পণ করেছিল তারা লাঞ্ছনার এ' প্রতিশোধ নেবে। যেদিন লক্ষাধিক লোক দেশবন্ধুর শবদেহ নিয়ে কল্‌কাতায় শোকযাত্রা ক'রে মহারাজও সেদিন সেই শোকযাত্রা দেখতে এসেছিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই সেদিন দেশবন্ধুর আত্মাকে স্বর্গের পথে কল্যাণ-স্পর্শ দিয়েছিল।

কলকাতা বেদান্ত সমিতির কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি হ'তে লাগল। ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের একটি মাত্র ফ্ল্যাটে আর স্থান সংকুলান হয় না—ফলে ১০নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সমিতিকে উঠিয়ে আনা হলো। মহারাজ সপ্তাহে তিনটি ক'রে ক্লাস নিতে লাগলেন। শিক্ষার্থীরা দলে দলে এসে সেই সব ক্লাসে ভিড় করতে লাগলেন। বাহিরের পণ্ডিত মণ্ডলী, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ মহারাজ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'য়ে সমিতি ভবনে এসে বক্তৃতা করতে লাগলেন। শ্রীঠাকুরের নামে ও ভাবে কলকাতা সহর ক্রমেই গরম হ'য়ে উঠতে লাগল। নানাস্থান থেকে আমন্ত্রণগ্রহন ও নানাস্থানে ভাষণ প্রদান—এই করতেই মহারাজের সময় কেটে যেতো, আদৌ তাঁর অবসর ছিল না তখন।

বেদান্ত সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এসে সভাপতিত্ব করলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণের একটি স্থানে তিনি বলেছিলেন যে মধ্য কল্‌কাতায় কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন ক'রে অভেদানন্দ মহারাজ এমন একটা শিক্ষামন্দির গঠন করেছেন, যেখানে কলকাতার শত শত যুবক ও ছাত্র স্বামী অভেদানন্দের আদর্শে তাদের নৈতিক জীবন গঠন ক'রে নেবে এবং প্রত্যেকেই মানুষ হয়ে উঠবে। এখন সত্যই দেখা যায় যে মহারাজ যে বেলুড়ে থাকেননি সেটা ছিল শ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছা। কল্‌কাতাই ভারতের মস্তিষ্ক। সেই কল্‌কাতায় প্রতি বৎসর শত সহস্র যুবক শিক্ষা পাচ্ছে এবং দেশের ও দশের সেবার ভার নিয়ে সংসারে প্রবেশ করছে তারা। সেই কল্‌কাতায় সত্যিকার জীবন গঠনের আশ্রম হাতের কাছে না থাকলে, তারা হয়ত উৎসবাদিতে বেলুড়ে গিয়ে শুধু প্রসাদ পেয়েই ফিরে আসত—অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণতা দিবার সুযোগ পেতো না তারা। মহারাজকে তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শ্রীঠাকুরই এনে বসিয়েছিলেন কলকাতায় লোকশিক্ষা দিবার জন্য, আর সেই শিক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী সদা জাগ্রত-সচেতন আজন্ম আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দজির হাতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনতে পাই স্বামী বিবেকানন্দজিও নাকি বলতেন—'তোমরা কলকাতায় কিছু একটা করো'। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেই বীর সন্ন্যাসী বহুদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—কল্‌কাতায় কিছু একটা করতে হবে। শ্রীঠাকুরের লীলাস্থল ছিল দক্ষিণ কল্‌কাতা। মনে হয় শ্রীঠাকুরই চক্রান্ত ক'রে তাঁর দেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন সেই মধ্য-কল্‌কাতায়। বেদান্ত সমিতির মন্দিরে মহারাজ যেদিন ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, সেদিন তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গের পর প্রার্থনা ক'রে বলেছিলেন—'শ্রীঠাকুর, লোক কল্যাণের জন্য দিবাকর তুমি দয়া করে এখানেই থাকো'।

কত লোক যে দীক্ষা লাভ ক'রে মুক্তি পথের সন্ধান পেয়েছে এখানে—মহারাজদেরই পাদমূলে, তার ইয়ত্তা হয় না। কত ব্যথিত তৃষিত প্রাণ যে এখানে শান্তি পেয়ে গেছে তারও ইয়ত্তা হয় না। মহা সমাধির পূর্ব দিনও তিনি দীক্ষা দান ক'রে গেছেন। তিনি বল্‌তেন—'আমি যাদের দীক্ষা দিই, শ্রীঠাকুরের পায়ে তাদের ফেলে দি'। এই রকম ছিলেন আমাদের মহারাজ। আমাদের চোখের মনি, বুকের আলো, আমাদের ধ্যানের ছবি—জ্ঞানের রবি, আমাদের মাথার মুকুট, রুদ্রাক্ষ হার সেই মহারাজ, মহারাজ—আমাদের সেই প্রাণাধিক প্রিয় মহারাজ—আমাদের সেই ইহকালের সম্বল, পরকালের সাথী সেই দীনবন্ধু মহারাজ—যাঁর কীর্ত্তন করতে বসলে ভাষা মূক হ'তে জানে না, মুখর হয়েই ওঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্‌কাতার বাহিরেও সভার পৌরহিত্য করার জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসত। সে সব তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

সমস্ত ভারতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সেই সমারোহের মধ্যে কল্‌কাতায় বসলো 'পার্লিয়ামেণ্ট-অব-রিলিনে-এর বিরাট অধিবেশন। কল্‌কাতার পৌরিগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সেদিন (১লা মার্চ)। ভারতের একটি উজ্জ্বল রত্ন অধুনা স্বর্গগত স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল সেই বিরাট সভার উদ্বোধন করলেন। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন খুবই অসুস্থ। সভা পরিচালনার সকল ভার মহারাজের হাতে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। সভায় উঠে নিজেকে পরিচিত করার জন্য মহারাজ তখন বল্‌লেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অতি দীন সন্তান আমি এবং স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বশেষ জীবিত গুরুভাই আমি"। মহারাজের বক্তৃতা আরম্ভ হলো এবং সেই অমৃতনিস্বন্দিনী বাণী শুনে সভার লোক মুগ্ধ হ'য়ে গেল, সভার অন্তে তাঁকে আর একবার বক্তৃতা করতে হ'য়। পরের দিন তিনি যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। দেখা গেল নানা কারণে সে বক্তৃতা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাতাশ

এ-সময়ে মহারাজ বেশীর ভাগ সময় দার্জ্জিলিং-এ থাকতেন। এবারও ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত থাকলেন। পরদিন যখন দার্জ্জিলিং থেকে নামেন তখন বাতাসিয়া লুপের কাছে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ ট্রেণলাইনচ্যুত হ'লো, তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে তাঁর হৃতযন্ত্রে যে আঘাত লাগল, সেইটিই শেষ পর্য্যন্ত কালস্বরূপ হ'য়ে উঠেছিল।

হৃতপিণ্ডে আঘাত লাগায় ক্রমে উদরীরোগ এসে আক্রমণ করলো। পেটে তখন জল জমে উদর স্ফীত হয়েছে। তিনি বেতের একটা লম্বা ইজি-চেয়ারেই বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাকেন এবং হয়েছেন একেবারেই চলচ্ছক্তিহীন। কল্‌কাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো উপকার দেখা গেল না। একদিন তিনি শ্রীঠাকুরের প্রত্যাদেশে পেলেন—"বিমলানন্দ কবিরাজের চিকিৎসায় থাকো"।

বিমলানন্দ যে কে তা' তিনি জান্‌তেন না। অনুসন্ধান আরম্ভ হলো। অনুসন্ধানে জানা গেল যে কল্‌কাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস মহারাজের পুত্র এই বিমলানন্দ। তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। তাঁর চিকিৎসায় কিছু উন্নতিও দেখা যেতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহোক্ প্রায় অনুরূপ সময়ে একদিন ভারতগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মহারাজ বল্লেন: "এসো সুভাষ তোমায় আলিঙ্গন করি"। মহারাজের পেটে তখন অনেক জল। তবুও উঠে দাঁড়ালেন, কোমরে যে কাপড় জড়ানো ছিল সেখানা খুলে পড়তে লাগল। মহারাজ নিরস্ত হলেন না—কোনো রকমে কোমরের কাপড়খানা ধ'রে সুভাষচন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন। তেমন একটা মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে বেশীবার আসে না। মনে হয় দেবতারাও সেদিন এই সুমহান্ দৃশ্যটি দেখেছিলেন—কেমন ক'রে একজন ঈশ্বর জানিত দেবত্ব প্রাপ্ত ভারতের অসাধারণ যোগী মানীকে মান দিচ্ছেন!

আলিঙ্গনের পর তিনি পরিপূর্ণ হৃদয়ে সুভাষকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেছিলেন—

"তুমি বিজয়ী হও।"

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী অভেদানন্দ ব্যতীত আর কে তখন জান্‌ত যে সুভাষ ভারতবর্ষে অঘটন ঘটাবেন এবং তাঁরই গঠিত আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বর্ম্মাপ্রান্তে বহু রক্তাক্ত যুদ্ধে এংলো—আমেরিকাকে হারিয়ে দিয়ে সুভাষের আদেশে ভারতের হৃদয়ে জ্বালিয়ে তুলবে বিদ্রোহের আগুন। সুভাষ অভেদানন্দের সাক্ষাতের বহু দিন পর এই অঘটন ঘটেছিল। মহারাজ তাঁর যোগশক্তি বলে দূর ভবিষ্যতের সেই বিরাট চিত্রটি দেখেছিলেন বলেই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—"তুমি বিজয়ী হও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুভাষ সত্যই বিজয়ী হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন ভারতের নেতাজী।

এর পরে আর ভারতে থাকা চলে না দেখে ভারত ছেড়ে ইংরেজ চলে গেল নিজেদের দেশে। ভারতবর্ষ শেষে হলো স্বাধীন।

এই ঘটনার পর কবিরাজি চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম কিছু উপকারও হয়েছিল সে কথা বলেছি। তখনো মহারাজের কর্ম্মবিরতি ছিল না। প্রতিরাত্রে তাঁর প্রধান প্রধান বক্তৃতাগুলি পাঠ ও সংশোধন চলতে লাগলো। আমরা যত বলি—"বিশ্রাম করুন," তিনি তত বলেন, "সব কাজ সেরে যেতে হবে।" কথা শুনে আমরা চমকে উঠি—তবে কি মহাসমাধির লগ্ন নিকট হলো? তিনি আমেরিকায় পঁচিশ এবং ভারতে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণ করেছিলেন—তার কি তবে শেষ হলো?

সত্যই হলো তাই। ১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর (১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে) এক শুক্রবারে—নন্দোৎসবের ঠিক পরের দিন প্রাতে ৮টা ২৬ মিনিটের সময় তিনি অকস্মাৎ মহাসমাধিতে ডুবে গেলেন! সেবকেরা কেউ বুঝতেই পারলনা যে কি হ'য়ে গেল!

কাছে গিয়ে দেখি—গৌরী-শঙ্কর ধূলি-শয়ানে!

মহারাজ! মহারাজ! না ব'লে ক'য়ে এমনি করেই কি যেতে হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু—

"যদি এ' আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহেগো কভু।
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো হৃদে মোর—
ফিরিয়া যেওনা কভু।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

3/418

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

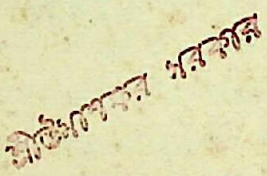

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/418.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi